www.facebook.com/alipur.barta.5 whatsapp no. 9038640030 ইন্টারনেট সংস্করণ: http://www.alipurbarta.org

পুঁজিবাদের রুদালি
চারের পাতায়

আলিপুর বার্তা

১৯৬৬-২০১৫ ঐতিহ্যবাহী সাপ্তাহিক পত্রিকা

পাগল সারে তিরল মন্দিরে
ছয়ের পাতায়

কলকাতা ঃ ৫০ বর্ষ, ৬ সংখ্যা, ১৮ অগ্রহায়ণ – ২৪ অগ্রহায়ণ, ১৪২২ ঃ ৫ ডিসেম্বর – ১১ ডিসেম্বর, ২০১৫ Kolkata : 50 year : Vol No.: 50, Issue No. 6, 5 December - 11 December, 2015 ৮ পাতা, মূল্য ৩ টাকা

মদন বিয়োগের সানাই তৃণমূলে

পার্থসারথি গুহ

সদ্য প্রাক্তন হয়ে যাওয়া মন্ত্রী মদন মিত্রকে কী শাসক দলের সর্ব্বোময় কর্ত্রী ঝেড়ে ফেলতে চাইছেন? এই প্রশ্নটা সপ্তাহ দুয়েক আগে আলিপুর বার্তার লিড নিউজ 'টিম মমতা থেকে বাদ মদন?' শীর্ষক প্রতিবেদনে তুলে ধরেছিলাম। আশ্চর্যের বিষয় হল তার অব্যাবহিত পরেই মুখ্যমন্ত্রী তথা তৃণমূল নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের করা এক মন্তব্যে এই প্রতিবেদনেরই সত্যতা সামনে এসেছে। এ আবার কি ভোজবাজি বাবা? নিতান্তই সাংবাদিকসুলভ অন্বেষণ থেকেই ধরা পড়েছিল মদন মিত্রের প্রতি তাঁর দলের, বিশেষ করে সুপ্রিমোর অবহেলার দিকটি। সেই দৃষ্টিকোণ থেকেই প্রতিবেদনটা গড়ে তোলা। তাই বলে এই নয় যে আমি বা আমাদের পত্রিকা জ্যোতিষ চর্চা করে। অথচ মুখ্যমন্ত্রী যখন বলেন, টাকা পয়সা হাতে এলে কিছু মানুষ বিলাসিতার রাস্তা বেছে নেন, কিংবা কারও ব্যক্তিগত পাপের দায়ভার কখনই দল নেবে না তখন কিন্তু মনে হয় হয়তো বা মদন-পর্বের পরেই মুখ্যমন্ত্রী তাঁর এই বয়ান দিয়েছেন। অর্থাৎ মদন মিত্রদের কুকর্মের দায় দলগতভাবে পুরোপুরি এড়িয়ে যেতে চাইছেন। এটাই তো সঠিক অবস্থান হওয়া উচিত যে কোনও রাজনৈতিক দল বা তাদের নেতা-নেত্রীদের। তবেই গিয়ে দেখা যাবে রাজনীতি পুরোপুরি কলুষমুক্ত হয়েছে। কিন্তু তা না করে যদি 'কাজের বেলা কাজী,কাজ ফুরোলে পাজি' নীতির চর্চা বেড়ে যায় তা হলে অবশ্যই বিপদ ঘনাবে। যে বিপদের দাবানলে জ্বলে পুড়ে ছাই হবে সমাজ-জাতি এবং দেশ।

এই লেখনির মাধ্যমে কোনও বিশেষ রাজনৈতিক দল বা তাদের সর্বোচ্চ নেতৃত্বকে আদৌ নিশানা করা হচ্ছে না। বরং একটু বুঝে নেওয়ার চেষ্টা রয়েছে রাজ্য রাজনীতির অবস্থান প্রক্রিয়াকে। ব্যক্তিগতভাবে আমাদের বর্তমান মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় যে সততার পথে হাঁটেন তা দিনের আলোর মতো পরিস্কার। বস্তুত সততার ক্ষেত্রে মমতা তাঁর পূর্বসূরী বুদ্ধদেব ভট্টাচার্যের মতোই উজ্জ্বল তাও দেশের মানুষ মানেন। কিন্তু যে দলের তিনি সভানেত্রী তার দায়ভার খানিকটা তো তাঁর ওপর অবশ্যই বর্তায়। বিশেষ করে মদন মিত্র যখন গতবছর প্রথমবারের জন্য গ্রেফতার হন তখন কেন্দ্রের ষড়যন্ত্রের তত্ত্বই শোনা গিয়েছিল মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের মুখ থেকে। তাঁর নির্দেশে গোটা তৃণমূল দল এবং ঘাসফুল ঘনিষ্ঠ

বুদ্ধিজীবীরা ভরপুর পথেও নেমেছিলেন। বছর খানেকের মধ্যে মদনবাবুর ফের জেল গমনের পর মুখ্যমন্ত্রীর অভিব্যক্তি সম্পূর্ণ যেন একশো আশি ডিগ্রি ঘুরে গিয়েছে। তিনি যেন ঝেড়েই ফেলতে চাইছেন তাঁর একসময়ের বহু দুর্দিনের সঙ্গী মদন মিত্রকে। একে কেউ কেউ রাজনৈতিক কৌশল হিসেবে তুলে ধরতেই পারেন। বলতেই পারেন রাজনীতিতে কোনও কিছুই স্থায়ী নয়। কালকের বন্ধু আজ দুশমন হয়ে উঠতেই পারেন। প্রশ্নটা তা নিয়ে নয়। বরং মদন মিত্র, কুণাল ঘোষ, সৃঞ্জয় বসু বা অধুনা শঙ্কুদেব পণ্ডার যে সব বিবৃতি গণমাধ্যমের কল্যাণে গোচরে আসছে তাতে কিন্তু বিপরীত চিত্রই সামনে আনছে। পরোক্ষে হোক আর প্রত্যক্ষভাবে এইসব অভিযুক্ত নেতা বা প্রাক্তন মন্ত্রীদের কথার সারবত্তা হল তাঁরা যা করেছেন সব দলকে জানিয়েই করেছেন।

এখানেই কথা ওঠে তৃণমূলের মতো দল যেখানে সভানেত্রীই শেষ কথা সেখানে তাঁর অলক্ষ্যে অকাজ-কুকাজে কেন জড়িয়ে পড়ছেন নেতা-মন্ত্রীরা? তাহলে কী দলে সুপ্রিমোর রাশ আল্গা হয়ে যাচ্ছে? নাকি নিজে সততার পথে থাকলেও রাজনৈতিক কূটকৌশলের জন্য কাউকে কাউকে প্রশ্রয় দিতে হচ্ছে। যদি দ্বিতীয়টা সত্যি হয় তবে তা নিশ্চিতভাবে ঠিক নয় মমতার ভাবমূর্তির পক্ষে। আলিপুর বার্তার প্রতিবেদনে মদন বিয়োগ পর্বের বার্তা দেওয়া হয়েছিল। আগামী দিনে কী এই পথে আরও অনেকেই সামিল হতে পারেন? যদি স্বচ্ছ রাজনীতির স্বার্থে এই ছাঁটাই পর্ব চলে তাহলে নিঃসন্দেহে তাকে স্বাগত জানাতে হবে। কিন্তু শুধুমাত্র কয়েকজনের জন্য এক নীতি আর অন্যদের জন্য ভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গী হলে তা গ্রহণযোগ্যতা পাবে না। একথা ঠিক মদন মিত্রের জীবন-যাপনে বিলাসিতা চূড়ান্ত পর্যায়ে চলে গিয়েছিল। তা বলে দল গঠনে বা বড় সভা জমাতে (ব্রিগেড ভরাতেও মূল উদ্যোগ নিতেন মদন) প্রাক্তন পরিবহন মন্ত্রীর ভূমিকাকে খাটো করা যায় না। আগেই যদি দলের সর্বোচ্চ জায়গা থেকে মদনবাবুদের মতো নেতাদের রাশ টেনে ধরার চেষ্টা হত তাহলে হয়তো এই দিন দেখতে হত না। বিরোধী কক্ষপথে থাকা ঘাসফুল দলের অবস্থান অবশ্যই সরকারে থাকা সময়ের সঙ্গে মিলবে না। সে সময় অনেক 'সাপ-ব্যাঙ'কেও এক হয়ে তৎকালীন শাসক বামফ্রন্টের মোকাবিলা করতে হয়েছে। ক্ষমতায় আসার পর গোড়া থেকেই এই দিকটায় নজর দেওয়ার দরকার ছিল ভীষণভাবে।

নচেৎ আজকের এই সব সমালোচনার মুখে পড়তে হত না। তাছাড়া মদন মিত্র বা অন্য যে সব নেতাদের দায় ঝেড়ে ফেলতে চাইছে দল তাদের থেকেও দুর্নীতিগ্রস্থ এবং ব্যাভিচারি জীবনযাপনে অভ্যস্ত অসংখ্য নেতা এখনও রয়ে গিয়েছেন দলের অন্দর মহলে। এই দিকটায় দৃষ্টি দেওয়া সর্বাগ্রে প্রয়োজন। না হলে শুধুমাত্র মদন বিদায় পর্ব অসাড় তত্ত্ব হিসেবেই পরিগণিত থেকে যাবে রাজ্য রাজনীতিতে। ইতিহাসে শিলমোহর পড়ে যাবে এই সুবিধাবাদী রাজনীতির। শুধুমাত্র দলের ফান্ড বাড়াতে অসৎ পথের কারবারিদের প্রশ্রয় দিলে হিতে বিপরীত হওয়ার সম্ভাবনাই বেশি। সারদা এবং বিভিন্ন চিটফান্ডকান্ডের দুর্নীতি প্রকাশ্যে আসার পর যা হাড়ে হাড়ে টের পাচ্ছেন ঘাসফুল নেতৃত্ব। এই স্ববিরোধী রাজনৈতিক অক্ষরেখা থেকে বেরোতে না পারলে ব্যুমেরাং হওয়া কেউ এড়াতে পারবে না।

দিনগুলি মোর ...

সাত দিন, সাত সকাল, সাত রং। গত সাতটা দিন কোন কোন খবর আমাদের মন রাঙালো। কোন খবরটা এখনও টাটকা রঙ ছড়িয়ে রেখে গেল। আবার কোনটা একেবারেই মুছে গেল মন থেকে। গত সাতটা দিনের রঙ বেরঙের খবরের ডালি নিয়ে আমাদের এই নতুন বিভাগ দিনগুলি মোর। আমাদের সপ্তাহ শুরু শনিবার, শেষ শুক্রবার।

শনিবার : মদন মিত্রের জামিন নাকচের পর থেকে ফের তৎপর সিবিআই। আবার ডাকা হয়েছে শঙ্কুদেব পান্ডাকে। খবর পাওয়া যাচ্ছে তৃণমূলের অনেক নেতা নাকি ডাক পেতে পারেন সিবিআইয়ের। অবশ্য আগামী ভোটের অঙ্কে এ নিয়ে রাজনৈতিক কূট-কচালি শুরু হয়ে গিয়েছে।

রবিবার : জিএসটি পাশ নিয়ে এখন জোর জল্পনা সংসদের ভিতর বাইরে। কে এর কৃতিত্ব নেবে তাই নিয়ে টানাপোড়েন চলছে কংগ্রেস-বিজেপির মধ্যে। শিল্পমহলও সায় দিয়ে দিয়েছে। এখন বোঝাপড়ার পালা। শেষ হলে এই বিল পাকা অবশ্যম্ভাবী।

সোমবার : তিলোত্তমা; সিটি অফ জয় কলকাতা ধরা দিল অন্যরূপে। আইএসআই চরদের বাসস্থান হিসেবে। সবচেয়ে বড় আশঙ্কা হল মানুষ, সংগঠন এমনকি স্পর্শকাতর সরকারি ক্ষেত্রে এদের গ্রহণযোগ্যতা নিয়ে। কারণ ইতিমধ্যেই জানা গিয়েছে সন্দেহভাজন এইসব চরেরা কেউ শাসকদের নেতা, কেউ আবার গার্ডেনরিচ শিপ বিল্ডার্সের কর্মী। এমনকি এদের ভোটারকার্ডও তৈরি হয়েছে স্থানীয় মানুষের সহযোগিতায়। ভয় এখানেই।

মঙ্গলবার : মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এবার দুর্নীতি নিয়ে তাঁর মত পাল্টালেন। এতদিন দলের কেউ অভিযুক্ত হলে তাঁর সমর্থনে দাঁড়াতে কসুর করেন নি। এখন বলেছেন ব্যক্তি চোরের দায় নেবে না দল। দেরি হলেও শুভ বুদ্ধির উদয় সবসময় ভাল।

বুধবার : দুর্ভাগ্যের মরশুম চলছে চেন্নাইতে। ডুবেছে বাড়ি-ঘর, রাস্তা-ঘাট, দোকান-বাজার, রেললাইন-বিমানবন্দর। বন্ধ বিমান, বন্ধ ট্রেন চলাচল। কেন্দ্র হাজার কোটি বরাদ্দ করেছে দুর্যোগ মোকাবিলায়। দুর্যোগ কাটার এখনও কোনও বার্তা নেই।

বৃহস্পতিবার : অভিভাবক এবং ছাত্র-ছাত্রীদের অন্ধকারে রেখে আইনি লড়াইতে হেরে স্কুল বন্ধ হয়ে অমানবিক আচরণ করল বেকবাগানের সেন্ট্রাল মডেল স্কুল। এতগুলো ভবিষ্যত এখন অথৈ জলে। দিশা মিলছে না মন্ত্রীর বৈঠকেও।

শুক্রবার : ডেঙ্গি কি ধীরে ধীরে মূর্তিমান মৃত্যুদূত হিসাবে দেখা দিচ্ছে। এবার শিকার এক জুনিয়র ডাক্তার। উজ্জ্বল ভবিষ্যতের এক ছাত্রীর জীবন এভাবে চলে যাওয়া সত্যিই মর্মান্তিক।

● সবজান্তা খবরওয়ালা

সুভাষচন্দ্রের গৃহত্যাগের নথি নেই সরকারি ফাইলে

নিজস্ব প্রতিনিধি : আজ থেকে প্রায় ৭৫ বছর আগে কলকাতার বাড়ি থেকে গৃহবন্দী সুভাষচন্দ্রকে গোয়েন্দা নজরদারি এড়িয়ে ভাইপো শিশির বসু কী আদৌ গাড়ি চালিয়ে নিয়ে গিয়েছিলেন? ১৯৪১ সালের জানুয়ারিতে নেতাজির ছদ্মনামে ছদ্মবেশে অন্তর্ধানের সেই তথ্য সম্প্রতি রাজ্যসরকার প্রকাশিত ৬৪টি ফাইলে কোথাও কোন সূত্রের হদিশ মেলেনি। কোনও প্রমাণ পাওয়া যায়নি শিশির বসুর গাড়ি চালিয়ে নিয়ে যাবার কিংবা প্রামাণ্য তথ্য নেই তথাকথিত নেতাজি 'পত্নী' ও কন্যা সম্পর্কে। এমনটাই দাবি করলেন আলিপুর বার্তা পত্রিকার সম্পাদক ও নেতাজি বিশেষজ্ঞ ড. জয়ন্ত চৌধুরী। শ্রোতাদের প্রশ্নের উত্তরে ড. চৌধুরী আরও জানান যে নেতাজি তদন্তে নিযুক্ত মুখার্জি কমিশনে যে ৬১টি ফাইলের তালিকা এসেছে তার মধ্যে ১২টি ফাইল এখনো রাজ্য সরকার প্রকাশ করে নি। ১৯৪১-৪২ সালের দুটি গুরুত্বপূর্ণ ফাইলও প্রকাশিত তালিকায় নেই। গত ৮ নভেম্বর নেতাজির ভ্রাতুষ্পুত্র ও প্রাক্তন সাংসদ সুব্রত বসুর বাসগৃহতে কলকাতা সংস্কৃতি সংখ্যা আয়োজিত 'সরকারি ফাইলে সুভাষচন্দ্র' শীর্ষক ওই আলোচনাচক্রে জয়শ্রী পত্রিকার সম্পাদক বিজয় নাগ ভারতবর্ষে ভগবানজিরূপী সুভাষচন্দ্রের সঙ্গে তাঁর গোপন সাক্ষাৎ এর নানা তথ্য তুলে ধরেন।

বিশিষ্ট সাংবাদিক দেবাশিস ভট্টাচার্য বলেন দেশপ্রেমের অপর নাম নেতাজি। তাঁর সম্পর্কে সমস্ত তথ্য প্রকাশ হওয়া উচিত। নেতাজির ভ্রাতুষ্পুত্রী ড. চিত্রা ঘোষ প্রধানমন্ত্রীর বাসভবনে তাঁদের সাক্ষাৎ প্রসঙ্গ উল্লেখ করে জানান প্রধানমন্ত্রী নাকি জহরলাল সম্পর্কে নথি দেখিয়ে তাঁদের বলেছিলেন যে রাশিয়ার যেখানে সুভাষ আছে সেখানেই থাকুন।

অসুস্থ সুব্রত বসু তাঁর দাদা ড. শিশির বসুর মহানিষ্ক্রমণের ভূমিকা নিয়ে সওয়াল করেন। উল্লেখ্য আমেরিকার গোয়েন্দা রিপোর্টে জানা যাচ্ছে সুভাষচন্দ্র শিখের ছদ্মবেশে কলকাতা থেকে গোপনে গৃহত্যাগ করেছিলেন। যদিও তা শিশির বসুর ১৯৭৫ সালে প্রকাশিত 'মহানিষ্ক্রমণ' গ্রন্থের বর্ণনায় মিলছে না। প্রবীণ রাজনীতিক কাশীকান্ত মৈত্র, প্রাক্তন বিচারপতি চিত্ততোষ মুখোপাধ্যায়, প্রাক্তন পুলিশকর্তা সন্ধি মুখোপাধ্যায় প্রমুখ বক্তব্য রাখেন। সঞ্চালক ড.সুনীল দাস জানান আগামী দিনেও এই ধরনের আলোচনা চক্রের আরও আয়োজন হবে। তাঁরা করবেন প্রাবন্ধিক ও গ্রন্থকার পল্লব মিত্র, ড. উজ্জ্বল কুমার মজুমদার, অধ্যাপক মণিদীপ চট্টোপাধ্যায় প্রমুখ বিশিষ্টজন উপস্থিত ছিলেন। দেশাত্মবোধক সংগীত পরিবেশন করে শ্রোতাদের মুগ্ধ করেন অত্রি সান্যাল ও মম রায়।

মঞ্চ-মূর্তি হাতিয়ার করে তীব্র হচ্ছে প্রতিবাদের ভাষা

মেহেবুব গাজি

কাকদ্বীপে গভীর রাতে ছাত্রীর রক্তাক্ত দেহ উদ্ধারের পর থেকে এলাকার মানুষের প্রতিবাদ আন্দোলন ছড়িয়ে পড়েছিল গোটা কাকদ্বীপ সহ দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলায়। সেই আন্দোলনকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য ইতিমধ্যে একাধিক পরিকল্পনা নিয়েছেন কাকদ্বীপের আন্দোলনকারীরা। আগামী কয়েক দিনের মধ্যেই কাকদ্বীপ থেকে কামদুনি পর্যন্ত প্রতিবাদ-সাইকেল মিছিল করবেন আন্দোলনকারীরা। এই মিচিলের সূচনা করবেন নিহত ছাত্রীর বাবা-মা। পাশাপাশি নির্যাতিতা ছাত্রীর মোমের মূর্তি প্রতিষ্ঠা করা হবে ছাত্রীর স্কুল বীরেন্দ্র বিদ্যা নিকেতনের মাঠে। লাগাতার আন্দোলন চালিয়ে যেতে ছাত্রীর নামে তৈরি হচ্ছে একটি মঞ্চ। আগামী দিনে এই মামলার তদারকি সহ ছাত্রীর পরিবারকে এই মঞ্চ থেকে সমস্ত রকম সহযোগিতা করা হবে বলে জানা গিয়েছে। এছাড়াও নির্যাতিতা ছাত্রীর গ্রাম দক্ষিণ হরিপুরে আন্দোলনকারী ছাত্র-যুবদের পক্ষ থেকে একটি রক্তদান শিবিরের পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে। এই রক্ত দিয়ে পরিবারের পাশে দাঁড়াতে চায় আন্দোলনকারীরা।

নৃশংস ঘটনার এক সপ্তাহ কেটে গেলেও এদিন সকাল থেকে রাত পর্যন্ত নির্যাতিতার বাড়ি ঘিরে ছিল প্রতিবাদী মানুষের ভিড়। কাকদ্বীপ জুড়ে একাধিক জায়গায় নিহত ছাত্রীর ছবিতে মালা দিয়ে ও মোমবাতি জ্বালিয়ে শ্রদ্ধা জানানোর ব্যবস্থা করা হয়েছিল। ওই সমস্ত জায়গাতে শ্রদ্ধা জানানোর জন্য মানুষের ভিড় ছিল চোখে পড়ার মতো। নির্যাতিতা ছাত্রীর মা এদিন বাড়িতে বসে কান্না ভেজা গলায় জানান, 'আমরা গরিব হতে পারি। মেয়ের সম্মান বিক্রি করে আমাদের কোনও সরকারি সাহায্যের প্রয়োজন নেই। এলাকার বিধায়ক তথা মন্ত্রী মন্টুবাবু দেহ সংকারের উদ্দেশ্য নিয়ে কয়েক মিনিটের জন্য রাতের অন্ধকারে একবার গরিবের বাড়িতে এসেছিলেন। তারপর থেকে আর আসেন নি এবং আমাদের কোনও খোঁজও পর্যন্ত নেয়নি। এতদিন পেপারে ও টিভিতে মুখ্যমন্ত্রী মমতা দিদিকে দেখে এসেছি সব অসহায় মায়েদের পাশে দাঁড়াতে। আমার কাতর অনুরোধ দিদি একবার সন্তানহারা এই মায়ের বাড়িতে আসুন। কি পরিস্থিতির মধ্যে দাঁড়িয়ে রয়েছি আমরা, তা তিনি নিজের কানে শুনে ও চোখে দেখে গিয়ে বাকি দুষ্কৃতীদের গ্রেপ্তারের দ্রুত ব্যবস্থা নিন। আমরা অপরাধীদের ফাঁসি চাই।'

আরো খবর পাঁচের পাতায়

বিশেষ নিবন্ধ
আল্লা শীত দে...
● ছয়ের পাতায়

সন্ত্রাসবাদী অনুপ্রবেশ রুখতে কড়া নজরদারি

কল্যাণ রায়চৌধুরী

সম্প্রতি কলকাতায় পাকিস্তানের চর চক্রের হদিশ পশ্চিমবঙ্গের রাজ্য রাজনীতি ও রাজ্য প্রশাসনে ব্যাপক চাঞ্চল্য সৃষ্টি করেছে। গত বৃহস্পতিবার ২৬ সেপ্টেম্বর কলকাতার গার্ডেনরিচ এলাকা থেকে এই চর চক্রের একই পরিবারের তিন সদস্য ইরশাদ আনসারি, আসফাক আনসারি ও মহম্মদ জাহাঙ্গির গ্রেফতার হয়। কলকাতা পুলিশের এস টি এফ-এর পক্ষ থেকে তাদের যতই জেরা করা হচ্ছে, ততই উঠে আসছে একের পর এক চাঞ্চল্যকর তথ্য। জানা গিয়েছে, ২০০৮ সাল থেকে চলতি বছর ২০১৫ সাল পর্যন্ত এই আট বছরে মোট প্রায় ৩৭ জন পাক গুপ্তচর কলকাতায় এসেছিল। রাজ্যে ২০০৮ সালের ত্রিস্তর পঞ্চায়েত নির্বাচন থেকে পশ্চিমবাংলায় তৃণমূল কংগ্রেসের ক্ষমতা কায়েম হতে শুরু করে। রাজ্যে সরকার পরিবর্তনের সেই সূচনালগ্ন থেকেই জঙ্গিরা পশ্চিমবঙ্গকে করিডর হিসেবে ব্যবহার করতে শুরু করে। কারণ এই সময়ে রাজ্য রাজনীতিতে একটা অস্থির পরিবেশের সৃষ্টি হয়। এই সুযোগকেই কাজে লাগানোর চেষ্টা করে জঙ্গিরা। গোয়েন্দারা জানিয়েছেন, যে কোনও কারণেই হোক জঙ্গি এবং গুপ্তচররা কলকাতাকে 'সেফ জোন' হিসেবে মনে করে। কলকাতা লাগোয়া উত্তর চব্বিশ পরগনা জেলা একটি অন্যতম প্রধান 'বাইপাস রুট'। এই জেলার বনগাঁ, স্বরূপনগর, বসিরহাট, হাসনাবাদ সীমান্তগুলি বাংলাদেশ থেকে জঙ্গি অনুপ্রবেশের সহজতর মাধ্যম। বনগাঁ ও হাসনাবাদ দিয়ে ট্রেনপথে উত্তর চব্বিশ পরগনার বিভিন্ন এলাকাসহ কলকাতায় সহজেই পাড়ি জমানো যায়।

উত্তর ২৪ পরগনা

কিছুকাল আগেও বর্ধমানের খাগড়াগড় কান্ডের পর থেকে সীমান্ত সতর্কতা আঁটোসাঁটো করা হয় বলে বিএসএফ ও রাজ্য পুলিশ প্রশাসন সূত্রে জানা গিয়েছিল। সম্প্রতি কলকাতায় আইএসআই চরচক্রের তিনজন গ্রেফতার হওয়ার পর ভারত-বাংলাদেশ সীমান্তে নজরদারি আরও জোরদার করা হয়েছে বলে প্রশাসনিক সূত্রে জানা গিয়েছে।

বিএসএফ ও রাজ্য পুলিশের সীমান্ত নজরদারির পাশাপাশি বনগাঁ ও হাসনাবাদ লোকাল ট্রেনগুলির উপরও রেল পুলিশের পক্ষ থেকে বিশেষ নজরদারির ব্যবস্থা করা হয়েছে বলে জানালেন শিয়ালদহ ডিভিশনের এসআরপি দেবাশিস বেজ। উত্তর চব্বিশ পরগনার জেলা সদর বারাসতের রেল স্টেশনেও বারাসত জিআরপি'র পক্ষ থেকে বিশেষ নজরদারির ব্যবস্থা করা হয়েছে। ওসি দীপক পাইকের নেতৃত্বে বারাসত জিআরপির একটি দল নিয়মিত অভিযান চালাচ্ছে। আইনশৃঙ্খলা রক্ষার পাশাপাশি কোনও অনুপ্রবেশকারী নিরাপত্তার ফাঁক গলে ট্রেনপথ দিয়ে ঢুকে পড়ছে কিনা সেই সতর্কতার জন্য বারাসত জিআরপি এই 'উগ্রপন্থী চেকিং' অভিযান বলে রেল পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে। বারাসত জিআরপির অধীনে মোট ২৬টি রেল স্টেশন। দুর্গানগর থেকে হাসনাবাদ ও বনগাঁ লাইনে বারাসত স্টেশনের পার্শ্ববর্তী কারশেড পর্যন্ত জুরিসডিকশন। মোট এলাকা ৬২ কিমি। নজর রাখা হচ্ছে প্রত্যেকটি স্টেশনে।

পুরনো হিরোরা জিরো হয় শেয়ার বাজারে

২০১৬ থেকে বাজার ঘুরে দাঁড়াবার সম্ভাবনা

শুদ্ধাশিস গুহ

যে কোনও শেয়ার বাজারেই দেখা যায় যারা দীর্ঘমেয়াদে বিশ্বাসী তারাই অধিক সফল। এই তো সেদিন ট্রেডিং পিরিয়ডের পরে কথা হচ্ছিল এক পরিচিত ব্রোকারের সঙ্গে। তিনি জানালেন তাঁর কিছু অভিজ্ঞতার কথা, যা তিনি অর্জন করেছেন দীর্ঘদিনের লগ্নি বাজারে কাটানো সময়ের মধ্যে দিয়ে। ওনার এক বন্ধু খুব কম বয়স থেকেই হাতের পয়সা বাঁচিয়ে একটু একটু করে শেয়ার কিনতেন। সেই নব্বইয়ের দশক থেকে তার এই প্রবণতা দেখা দেয়। সেই ভদ্রলোক তখন কলেজ জীবনে। কিনবেন তো কিনুন প্রথম থেকেই তিনি কিনতে থাকেন ইনফোসিসের শেয়ার। যার বাজার মূল পরবর্তী ২০–২৫ বছরের মধ্যে গিয়ে দাঁড়ায় আনুমানিক ৬৫ লক্ষ টাকায়। ব্রোকার ভদ্রলোকের বক্তব্যানুযায়ী এই ইনফোসিস জীবনের মান পালটে দেয় সেই কলেজ পড়ুয়া বন্ধুর। এবার দেখে নেওয়া যাক কিভাবে শেয়ারের দাম এতটা ওপরে গিয়ে পৌঁছাতে পারে। আসল কথা হল ইনফোসিসের মতো শেয়ার এমন হাতে গরমে জিনিস যা এমন পর্যায়ে পৌঁছে যেতেই পারে। শেয়ারের দাম বাড়া শুধু নয়। এর সঙ্গে নিয়ম করে পেতে থাকা বোনাস শেয়ার, ইত্যাদি মিলে কলেবরে এত বড় আর্থিক পরিমাণে দাঁড়ায় সামান্য কটি ইনফোসিস। যারা লং টার্মে বিশ্বাস করেন তাদের উচিত এই উদাহরণ মাথায় নিয়ে ভালো কোম্পানিতে দীর্ঘদিন যাবৎ নিবেশিত থাকা। ইনফোসিসের এই গল্পের মতো আইটিসি কিনে বা জমিয়ে বড়লোক হয়ে ওঠার অনেক নিদর্শনও রয়েছে হাতেগরমে। এইসব কোম্পানিগুলি হল যাকে বলে একেবারে অভিজাত সম্প্রদায়ভুক্ত। বা চলিত কথায় বলা চলে এভারগ্রিন বা চিরসবুজ। এর মূল কারণ এদের ব্যবসা বা তার পদ্ধতি এতটাই সুদৃঢ়ভাবে এগিয়ে চলেছে যে তা গতিশীল থাকছে সবসময়। বাজারের হাজারো ডামাডোলেও নিজের অস্তিত্ব বজায় রেখে এগিয়ে চলেছে এই সংস্থাগুলি। ফলে এইধরণের সংস্থার শেয়ার কিনে থাকলে হয়তো বেশ কিছুদিন হাতে ধরে রাখতে হতে পারে, কিন্তু পয়সা ডুবে যাওয়ার সম্ভাবনা প্রায় নেই বললেই চলে। একইভাবে এইচডিএফসি ব্যাঙ্ক বা শুধু এইচডিএফসি'র নামও উল্লেখ করা যেতে পারে। সাধারণভাবে যারা নতুন পা রেখেছেন শেয়ার বাজারে, বা যারা একেবারেই আনকোরা তাদের অনেকেই পরামর্শ দেশ আইটিসি, ইনফোসিস বা এইচডিএফসি'র মতো শেয়ারে বিনিয়োগ করতে। এই ধরণের পরিস্থিতিতে এটাই কাম্য বলে মনে করা হচ্ছে যুগ যুগ ধরে।

শেয়ার বাজারে লগ্নির সময়ে আরও একটা বিষয়ে বিশেষ করে চোখ–কান খোলা রাখতে হয়। সেটা হল আপনি যেসময় পুঁজি নিবেশ করছেন সেই সময়ে কোন সেক্টরের শেয়ারে তেজি খেলা চলছে। যেমন এই মুহূর্তে আপনি যদি ভারতের বাজারে টাকা খাটাতে চান তবে ওষুধ, গাড়ি এবং গাড়ির অনুসারি শিল্প, তথ্যপ্রযুক্তি এবং কিছুটা হলেও ব্যাঙ্কিং সেক্টরে বিনিয়োগ করতে পারেন। কারণ এইসব ক্ষেত্র থেকে রিটার্ন পেতে পারেন তাড়াতাড়ি। যদিও ব্যাঙ্কে পুঁজি ঢালার ক্ষেত্রে বিশেষজ্ঞরা পছন্দ করছেন বেসরকারি ব্যাঙ্ককেই। অনুৎপাদক সম্পদ, কুঋণ ইত্যাদির চাপে একপ্রকার জর্জরিত হয়ে থাকা পিএসইউ বা সরকার নিয়ন্ত্রণাধীন ব্যাঙ্কে সহজে কেউ ইনভেস্ট করতে চাইছেন না। কারণ এতে ঝুঁকি অনেকটাই বেশি। তুলনায় বেসরকারি ব্যাঙ্কে টাকা নিয়োগ করে অনেক জলদি বেশি অর্থ হাতে এসে যেতে পারে। যার নমুনা বিগত দিনে আমার অনেক বেসরকারি ব্যাঙ্কের ক্ষেত্রে দেখেছি। সরকারি ব্যাঙ্কের মধ্যে দেশের সেরা হিসেবে প্রতিপন্ন ভারতীয় স্টেট ব্যাঙ্ক বা এসবিআই পর্যন্ত অনুৎপাদক সম্পদ ইত্যাদির চাপে প্রচুর সমস্যায় আছে। সেক্টর চলার ক্ষেত্রে এইসবের উল্লেখ করা হলেও এখনও মেটাল এবং অয়েল অ্যান্ড গ্যাসে পুঁজি নিয়োগ করতে নিষেধ করছেন বিশেষজ্ঞরা।

এদের মতে মেটাল এবং অয়েল অ্যান্ড গ্যাসের অন্তর্ভুক্ত শেয়ারের দাম আরও নিচে আসতে পারে। ফলে নতুন করে এইসব জায়গায় টাকা আসার সম্ভাবনা অনেকটাই কম। তাছাড়া চিনের গ্রোথ কমে যাওয়া বা মন্দার প্রভাবে ভারত সহ গোটা বিশ্বের মেটাল সেক্টর দারুণভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে। গোদের ওপর বিষফোঁড়ার মতো ক্রুড অয়েলের মুখ থুবড়ে পড়ে থাকা প্রভাবিত করছে অয়েল অ্যান্ড গ্যাস সেক্টরকে। এভাবেই ক্রমশ নানাদিক থেকে আসা চাপ সাঁড়াশির মতো চেপে ধরেছে বাজারের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ এই জায়গাগুলিকে। তাই টাটা স্টিল, জিন্দাল স্টিল, হিন্দালকো, অ্যাবন অফশোর, অয়েল অ্যান্ড ন্যাচারাল গ্যাস কর্পোরেশন বা ওএনজিসি'র মতো একসময়ে বাজারের ডার্লিং বলে পরিচিত শেয়ারের দাম তলানিতে।

এমনিতে বাজারের ধর্ম পালন করবে বাজার নিজেই। লগ্নিকারীরা তা নিয়ে যতটাই আন্দোলিত হন না কেন, সে নিজের প্রকৃতি এবং অস্তিত্ব বজায় রেখে এগিয়ে যাবে। এটা শুধু এ দেশের ক্ষেত্রে নয়, গোটা বিশ্বের শেয়ার বাজারের জন্য প্রযোজ্য। কোন ঘটনায় বাজারে হিল্লোল উঠবে, আর কোন ঘটনায় বাজারে নেতিবাচক প্রভাব পড়বে তা বলা সম্ভব নয় কোনও শেয়ার বিশেষজ্ঞের পক্ষে। যদিও সুযোগ ছাড়েন না তাঁরা কোনওভাবেই। অনেক ক্ষেত্রে হয়তো বা কাজ করে হামবড়া মনোভাব। যার প্রেক্ষিতে নিজেদের মন্তব্য জাহির করার সুযোগ ছাড়তে চান না বিশেষজ্ঞরা। তবে এও ঠিক কেউই অযাচিতভাবে লগ্নিকারীদের বিনিয়োগ করতে চাইবেন না। তা হলেও যেহেতু শেয়ার বাজারে বহু মানুষের ভাগ্য জড়িত থাকে তাই সর্বদা মনে রাখা প্রয়োজন যে একটা বাজে মন্তব্য হঠাৎ করেই প্রেক্ষাপট পালটে দিতে পারে। মানে খারাপ প্রভাব পড়ে যেতেই পারে। অর্থনীতির সঙ্গে সংশ্লিষ্টদের এদিকে নজর থাকে না তা নয়। বরং অনেক সময় তাঁরা আগ বাড়িয়ে জানিয়ে দেন এই ধরনের উক্তি বা বক্তব্য তাদের কোনও অভিপ্রায় নিয়ে করা নয়। এই প্রসঙ্গে নিজেদের অভিব্যক্তিও তারা তুলে ধরেন বিবিধ গণমাধ্যম এবং বৈদ্যুতিন মাধ্যমে।

তাও নিরপেক্ষতা শব্দটা বড্ড ক্লেশ হয়ে দাঁড়িয়েছে ভারতীয় শেয়ার বাজারের ক্ষেত্রে। সেই যখন পুরাতন জমানায় ভারতের শেয়ার বাজারে ডিজিট্যাল ব্যবস্থা বা কম্পিউটরাইজড সিসটেম তখন স্বপ্নের মতো। তৎকালীন নিয়মানুযায়ী ফিজিক্যাল শেয়ারের কাজ হত কাগজের নোটের মাধ্যমে। প্রধানত পারস্পরিক বিশ্বাসই ছিল তখনকার শেয়ার বাজারের মূলধন। সেইসময় যে সব কিছু সঠিক ছিল তা নয়। প্রচুর মানুষ ভুলভাল ব্রোকারের পাল্লায় পড়ে নিজেদের পুঁজিপাটা হারিয়ে সর্বস্বান্ত হয়েছেন এমন নজির আছে যেমন তেমনই আবার ভালো ব্রোকারের পরিষেবাগুণে সমৃদ্ধ হওয়ার ঘটনাও রয়েছে। আসল কথা হল অতি অবশ্যই সেই শিক্ষার বাতাবরণ এবং পরিষেবা দেওয়ার মতো মানুষের কাছে পৌঁছানো। এই ব্যাপারে অনেকে বলে থাকেন ভাগ্যের কথা। যদিও অভিজ্ঞতা সে কথা প্রকট করে না। অনেক সময় এমন দেখা গিয়েছে ভালো পড়াশুনা এবং সঠিক ব্রোকার হাউজের যুগলবন্দিতে বিনিয়োগকারী লাভবান হন। এটা ঠিক যে প্রতিদিন যারা বাজারে কেনাবেচা করতে অভ্যস্ত বা ফাটকা করতে চান তাদের একটা পরিসীমা মেনে কাজ করা বিশেষ দরকার।

পরিশেষে যে তথ্য দিয়ে যবনিকা টানতে চলেছি তা হল শেয়ার বাজারের একটা খুব জনপ্রিয় প্রবাদ বাক্য। এই বাজারে কথিত সত্যিটা হল এখানে কেউই সুপার হিরো'র ইমেজ দীর্ঘকাল ধরে রাখতে পারে না। ব্যতিক্রমী চরিত্র দু–চারটি শেয়ারবা কোম্পানি ছাড়া এখানে একেকটা সময়ে একেকজন বা সেক্টরের বুল রান বা তেজি দৌড় চলে। এভাবেই এই বাজারে ২০০৭–০৮–এর উত্থানে বড় ভূমিকা নিয়েছিল রিয়েল এস্টেট, মেটাল, অয়েল অ্যান্ড গ্যাসের মতো সেক্টর। ব্যাঙ্কও সেইসময় ভালো করেছিল। যদিও প্রাইভেট ব্যাঙ্কের থেকে ওইসময়কালে সরকারি ব্যাঙ্কের প্রভাব বেশি পরিলক্ষিত হয়েছিল। পরবর্তীকালে হালফিলের যে ৯–হাজারি নিফটি আমরা দেখলাম বা যে যুগ এখন চলছে তাতে লিডার নিঃসন্দেহে আইটি, অটো–অটো অ্যানসালারি এবং ফার্মা। পুরনো হিরোরা বেশিরভাগ এই যুগে জোরো। দেখা যাক আগামী দিনে কারা ফের মঞ্চে হিরো জয়ে ওঠে।

সাপ্তাহিক রাশিফল

নমিতা জ্যোতিঃশাস্ত্রী

৫ ডিসেম্বর – ১১ ডিসেম্বর, ২০১৫

মেষ : মাথা উঁচু করে এগিয়ে চলুন, আপনার নির্ভিক অভিব্যক্তি অন্যকে আকর্ষণ করবে। আপনি উন্নতির পথে অগ্রসর হতে পারবেন। ব্যবসায় লাভযোগ লক্ষিত হয়। গৃহে মঙ্গলানুষ্ঠানের যোগ রয়েছে। আর্থিক বিষয়ে কিঞ্চিৎ বাধা এলেও আপনি সাফল্য পাবেন। শিক্ষায় শুভ।

বৃষ : শরীর বিশেষ ভাল যাবে না। বাত বা বাত জাতীয় পীড়ায় কষ্ট পাবেন। আপনার পূর্ব পরিকল্পনা অনুযায়ী কাজগুলি সুন্দরভাবে সুসম্পন্ন করতে পারবেন। ভ্রাতৃস্থানীয় ব্যক্তির সাহায্য লাভ করবেন। পড়াশুনায় মন বসতে চাইবে না। ভাগ্যোন্নতির পথে সময়টি আপনার অনুকূলে।

মিথুন : গৃহে শান্তি বজায় থাকবে না। স্নেহ–প্রীতির বিষয়ে শুভফল পাওয়া যাবে। আর্থিক বিষয়ে শুভ ফল পাবেন। ব্যবসায় উন্নতর যোগ রয়েছে। অর্শ ও আমাশয়ে অনেক কষ্ট পাবেন। বুঝে খরচ না করলে ক্ষতি হয়ে যাবে। কর্মস্থলে শত্রুরা তৎপর হয়ে থাকবে ক্ষতি করার জন্য।

কর্কট : প্রোমোটারদের পক্ষে সময়টি শুভ। কর্মে উন্নতির যোগ রয়েছে, পিতার পক্ষে ভাল সময়। লেখাপড়ায় মনের মত ফল পাবেন না। সন্তানের শরীর স্বাস্থ্য নিয়ে চিন্তিত থাকবেন। বিবাহ যোগ্য যোগ্যাদের বিবাহের যোগ রয়েছে। পাকাশয়ের পীড়ায় কষ্ট।

সিংহ : শিল্পী বা সাহিত্যিকদের ক্ষেত্রে শুভ সময়। গৃহ–ভূমি সংক্রান্ত বিষয়ে কিছু না কিছু গোলযোগ থাকবে। বন্ধুদের থেকে সাবধান থাকা দরকার। মায়ের শরীর নিয়ে উদ্বেগের মধ্যে থাকবেন। ভাগ্যের সুপ্রসন্নতা লাভ করবেন। দৈব–দুর্ঘটনার যোগ রয়েছে।

কন্যা : বিবিধ চিন্তায় মন ভারাক্রান্ত হয়ে থাকবে। পতি পত্নীর মধ্যে মতান্তর ঘটবে। অর্থনৈতিক বিষয়ে শুভফল পাবেন। আয় ভালই হবে। সঞ্চয়ে বাধা। পড়াশুনায় ফল ভাল হবে। কর্মস্থলে সুনাম, যশ বজায় থাকবে।

তুলা : আপনার সুন্দর চিন্তাধারা কার্যে পরিরত করতে সক্ষম হবেন। লেখ্য পরীক্ষাদি বিষয়ে কিঞ্চিৎ বাধা আসতে পারে। একটু চেষ্টা করলে সাফল্য পাওয়া যাবে। ব্যবসায় ও গৃহ ভূমি এবং জমি জমা সংক্রান্ত বিষয়ে শুভফল পাবেন। কর্মে পদোন্নতির যোগ বিদ্যমান।

বৃশ্চিক : বুদ্ধির বিভ্রম ঘটতে পারে। অতিরিক্ত রোগ তেজ দমন করার চেষ্টা করুন। ভাই–বোনের সাহায্য লাভ করবেন। গৃহ ভূমি সম্পর্কে অগ্রসর হবেন না। শিক্ষায় মনের মত ফল পাবেন না। অর্থনৈতিক বিষয়ে শুভফলের যোগ রয়েছে। পতি–পত্নীর মধ্যে মনোমালিন্য ঘটবে।

মকর : অন্যের দায়িত্ব নিতে যাবেন না। বন্ধু–বান্ধব থেকে সতর্ক থাকবেন। কর্মস্থলে গোলযোগপূর্ণ পরিস্থিতির সৃষ্টি হবে। আর্থিক বিষয়ে মিশ্র ফল পাবেন। সন্তানের স্বাস্থ্য নিয়ে চিন্তিত থাকবেন। শিক্ষায় চঞ্চলতা হেতু ক্ষতির যোগ।

ধনু : আর্থিক বিষয়ে বিবিধ সমস্যা দেখা দিলেও আপনি অর্থ পাবেন। লেখাপড়ায় ভাল ফল পাবেন। মানসিক শক্তি বৃদ্ধি পাবে। সন্তান–সন্ততি বিষয়ে শুভফল পাবেন। ব্যবসায় লাভ যোগ রয়েছে। শরীর নিয়ে আপনি কষ্ট পাবেন। সাবধান না হলে ক্ষতি হতে পারে।

কুম্ভ : সুন্দর বুদ্ধির জোরে জীবনে সাফল্য আসবে। অর্থনৈতিক বিষয়ে মোটামুটি শুভ ফল পাবেন। যকৃৎ সম্বন্ধীয় পীড়ায় কষ্ট পাবেন। কর্মক্ষেত্রে শুভফলের যোগ রয়েছে। স্নেহ প্রীতির মাধ্যমে বিবাহ যোগ লক্ষিত হয়। বাতের রোগে কষ্ট পাবেন।

মীন : গৃহ ভূমি ও জমি জমা সম্পর্কিত বিষয়ে শুভফল পাবেন। অর্থনৈতিক বিষয়ে পূর্বের তুলনায় কিছুটা শুভফল পাবেন। মানসিক শক্তির বিকাশ ঘটবে। কর্মস্থলে সুনাম ও যশ বৃদ্ধি পাবে। লেখাপড়ায় ভাল ফল পাবেন।

কাজের খবর

রাজ্য সরকারের সেরা চাকরির পরীক্ষা ডব্লু বি সি এস–এর বিজ্ঞপ্তি বেরোল

রাজ্য সরকারে কয়েকশো গ্র্যাজুয়েট

নিজস্ব প্রতিনিধি : পশ্চিমবঙ্গ সরকারের বিভিন্ন সার্ভিস ও বিভাগে কয়েকশো অফিসার নিয়োগ করা হবে। ডব্লুবিসিএস পরীক্ষার মাধ্যমে প্রার্থী বাছাই করবেন পশ্চিমবঙ্গ পাবলিক সার্ভিস কমিশন। অ্যাডভাটাইজমেন্ট নম্বর : ২০/২০১৫। ২০১৬–র জানুয়ারিতে প্রিলিমিনারি পরীক্ষা। এতে সফল হলে মেন পরীক্ষায় বসা যাবে। প্রিলিমিনারি পরীক্ষা হবে রাজ্যের বিভিন্ন কেন্দ্রে।

এই পরীক্ষায় বসার জন্য ন্যূনতম শিক্ষাগত যোগ্যতা যে–কোনও শাখায় গ্র্যাজুয়েট ডিগ্রি। তাছাড়া বাংলা পড়তে, লিখতে, বলতে জানতে হবে। তবে দার্জিলিং জেলার দার্জিলিং সদর, কালিম্পং ও কার্শিয়াং সাব–ডিভিশনের নেপালিভাষী প্রার্থীদের ক্ষেত্রে এ নিয়ম প্রযোজ্য নয়। ডব্লু বি সি এস পরীক্ষা চারটি গ্রুপে বিন্যস্ত। গ্রুপগুলি হল 'এ', 'বি', 'সি' এবং 'ডি'। একজন প্রার্থী একটি আবেদনপত্রে চারটি গ্রুপের জন্যই দরখাস্ত করতে পারেন।

বয়স : ১–১–২০১৬ তারিখে বয়স হতে হবে : 'এ', 'সি' ও 'ডি' গ্রুপের জন্য ২১ থেকে ৩২ বছর। অর্থাৎ জন্মতারিখ থাকতে হবে ২–১–১৯৮৪ থেকে ১–১–১৯৯৫–এর মধ্যে। গ্রুপ 'বি' অর্থাৎ ওয়েস্ট বেঙ্গল পুলিশ সার্ভিসের ক্ষেত্রে ২০ থেকে ৩২ বছরের মধ্যে, এক্ষেত্রে জন্মতারিখ থাকতে হবে ২–১–১৯৮৪ থেকে ১–১–১৯৯৬–এর মধ্যে। বয়স ২০ থেকে ২১ বছরের মধ্যে হলে শুধুমাত্র 'বি' গ্রুপের জন্যই দরখাস্ত করবেন।

বয়সে পশ্চিমবঙ্গের তালিকাভুক্ত তফসিলিরা ৫ এবং বিসি প্রার্থীরা ৩ বছরের ছাড় পাবেন। দৈহিক প্রতিবন্ধীরা অন্তত ৪০ শতাংশ প্রতিবন্ধকতা থাকলে এবং ৪৫ বছরের মধ্যে বয়স থাকলে আবেদন করতে পারেন। অন্যান্য রাজ্যের সংরক্ষিত ক্যাটেগরির প্রার্থীদের সাধারণ প্রার্থী হিসেবে গণ্য করা হবে। বয়সের প্রমাণপত্র হিসেবে কেবলমাত্র মাধ্যমিক বা সমতুল পরীক্ষার সার্টিফিকেটকেই গণ্য করা হয়। সরকারি কর্মচারীদের ক্ষেত্রে বয়স ছাড়ের কোনও অতিরিক্ত সুবিধা নেই।

বেতনক্রম : গ্রুপ 'এ' এবং 'বি'–এর ক্ষেত্রে ১৫,৬০০–৪২,০০০ টাকা। সঙ্গে গ্রেড পে ৫,৪০০ টাকা। গ্রুপ 'সি'–এর ক্ষেত্রে ৯,০০০–৪০,৫০০ টাকা। গ্রেড পে গ্রুপ 'সি'–এর জয়েন্ট ব্লক ডেভেলপমেন্ট অফিসার, ডেপুটি অ্যাসিস্ট্যান্ট ডিরেক্টর অব কনজিউমার অ্যাফেয়ার্স অ্যান্ড ফেয়ার বিজনেস প্র্যাক্টিসেস, ওয়েস্ট বেঙ্গল জুনিয়র সোশ্যাল ওয়েলফেয়ার সার্ভিস, ওয়েস্ট বেঙ্গল সাব–অর্ডিনেট ল্যান্ড রেভেনিউ সার্ভিস (গ্রেড–ওয়ান) এবং অ্যাসিস্ট্যান্ট ক্যানাল রেভেনিউ অফিসার (ইরিগেশন) ও চিফ কন্ট্রোলার অব কারেকশনাল সার্ভিসেসের ক্ষেত্রে ৪,৪০০ টাকা। গ্রুপ 'ডি'–র ক্ষেত্রে বেতনক্রম ৭,১০০–৩৭,৬০০ টাকা। গ্রেড পে ৩,৯০০ টাকা।

কোন গ্রুপে কোন চাকরি

'এ' গ্রুপ : নিয়োগ হয় এইসব সার্ভিসে। ওয়েস্ট বেঙ্গল সিভিল সার্ভিস (এক্সিকিউটিভ), ওয়েস্ট বেঙ্গল কমার্শিয়াল ট্যাক্স সার্ভিস, ওয়ে বেঙ্গল ড্রাফটিং অব রিপোর্ট (২০০টি শব্দের মধ্যে), প্রেসি রাইটিং, কম্পোজিশন, ইংরাজি থেকে বাংলা বা হিন্দি বা উর্দু বা নেপালি বা সাঁওতালি ভাষায় ট্রান্সস্লেশন।

পেপার–টুতে আছে ইংরেজিতে লেটার রাইটিং (১৫০টি শব্দের মধ্যে)/ড্রাফটিং অব রিপোর্ট (২০০টি শব্দের মধ্যে), প্রেসি রাইটিং, কম্পোজিশন, বাংলা বা হিন্দি বা উর্দু বা নেপালি বা সাঁওতালি থেকে ইংরেজিতে ট্রান্সস্লেশন।

পেপার থ্রি তে আছে জেনারেল স্টাডিজ–ওয়ান : (১) ইন্ডিয়ান হিস্ট্রি উইথ স্পেশ্যাল এমফ্যাসিস অন ন্যাশনাল মুভমেন্ট, (২) জিওগ্রাফি অব ইন্ডিয়া (এক্ষেত্রে পশ্চিমবঙ্গের ভূগোল গুরুত্ব পাবে)।

পেপার–ফোর এ আছে জেনারেল স্টাডিজ–টু। (১) সায়েন্স অ্যান্ড সায়েন্টিফিক অ্যান্ড টেকনোলজিক্যাল অ্যাডভান্সমেন্ট, এনভায়রনমেন্ট, জেনারেল নলেজ এবং জয়েন্ট অ্যাফেয়ার্স।

পেপার ফাইভ–এ আছে দ্য কনস্টিটিশন অব ইন্ডিয়া অ্যান্ড ইন্ডিয়ান ইকোনমি ইনক্লুডিং রোল অ্যান্ড ফাংশানস অব রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অব ইন্ডিয়া।

পেপার সিক্স–এ আছে অ্যারিথমেটিক এবং রিজনিংয়ের ওপর প্রশ্ন।

মনে রাখতে হবে 'এ' ও 'বি' গ্রুপের প্রার্থীরা ৬টি কম্পালসারি পেপার এবং একটি অপশনাল সাবজেক্টের দুটি পেপারের পরীক্ষা দেবেন। 'সি' ও 'ডি' গ্রুপের প্রার্থীরা শুধুমাত্র ৬টি কম্পালসারি পেপারের পরীক্ষা দেবেন।

ভাষার পেপার ছানা বাকি সমস্ত কম্পালসারি এবং অপশনাল বিষয়ের উপর বাংলা ও ইংরেজিতে লেখা যাবে। সংস্কৃত বিষয়ের উত্তর দেবনাগরী বা বাংলা হরফে লেখা যাবে। সাঁওতালি বিষয়ের উত্তর লিখতে হবে অলচিকি লিপিতে। তবে একই পেপারে একাধিক ভাষায় উত্তর লেখা যাবে না। মাল্টিপল চয়েস প্রশ্নের ক্ষেত্রে ভুল উত্তরের জন্য নেগেটিক মার্কিং থাকবে।

পার্সোন্যালিটি টেস্ট : মেন লিখিত পরীক্ষার মেধাতালিকা অনুযায়ী চারটি গ্রুপেরই নির্বাচিত কিছু প্রার্থীকে ডাকা হয় পার্সোন্যালিটি টেস্টে। প্রার্থীর আগ্রহের বিষয়ের ওপর প্রশ্ন করা হয়। যাচাই করা হয় প্রার্থীর সচেতনতা, যুক্তিবোধ, আদর্শবোধ, নেতৃত্ব দেওয়ার ক্ষমতা ও আগ্রহের পরিধি। গ্রুপ 'বি' মানে যেহেতু ওয়েস্ট বেঙ্গল পুলিশ সার্ভিসের উচ্চপদে চাকরি, তাই এই গ্রুপের পার্সোন্যালিটি টেস্টে বিশেষভাবে দেখা হয়, এই নির্দিষ্ট পেশার সঙ্গে প্রার্থীর ব্যক্তিত্ব এবং বুদ্ধিমত্তা খাপ খায় কিনা। গ্রুপ 'এ' ও 'বি'–এর ক্ষেত্রে পার্সোন্যালিটি টেস্টে থাকবে ২০০ নম্বর। গ্রুপ 'সি'–এর ক্ষেত্রে ১৫০ নম্বর এবং গ্রুপ 'ডি'–র ক্ষেত্রে ১০০ নম্বর।

কোন গ্রুপে কত নম্বরের পরীক্ষা : গ্রুপ অনুযায়ী মেন লিখিত পরীক্ষার নম্বরের বিনদ্যাস এরকম। গ্রুপ 'এ' এবং 'বি'–এর জন্য ৬টি কম্পালসারি পেপারে ১,২০০(২০০x৬), একটি অপশনাল সাবজেক্টের দু'টি পেপার ৪০০(২০০x২) এবং পার্সোন্যালিটি টেস্টে ২০০, অর্থাৎ সবমিলিয়ে মোট ১,৮০০(১,৬০০+২০০)।

গ্রুপ 'সি'র জন্য ৬টি কম্পালসারি পেপারে ১,২০০(২০০x৬) এবং পার্সোন্যালিটি টেস্টে ১০০, অর্থাৎ সব মিলিয়ে মোট ১,৩০০ (১,২০০+১০০)।

প্রিলিমিনারি পরীক্ষা হবে এইসব কেন্দ্রে (বন্ধনীতে কোড নম্বর), কলকাতা উত্তর (১), কলকাতা দক্ষিণ (২), বারুইপুর (৩), ডায়মন্ড হারবার (৪), বারাকপুর (৫), বারাসাত (৬), হাওড়া (৭), বর্ধমান (৮), আসানসোল (৯), মেদিনীপুর (১০), তমলুক (১১), বাঁকুড়া (১২), বহরমপুর (১৩), মালদা (১৪), জলপাইগুড়ি (১৫), আলিপুরদুয়ার (১৬), কোচবিহার (১৭), শিলিগুড়ি (১৮), দার্জিলিং (১৯)। দার্জিলিং জেলার পার্বত্য উপজাতি এবং দার্জিলিং সদর, কালিম্পং এবং কার্শিয়াংয়ের প্রার্থীরা দার্জিলিং কেন্দ্রে পরীক্ষা দিতে পারবেন।

প্রিলিমিনারি পরীক্ষা শুধুমাত্র স্ক্রিনিং টেস্ট। এতে পাওয়া নম্বর চূড়ান্ত প্রার্থী বাছাইয়ের জন্য গণ্য হবে না। মেন পরীক্ষায় সফলদের পার্সোনালিটি টেস্টে ডাকা হবে। পার্সোনালিটি টেস্টে ডাকা হবে। পার্সোনালিটি টেস্ট হবে কলকাতায় পাবলিক সার্ভিস কমিশনের অফিসে।

কিছু শর্ত : ডব্লু বি সি এস পরীক্ষায় কতগুলি গ্রুপে আবেদন করতে হলে অতিরিক্ত যোগ্যতার প্রয়োজন : (ক) ওয়েস্ট বেঙ্গল পুলিশ সার্ভিস গ্রুপ 'বি' : আবেদনের জন্য নির্দিষ্ট শারীরিক মাপজোক চাই। পুরুষদের ক্ষেত্রে উচ্চতা হতে হবে অন্তত ১.৬৫ মিটার, মহিলাদের ক্ষেত্রে অন্তত ১.৫০ মিটার। তবে গোর্খা ও উপজাতি প্রার্থীরা উচ্চতায় নিয়মানুসারে ছাড় পাবেন। (খ) অ্যাসিস্ট্যান্ট ক্যানাল রেভেনিউ অফিসার (গ্রুপ 'সি'), একেবারে প্রান্তিক অঞ্চলে গ্রামগঞ্জে ঘুরে সাধারণ মানুষের সঙ্গে মিলেমিশে কাজ করার মানসিকতা থাকতে হবে। (গ) ওয়েস্ট বেঙ্গল জুনিয়র সোশ্যাল ওয়েলফেয়ার সার্ভিস (গ্রুপ 'সি')। অন্ধ, মূক ও বধির প্রতিবন্ধীদের হোমে যেহেতু কাজ করতে হবে, তাই তাঁদের প্রশিণ দেওয়ার উপযুক্ত ডিগ্রি, ডিপ্লোমা বা সার্টিফিকেট থাকতে হবে। যদি তা না থাকে তাহলে চাকরি পাওয়ার পর এই প্রশিক্ষণ নিতেহবে। (ঘ) ওয়েস্ট বেঙ্গল সাব–অর্ডিনেট অ্যান্ড রেভেনিউ সার্ভিস, গ্রেড ওয়ান (গ্রুপ সি') : বাংলায় লিখতে, পড়তে ও কথা বলতে জানতে হবে। চাকরি পাওয়ার পর অন্তত ৬ মাসের প্রশিক্ষণ নেওয়ার শর্তে চাকরি হবে। প্রশিক্ষণের শেষে পরীক্ষায় সফল না হলে চাকরি থাকবে না।

অনলাইন দরখাস্ত করতে হবে এই ওয়েবসাইটের মাধ্যমে : www.pscwbonline.gov.in প্রার্থীর চালু ই–মেল আইডি থাকতে হবে। অনলাইন দরখাস্ত করা হবে ৪ থেকে ১৮ ডিসেম্বর পর্যন্ত। মনে রাখবেন, অনলাইন দরখাস্ত করার সময় প্রার্থীর স্ক্যান করা পাসপোর্ট মাপের ফটো ও কালো কালির সই আপলোড করতে হবে।

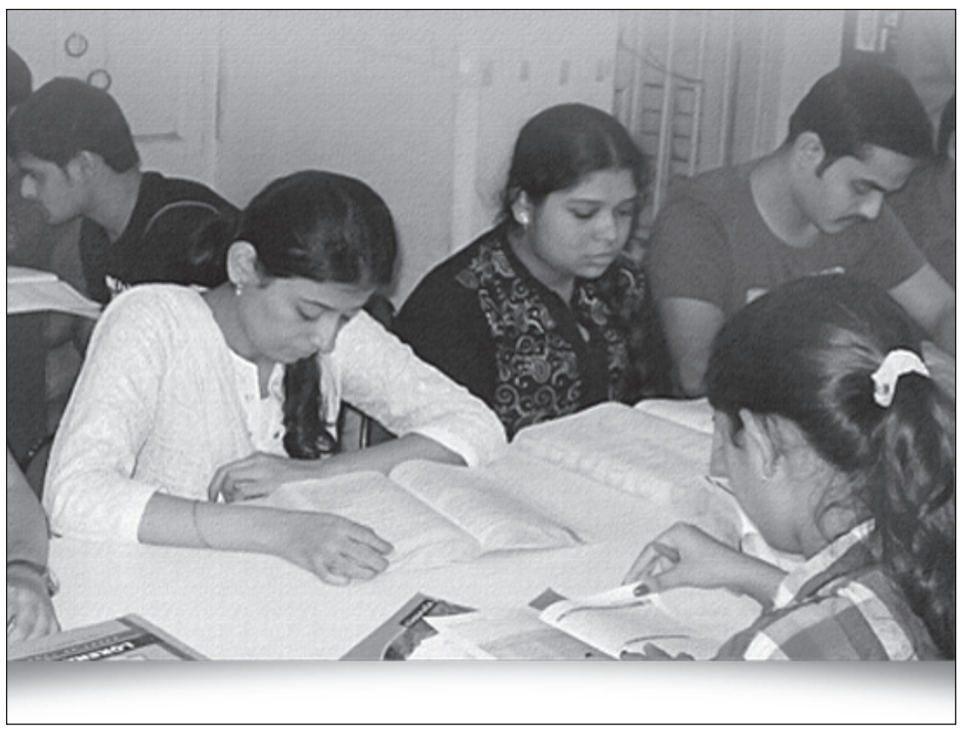

দরখাস্ত করার আগে প্রার্থীদের ওয়েবসাইটের মাধ্যমে 'ওয়ান টাইম রেজিস্ট্রেশন' করতে হবে। তবে কোনও প্রার্থী যদি আগে পশ্চিমবঙ্গ পাবলিক সার্ভিস কমিশন আয়োজিত কোনও চাকরির পরীক্ষার দরখাস্তের ক্ষেত্রে 'ওয়েব টাইম রেজিস্ট্রেশন' করে থাকেন, তাঁকে আর দ্বিতীয়বার এই প্রক্রিয়ার সাহায্য নিতে হবে না। আগেকার রেজিস্ট্রেশন আইডি ও পাসওয়ার্ডের মাধ্যমেই অনলাইন দরখাস্ত করা যাবে।

ফি বাবদ জমা দিতে হবে ২০০ টাকা। ফি জমা দিতে পারেন ডেবিট বা ক্রেডিট কার্ড অথবা নেট ব্যাঙ্কিংয়ের মাধ্যমে (পৃথক ভাবে সার্ভিস চার্জ বাবদ ৫ টাকা দিতে হবে)। অনলাইনে ফি জমা দেওয়ার শেষ তারিখ ১৮ ডিসেম্বর। অথবা অফলাইন মাধ্যমেও ফি জমা দিতে পারেন। সেক্ষেত্রে চালানের মাধ্যমে ইউনাইটেড ব্যাঙ্ক অব ইন্ডিয়ার যে–কোনও শাখায় ফি জমা দিতে হবে (পৃথকভাবে সার্ভিস চার্জ বাবদ ২০ টাকা দিতে হবে)। শারীরিক প্রতিবন্ধী ও তফশিলিদের ফি দিতে লাগবে না। অফলাইনে ফি জমা দেওয়ায় শেষ তারিখ ১৯ ডিসেম্বর। তবে চালানের প্রিন্ট আউট ডাউনলোড করা যাবে ১৮ ডিসেম্বর পর্যন্ত।

খুঁটি নাটি তথ্যের জন্য দেখুন এই ওয়েবসাইট : www.pscwb.org.in www.pscwbonline.gov.in অথবা যে কোনও কাজের দিন সকাল ১টা থেকে বিকেল ৪টের মধ্যে ফোন করতে পারেন এই নম্বরে : (০৩৩)২২৬২–৪১৮১ (অফলাইন ফি সংক্রান্ত), (০৩৩) ৪০০৩–৫১০৫ (অনলাইন ফি সংক্রন্ত) ২৪১৯ ৮১৮৭ (অন্যান্য তথ্যের জন্য)।

গড়িয়ার পাঁচপোতায় রাতে গুলি, জখম ২

অভিজিৎ ঘোষ দস্তিদার

গড়িয়ায় পাঁচপোতা এলাকায় রাতে ছয় রাউন্ড গুলি চললো। প্রায় কয়েক মাসের মধ্যে বেশ কয়েকবার গুলি চলে গড়িয়া অঞ্চলে। এবারের ঘটনা সিন্ডিকেট, বা প্রোমোটারি ব্যবসা, জমি দালালি বা তৃণমূলের গোষ্ঠীদ্বন্দ্ব নিয়ে নয়। নিতান্ত ছোট ঘটনায় গুলি চললো। শুক্রবার ২৭ তারিখ, রাতে গুলি চালানোর ঘটনাকে কেন্দ্র করে এলাকার বাসিন্দাদের মধ্যে আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে। কিন্তু যে পাঁচজনের বিরুদ্ধে এফআইআর দায়ের করা হয় তারা হল রানা (রনি), বাপন, পাখি, রিন্টু, দীপক যাদের গ্রেফতার করতে পারেনি সোনারপুর থানার পুলিশ।

গভীর রাতে অভিযুক্ত রিন্টুর বাবা অভিজিৎ চক্রবর্তীকে গ্রেফতার করে নিজেদের হেফাজতে না রেখে সোজা জেল কাস্টডিতে পাঠিয়ে দেওয়া হয়। সে দিন ঠিক কি ঘটনা ঘটেছিলো।

পাঁচপোতায় লকগেটের বাহান্ন পল্লিতে মেন রোডের উপর একটি সেলুনে ফেসিয়াল করছিলো পাপ্পু নায়ক। বিয়ে বাড়ি যাবার প্রস্তুতি নিচ্ছিলো। তার বন্ধু প্রদীপ দাসও দাঁড়ি কামানোর জন্য ছিলো। ঠিক সেই সময় দীপক সেলুনে যায়। পাপ্পু আকণ্ঠ মদ্যপ অবস্থায় ছিলো। অসুস্থতা বোধ করায় সে সেলুন থেকে বেরিয়ে রাস্তার পাশে যায়। সেই সময় সেলুন থেকে বেড়িয়ে আসে দীপক এবং তার মুখে জলের ঝাপটা দিতে থাকে। ফেসিয়াল নষ্ট হয়ে যাবার দরুণ দীপকের সঙ্গে পাপ্পুর হাতাহাতি ও বচসা শুরু হয়ে যায়। সেই সময় দীপকের সঙ্গী রানা ব্লেড নিয়ে আসে পাপ্পুকে মারার জন্য। সেই সময় পাপ্পুর বন্ধু প্রদীপ, সুভাষ দাস, দেবদাস হালদার ঝাঁপিয়ে পড়ে বন্ধু পাপ্পুকে বাঁচানোর জন্য।

এরপর দীপক রানারা চলে যায়। কিছুক্ষণের মধ্যে পাঁচপোতা ৫২ পল্লিতে ফিরে আসে রানা দলবল নিয়ে। তখন এলোপাথারি গুলি চালাতে আরম্ভ করে রানা, বাপন ও তার দলবল। সেই সময় গুলি গিয়ে লাগে সুভাষ দাস ও দেবদাস হালদারের পায়ে। এরপর বন্দুকের বাঁট দিয়ে প্রবীর মণ্ডলের মাথায় জোরে আঘাত করে রানার দল। বাসিন্দাদের বক্তব্য রানা এই এলাকার একজন কুখ্যাত দুষ্কৃতী। তার কাটা গ্যাসের ব্যবসা এছাড়া গাঁজার ব্যবসাও আছে। সকাল ১০–৩০ মিনিটে সোনারপুর থানার আইসি অনিল রায় ও বারুইপুর মহকুমা পুলিশ আধিকারিক অর্ক চট্টোপাধ্যায় বিশাল পুলিশ ও র‍্যাফ নিয়ে ঢোকেন রানার বাড়ি ও বাপনের বাড়ি তল্লাশি অভিযান করতে।

এরপর এলাকার ছেলেদের সাহায্যে বাপনের বাড়ি না পেয়ে তার শালার বাড়ি কোলাপসিবল গেট ভেঙে ঢুকে পড়ে সোনারপুর থানার পুলিশ। এরপর ঘরে কাঠের দরজা তালা ভাঙতেই দেখা যায় ঘর ভর্তি গ্যাসের সিলিন্ডার ও কাটা গ্যাস ভর্তি করার জন্য মেশিন আছে। মোট ৩৭টি সিলিন্ডার ও মোটরবাইক বাজেয়াপ্ত করা হয়। এরপর বড় রাস্তায় এসে সবকটি দোকানের তালা ভাঙা হয়। সিভিক ভলেন্টিয়ারদের সঙ্গে হাত লাগান আইসি অনিলবাবু। বিকালে শান্তি মিছিল করেন ৪ নং ওয়ার্ডের পুরপিতা বিভাস মুখোপাধ্যায়। মিছিলে শ্লোগান ছিল এলাকা থেকে দুষ্কৃতীদের গ্রেফতার করতে হবে ও এলাকার শান্তি বজায় রাখতে হবে।

পৌরপিতার বক্তব্য সুভাষ বলে ছেলেটি পায়ের গুলি লেগেছে সে আমার ছাত্র আর পাপ্পু–বাপনরা লাথখোর, পাতাখোর দিনে রাতে মদ খেয়ে খালের ধারে শুয়ে থাকে। এদেরকে এই মুহূর্তে গ্রেফতার করতে হবে। এই কালী পুজোয় এক মাস্তান ঝামেলা করায় এবং তার নাম পুলিশের খাতায় লাল কালি দাগ ছিলো আমি তাকে ধরিয়ে দিই। তার নাম বাবুসোনা এখন সে জেলে। বিভাসবাবু বলেন সোনারপুর থানা আই সি অনিল রায় ও মেজোবাবু সুদীপ সিংকে পুলিশের একাংশ সাহায্য করছে না। যদি করতো তাহলে এই সব দুষ্কৃতীদের ধরতে এতোদিন সময় লাগতো না। বিভাসবাবু বলেন যত তাড়াতাড়ি সম্ভব সোনারপুর থানাকে ভেঙে দুটো থানা করা হোক একটি গড়িয়ায় অত্যন্ত প্রয়োজন। এর জন্য আমি জমি দেখে দেবো।

বেআইনিভাবে গাছ কাটার অভিযোগ বিড়া গ্রাম পঞ্চায়েতের বিরুদ্ধে

নিজস্ব প্রতিনিধি : প্রকৃতির ভারসাম্য রক্ষা ও ভূমিক্ষয় রোধে কেন্দ্রীয় সরকার সহ সমস্ত রাজ্য সরকারগুলি বৃক্ষরোপণ ও বনসৃজনের উপর গুরুত্ব আরোপ করেছে। পাশাপাশি বেআইনিভাবে গাছকাটা বা বৃক্ষছেদন নিষিদ্ধকরণ করা হয়েছে। কিন্তু সরকারি এই নির্দেশিকাকে কার্যত বুড়ো আঙুল দেখিয়ে অবাধে বৃক্ষনিধন চলল উত্তর চব্বিশ পরগনা জেলার রাজীবপুর বিড়া গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায়। সম্প্রতি শারদোৎসবের সময় সরকারি ছুটি চলাকালীন এই গাছকাটা হয়েছে বলে জানালেন স্থানীয় বাসিন্দারা। তাঁরা জানান, হাবড়া ২ নং ব্লকের অন্তর্গত এই রাজীবপুর–বিড়া গ্রাম পঞ্চায়েত। এই পঞ্চায়েতের অন্তর্গত পাটভাঙা কলোনী কালীমন্দির থেকে হাটখোলা পর্যন্ত পিডব্লিউডি–র রাস্তার পার্শ্ববর্তী দুধার থেকে কে বা কারা বহুমূল্যবান বাবলা, শিরীষ, কৃষ্ণচূড়া গাছ কেটে বিক্রি করে দিয়েছে। বাসিন্দাদের অভিযোগ, গত বছরের নভেম্বরে এই একই পঞ্চায়েতের অধীন পুকুরকোনা গ্রাম থেকে গাছ

কাটা হয়েছিল বেআইনিভাবে। রাজ্যের একটি বহুল প্রচারিত দৈনিক সংবাদপত্রে সেই খবরও প্রকাশিত হয়েছিল। অভিযোগ জানানো হয়েছিল সংশ্লিষ্ট বিডিও–র কাছেও।। কোনও সুফল হয়নি। সে সময় এই পঞ্চায়েতের প্রধান স্বপন দাস অনিয়মের অভিযোগ অস্বীকার করেন। সেই একই প্রধানের আমলে আবারও একই ঘটনার পুনরাবৃত্তি হল। এবার স্থানীয় বাসিন্দারা উত্তর চব্বিশ পরগনা জেলা শাসকের কাছে গণস্বাক্ষর সম্বলিত অভিযোগপত্র জমা দিয়েছেন। একই প্রতিলিপি দেওয়া হয়েছে বিভাগীয় বনদফতর আধিকারিক ও পিডব্লিউডি–র এক্সিকিউটিভ ইঞ্জিনীয়ারকে। স্থানীয় বাসিন্দা জামালউদ্দিন বলেন, 'এই গ্রাম পঞ্চায়েত দুর্নীতির আখড়া হয়ে উঠেছে। তবে গাছ কাটার বিরুদ্ধে আমরা প্রশাসনকে সরেজমিনে তদন্ত করে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের আবেদন জানিয়েছি।' স্থানীয় আরেক বাসিন্দা দীপঙ্কর দে বলেন, 'বাজার মূল্যে প্রায় দু'লক্ষাধিক টাকার গাছ কেটে তা বিক্রি করে দেওয়া হয়েছে।' তাঁর অভিযোগের তীর প্রধান স্বপন দাসের দিকে। এ বিষয়ে স্বপন দাসের বক্তব্য, 'যা হয়েছে তা নিয়ম মেনেই হয়েছে। আমার বিরুদ্ধে অভিযোগ ভিত্তিহীন।' পাশাপাশি তিনি প্রচ্ছন্ন হুমকির সুরে বলেন 'আপনার কোনও কিছু বলার থাকলে আমার সামনে এসে বলুন।'

দলীয় যুব সমর্থকদের বিক্ষোভের মুখে শোভন

নিজস্ব প্রতিনিধি, ডায়মন্ড হারবার : তৃণমূলের গোষ্ঠীদ্বন্দ্ব আবারও প্রকাশ্যে। শুক্রবার বিকেল ৪টে থেকে ছিল তৃণমূলের কুলপি ব্লক সম্মেলন। এই সম্মেলনে দলের ব্লক যুব সভাপতি ও অঞ্চল সভাপতিদের ডাকা হয়নি বলে অভিযোগ। কুলপির বিধায়ক যোগরঞ্জন হালদার ও তাঁর অনুগামীরা দলের রাশ হাতে রাখার জন্য যুবদের ব্লক সম্মেলনে ডাকেনি বলে অভিযোগ। সম্মেলনে ডাক না পেয়ে দলের ব্লক যুব সভাপতি তারকনাথ প্রমাণিক পাল্টা সভা করে চ্যালেঞ্জ ছুঁড়ে দিলেন বিধায়ককে। দলের জেলা সভাপতি তথা কলকাতার মেয়র শোভন চট্টোপাধ্যায় ও জেলা যুব সভাপতি অঞ্জন দাস সম্মেলনে যোগ দিতে যাওয়ার পথে বিকেল ৫টা নাগাদ স্থানীয় বাগাড়িয়াতে ১১৭ নম্বর জাতীয় সড়কে তাদের গাড়ি আটকে দেন তারক সহ অন্য যুব নেতারা। ঘটনার খবর চাউর হতেই আলোড়ন ছড়ায় গোটা দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলা জুড়ে। অস্বস্তিতে পড়ে জেলা তৃণমূল নেতৃত্ব। এদিকে প্রায় আধ ঘন্টার বেশি সময় ধরে শোভন ও অঞ্জনকে ঘিরে ধরে বিধায়ক যোগরঞ্জন হালদারের বিরুদ্ধে দল বিরোধী কার্যকলাপ সহ ক্ষোভ উগরে দিলেন যুব সভাপতি তারক সহ অন্য যুব নেতারাও। পরে শোভন ও অঞ্জন যুবদের ডাকা সভায় বক্তব্য রেখে সন্ধ্যে ৬টা নাগাদ দলের ব্লক সম্মেলনে যোগ দেন। দলের ব্লক যুব সভাপতি তারকনাথ প্রামাণিক ক্ষোভের সঙ্গে বলেন, 'আমি যুব সভাপতির দায়িত্ব পাওয়ার পর থেকে বিধায়ক যোগরঞ্জন হালদার অসহযোগিতা করছেন। দলের ব্লক সম্মেলনেও আমাদেরকে ডাকা হয়নি। ডাকা হয়নি ব্লকের ১৪টি অঞ্চলের যুব সভাপতিদের। আমরা তাই প্রতিবাদ জানিয়ে বাগাড়িয়াতে একটি সভার আয়োজন করি। এই পথে যাওয়ার সময় শোভনদা ও অঞ্জনদাকে পুরো বিষয়টি জানিয়েছি। পরে ওনারা আমাদের সভাতেও বেশ কিছুক্ষণ বক্তব্য রাখেন। অন্যদিকে বিধায়ক যোগরঞ্জন হালদার ফোনে জানান, 'দলের সম্মেলনে ব্লকের সমস্ত স্তরের নেতাকর্মীদের আগেই জানানো হয়েছিল। এখন কে, কি অভিযোগ করছে, তা আমি কিছুই জানি না। যদি সমস্ত অভিযোগ অস্বীকার করে দলের জেলা যুব সভাপতি অঞ্জন দাস ফোনে জানান, এটা একটা ভুল বার্তা। শোভনদা ও আমি কুলপিতে ব্লক সম্মেলনে যোগ দিতে যাওয়ার পথে গাড়ি দাঁড় করিয়ে দলের কিছু কর্মী সমর্থকেরা আমাদের দুজনকে সংবর্ধনা দিয়েছে। এরপর আমাদের সঙ্গে সকলেই দলের ব্লক সম্মেলনে যোগ দেয়।

ফলতায় ধান্যক্রয়

নিজস্ব প্রতিনিধি : মঙ্গলবার দুপুরে দক্ষিণ ২৪ পরগনার ফলতা বিধানসভা কেন্দ্রের হরিণডাঙা–১ গ্রাম পঞ্চায়েতে জেলা পরিষদের উদ্যোগে ধান্যক্রয়ের উদ্বোধন করেন জেলা পরিষদের খাদ্য কর্মাধ্যক্ষ ভক্তরাম মণ্ডল। এদিনের অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন ফলতা কেন্দ্রের বিধায়ক তমোনাশ ঘোষ পঞ্চায়েত কমিটির সভাপতি মঞ্জু নস্কর, প্রধান রঞ্জিতা মণ্ডল প্রমুখ। জেলা পরিষদের খাদ্য কর্মাধ্যক্ষ ভক্তরাম মণ্ডল বলেন, মা মাটি মানুষের সরকারের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের উদ্যোগে চলতি বছরের ১ ডিসেম্বর থেকে শুরু হল গরিব কৃষকদের কাছ থেকে ধান্যক্রয়। দরিদ্র চাষিদের কাছ থেকে ধান কিনবে সরকার। কুইন্ট্যাল প্রতি ১৪১০ টাকা মূল্যে ধান ক্রয় করা হচ্ছে। তিনি আরও বলেন হরিণডাঙা–১ অঞ্চলে ৫১ জন গরিব কৃষকের থেকে প্রায় সাড়ে পাঁচশো কুইন্ট্যাল ধান কেনা হয়েছে। এই শিবির জেলা জুড়ে চলবে। ফলে জেলার হাজার হাজার গরিব কৃষক উপকৃত হবে। এদিন ধান বিক্রি করে কৃষক সুনীল কাঞ্চি, অজিত মণ্ডল, কানাই হালদার, চণ্ডীচরণ হালদার প্রমুখরা বলেন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী সেভাবে কৃষকদের পাশে দাঁড়িয়েছেন তার জন্য সাধুবাদ জানাই। তাদের কাছে জেলার প্রতিটি ব্লকে একটি করে কিষাণ বাজার এবং হিমঘর নির্মাণ হলে কৃষকরা ন্যায্যমূল্য পাবে। উল্লেখ্য ইতিমধ্যে বারুইপুরে আমতলা, ডায়মন্ডহারবারের সরিষায় কিষাণ মান্ডি চালু হয়েছে এক সপ্তাহ আগে। এদিনের ধান্যক্রয় শিবিরে কৃষকদের উৎসাহ ছিল চোখে পড়ার মতন।

একগুচ্ছ প্রকল্পের শিলান্যাস পঞ্চায়েত মন্ত্রীর

নিজস্ব প্রতিনিধি, ক্যানিং : সোমবার বিকালে দক্ষিণ ২৪ পরগনার সুন্দরবনের ক্যানিং ২ ব্লকের জীবনতলা বিডিও অফিস মাঠে একগুচ্ছ প্রকল্পের শিলান্যাস করেন রাজ্যের পঞ্চায়েত মন্ত্রী সুব্রত মুখোপাধ্যায়। এদিনের অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন গোসাবা কেন্দ্রের বিধায়ক জয়ন্ত নস্কর, জেলা পরিষদের সভাধিপতি সামিমা শেখ,ক্যানিং–২ পঞ্চায়েত সমিতি সভাপতি পরেশ দাস বলেন এই জেলাকে এবিষয়ে নেওয়ার জন্য মুখ্যমন্ত্রী আলাদাভাবে চিন্তাভাবনা করছেন। জীবনতলার ২টি হোস্টেলের শিলান্যাস করা হল। এছাড়া ২টি সড়ক পথ, ১৮টি হাই লাইট প্রকল্পের শিলান্যাস করা হয়েছে। এই ব্লকে বহু গ্রামে বিদ্যুৎ ছিল না বিগত বাম সরকারের ব্যর্থতায়।বর্তমানে মুখ্যমন্ত্রীর উদ্যোগে এই ব্লকের প্রায় সব গ্রামে বিদ্যুৎ পৌঁছে গিয়েছে। এমনকি এই ব্লকের মটর দিঘি অঞ্চলে পাইপ লাইনের মাধ্যমে পানীয় জল পৌঁছে দেওয়া হয়েছে। আগামী দিনে এই ব্লকের প্রত্যেকটি অঞ্চলে ঘরে ঘরে পানীয় জল পৌঁছে দেওয়া হবে। এই ব্লকে ৭০ শতাংশ সংখ্যালঘু সম্প্রদায় মানুষরে বসবাস। সংখ্যালঘু সম্প্রদায় মানুষের কতটা উন্নয়ন হয়েছে তা সকলের কাছে অজানা নয়। বর্তমানে ব্লকে উন্নয়নের জোয়ার এসেছে। বিধায়ক জয়ন্ত নস্কর বলেন জীবনতলা থেকে তালাদি এবং জীবনতলা তুড়ি কুড়িয়া ভাঙা গিয়েছে উত্তর ২৪ পরগনার সরবেড়িয়া পর্যন্ত পিচের রাস্তা নির্মাণ। জীবনতলা ইংলিশ মিডিয়াম মাদ্রাসার স্কুলের ছাত্র–ছাত্রীদের জন্য হোস্টেল নির্মাণ হবে।

মাটি রক্ষা ও সারের ব্যবহার নিয়ে কর্মশালা

নিজস্ব সংবাদদাতা: ভারতে প্রথম সবুজ বিপ্লব হয় পাঞ্জাবে। জাতীয় কৃষিতে এক নতুন অধ্যায়ের সূচনা হয়। ভারতীয় কৃষি এক নতুন দিশা পায়। যে কোন স্থানের কৃষির অগ্রগতি অনেকাংশে নির্ভর করে সেই স্থানের মাটির গুণাগুণের ওপর। এক সময় পাঞ্জাবের মাটি চাষবাসে খুব উর্বর থাকলেও পাঞ্জাবের মাটিতে প্রচুর পরিমাণে নাইট্রোজেন প্রয়োগে মাটির সেই উর্বরতা নষ্ট হতে চলেছে। মাটির গুণাগুণে জীবানু এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা আছে। মাটির জীবানুর মূল খাদ্য হল জৈব কার্বন। জৈব কার্বনবিহীন রাসায়নিক সার প্রয়োগে মাটির উর্বরতা হ্রাস পায় এমন উদ্বেগের কথাই শোনা গেল সম্প্রতি চুঁচুড়ায় আয়োজিত মাষ্টার ফার্মার্স ডেভেলেপমেন্ট প্রোগ্রামে কৃষি বিজ্ঞানীদের মুখে।

পাঁচ দিন ব্যাপী মাষ্টার ফার্মার্স ডেভেলেপমেন্ট প্রোগ্রামে তাঁরা জানান, কৃষিকাজের একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ হল মাটির স্বাস্থ্য রক্ষা ও সারের ব্যবহার। মাটিতে সার প্রচুর পরিমাণে প্রয়োগ করলেও সেই অনুপাতে আলুর ফলন বৃদ্ধি পাচ্ছে না। একটি পরিসংখ্যান অনুযায়ী ৭০–এর দশক থেকে শুরু করে বর্তমানে ২০১০ সাল পর্যন্ত চাষের জমিতে কেজি প্রতি রাসায়নিক সার ব্যবহারে ফসলের উৎপাদন প্রায় ২ কেজি করে হ্রাস পেয়েছে। তাই ফসলের উৎপাদন বৃদ্ধি করতে গেলে মাটির স্বাস্থ্যের প্রতি গুরুত্ব দেওয়া অতি প্রয়োজন। তবে এর সঙ্গে তাঁদের কাছ থেকে এই আশ্বাসবাণীও শোনা যায় ভবিষ্যতে পাঞ্জাবের পরিবর্তে উত্তর–পূর্ব ভারত সমগ্র দেশকে খাদ্যে স্বনির্ভরতা দেবে। পশ্চিমবঙ্গ, ওড়িশা, ঝাড়খন্ড ও বিহার দ্বিতীয় সবুজ বিপ্লবের জায়গা। এই পাঁচদিনের অনুষ্ঠানে অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন ভারতীয় কৃষি গবেষণা পরিষদের পূর্বাঞ্চলীয় শাখার ডিরেক্টর অজয় কুমার সিং, কৃষি অর্থনীতি বিশেষ' ডঃ অভিজিৎ নন্দী, ডঃ অঞ্জন কুমার চৌধুরী প্রমুখ বিজ্ঞানীরা। অনুষ্ঠানে হুগলি জেলার হরিপাল, তারকেশ্বর, আরামবাগ ও খানাকুল থেকে প্রায় ২০ জন চাষি আসেন প্রশিক্ষণ নিতে উপস্থিত ছিলেন। ডঃ চৌধুরী জানান,

এই এখান থেকে প্রশিক্ষণ নিয়ে নিজেদের এলাকায় গিয়ে এই ২০ জন চাষি প্রত্যেকে মাথা পিছু আরও ২০ জন চাষিকে প্রশিক্ষণ দেবে। হুগলি জেলার চাষিদের আলুর বীজ তৈরিতে স্বনির্ভর করার উদ্দেশ্যে এই মাষ্টার ফার্মার্স ডেভেলেপমেন্ট প্রোগ্রামের আয়োজন করা হয়েছে। আমাদের রাজ্যে প্রায় ৩.৮ লক্ষ হেক্টর জমিতে গড়ে প্রায় ৫৫ লক্ষ টন আলু উৎপাদিত হয়। পরিসংখ্যান অনুসারে ২০০৪ সাল থেকে ২০০৯ সালের মধ্যে আলু চাষের এলাকা বৃদ্ধি পেয়েছে প্রায় ৩.৯৬%। আলু চাষে রাজ্যের মধ্যে হুগলি জেলা অন্যতম।

চলতি বছরে প্রায় ১ লক্ষ হেক্টর জমিতে আলু চাষ করা হয়। আলুর সঠিক বীজ উৎপাদন, আলুর নাবিধ্বসা ও হিমঘরে সংরক্ষণ এই তিনটি গুরুত্বপূর্ণ সমস্যা। প্ল্যান্ট প্যাথলজিষ্ট ডঃ আশীস চক্রবর্তী জানান, হিমালিনী প্রজাতির আলু নাবিধ্বসা রোগ সম্প্রতি হুগলি জেলার পান্ডুয়াতে নাবি ধ্বসা সহনশীল 'হিমালিনী' আলুর চাষ শুরু হয়েছে। বিগত কয়েক বছর ধরে এই চন্দ্রমুখী, জ্যোতি আলু পুরোনো প্রজাতির আলুর নাবিধ্বসা রোগ সহনশীল ক্ষমতার তুলনায় 'হিমালিনী' আলুর নাবিধ্বসা রোগ সহনশীল ক্ষমতা অনেক বেশি এবং ফলনও স্বাদেও অনেক ভালো। হেক্টর প্রতি যেখানে জ্যোতি আলুর উৎপাদন ৩৫ টন সেখানে এই হিমালিনী আলুর ফলন প্রতি হেক্টরে প্রায় ৪০ টন। আমাদের জেলায় আলু চাষের অন্যতম একটি সমস্যা হল বীজ উৎপাদন। হুগলি জেলার দিগসুই কো–অপারেটিভ সোসাইটিতেও এই বীজ উৎপাদন করা হচ্ছে বলে জানা যায়। বিঘাতে এই আলু চাষ করতে প্রায় ৩ কুইন্ট্যাল বীজ লাগে। আমাদের জেলায় আলুর বীজ উৎপাদন ছাড়াও আলু চাষের পর হিমঘরে আলু রাখা নিয়ে প্রতি বছর সমস্যা দেখা দেয়। কৃষি অর্থনীতি বিশেষ' ডঃ অভিজিৎ নন্দী জানান, ২০১০–১১ সাল থেকে হিমাচল প্রদেশের সিমলার কেন্দ্রীয় আলু গবেষণা সংস্থা দক্ষিণ আমেরিকার একটি দেশ পেরুর সঙ্গে যৌথভাবে নতুন একটি প্রজাতির আলুর আবিস্কারের জন্য গবেষণা করে চলেছে। আমাদের জেলায় আলু উৎপাদিত হলে তা হিমঘরেই রাখা হয়। কিন্তু আলু যদি তাপ সহ্য করতে পারে তাহলে আলু হিমঘরে না রেখে বাইরে রাখা যাবে। সিমলাতে নতুন প্রজাতির আলুর আবিস্কার নিয়ে গবেষণার এটাই মূল উদ্দেশ্য। এছাড়া, আলু ফলতে সময় সময় লাগে প্রায় ১০০ দিন। সেখানে আলুর ফলনে কুড়ি দিন কমিয়ে আনা যায় গবেষনায় এই বিষয়টি লক্ষ্য রাখা হচ্ছে বলে ডঃ নন্দী জানান। কৃষকদের উন্নত প্রশিক্ষণ দেওয়ার পাশাপাশি ২০১৫ সাল আন্তর্জাতিক মৃত্তিকা বর্ষ হিসাবে উদযাপন করার কথাও বলা হয়।

মহানগরে

ভেজাল খাদ্য রোধে আইনের পথে পুরসভা

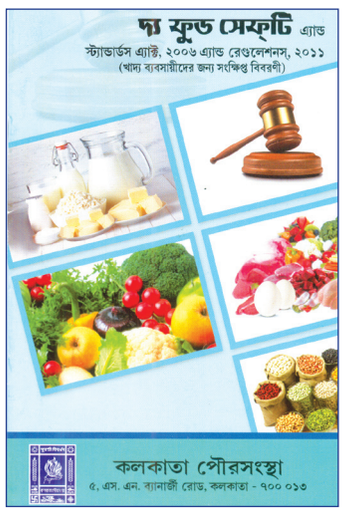

বরুণ মন্ডল

খাদ্যের গুণমান বজায় রাখতে এবং পরিচ্ছন্ন পরিবেশনের দিকে লক্ষ্য রেখে শহরের সমস্ত রেস্তোরাঁ ও ছোটো–বড়ো হোটেলের কর্মীদের হাতে গ্লাভস এবং মাথায় টুপি পরা বাধ্যতামূলক করছে কলকাতা পুরসভার স্বাস্থ্য দফতরের কর্তৃপক্ষ। সম্প্রতি কলকাতা 'ফুড অ্যান্ড অ্যাডাল্টারেশন ডিপার্টমেন্ট ' (খাদ্যে ভেজাল প্রতিরোধ দফতর) শহরের 'ফুড ভেন্ডার' হোটেল ও রেস্টুরেন্টগুলিতে পরিদর্শনে বেড়িয়ে লক্ষ্য করে কিচেন রুমের কর্মীদের প্রত্যেকের মাথায় টুপি এবং পরিবেশকদের কারোরই হাতে গ্লাভস নেই। এবং খাবার তৈরিতে কী ব্যবহার করা যাবে এবং কোনটা ব্যবহার করা যাবে না। নিষিদ্ধ দ্রব্য ব্যবহার করলে কী শাস্তি হতে পারে সে সমস্ত বিষয়ে তাদের ধারণা অস্পষ্ট। সেজন্য পুরসভা বিশেষজ্ঞ 'ফুড বিজনেস অপারেটর'দের দিয়ে শহরের 'ফুড ভেন্ডার'দের বিতরণের উদ্দেশ্যে ৮০,০০০ পুস্তিকা বাংলা ও ইংরেজি দুই ভাষাতেই তৈরি করেছে। এই পুস্তিকাটি যখন হোটেল ও রেস্টুরেন্ট কর্তৃপক্ষকে দেওয়া হবে তখন তাদের কাছ থেকে সিলসহ স্বাক্ষর রিসিভড করিয়ে নেবে যাতে পরে আর পুস্তিকাটি পাইনি এই অজুহাত দেখাতে না পারে। পুর খাদ্য ভেজাল প্রতিরোধ দফতরের মেয়র পারিষদ অতীন ঘোষ সাংবাদিক সম্মেলনে জানান শহরের খাদ্য দ্রব্যের নিরাপত্তা সুনিশ্চিত করতে এই সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

'দ্য ফুড সেফটি অ্যান্ড স্ট্যান্ডার্স অ্যাক্ট–২০০৬ অ্যান্ড রেগুলেশন–২০১১' অনুসারে খাদ্য নিরাপত্তা আইনানুযায়ী খাদ্য ব্যবসায়ীদের বিশেষ দায়–দায়িত্ব, অপরাধ সংক্রান্ত সাধারণ উপায়, খাদ্যদ্রব্য এবং তার সম্ভাব্য ভেজাল সংক্রান্ত বস্তু সমূহ, খাদ্যে ব্যবহৃত ভেজাল সামগ্রী এবং তার কুফলজনিত ফলাফল কী হবে তার বিস্তৃত বিবরণ রয়েছে বইটিতে। অধিনিয়ম ৩.১.২. দ্য ফুড সেফটি অ্যান্ড স্ট্যান্ডার্স (ফুড প্রোডাক্টস স্ট্যান্ডার্স অ্যান্ড ফুড অ্যাডিটিভস)–২০১১ অনুযায়ী কয়েকটি শেষের সারণীতে।

প্রাকৃতিক রঙ খাদ্যে ব্যবহার করা যায় তবে অজৈব রঙ এবং রঞ্জক পদার্থ খাদ্যে ব্যবহার পুরোপুরি নিষিদ্ধ। উপরিউক্ত কৃত্রিম রঙগুলি : আইসক্রিম, ফ্লেভার্ড মিল্ক, আইসক্রিম পাউডার। বিস্কুট, প্যাস্ট্রিজ, কেক, কনফ্লেক্সনারি, মিস্টি, ডালমুট, ডালভাজি, সাবুর পাঁপড়। প্যাকিং স্ট্রবেরি ও চেরি, পেঁপে, টমেটো জুস, ফলের সিরাপ, ফলের স্কোয়াশ, ফলের ক্রাশ, জ্যাম, জেলি। নন–অ্যালকোহলিক এবং নন–কার্বোনেটেড সিনথেটিক পানীয়, সফট ড্রিঙ্কস, সরবত, ফ্রুট ড্রিঙ্কস, কাস্টার্ড পাউডার। জেলি ক্রিস্টাল এবং আইসক্যান্ডিতে ব্যবহার করা যেতে পারে। ওই আইনের অধিনিয়ম ৩.১.৩.–এ 'আর্টিফিসিয়াল সুইটনার' যে খাদ্যে ব্যবহার করা যেতে পারে তার বিস্তৃত তালিকা রয়েছে। স্যাকারিন সোডিয়াম, অ্যাসপারটিম (মিথাইল অ্যাস্টার), অ্যাসিসালফেম পটাসিয়াম, সুক্রালোজ বা নিওটেম কোন খাদ্যে ব্যবহার করা যেতে পারে তার বিস্তৃতভাবে জানানো হয়েছে। ওই আইনের অধিনিয়ম ৩.১.১১.–এ স্বাদবর্ধক হিসাবে মনোসোডিয়াম গ্লুটামেট খাদ্যে ব্যবহার করা যেতে পারে তবে খাদ্য তৈরির সঠিক নিয়ম মেনে এবং উপযুক্ত লেবেল ঘোষণা করে। তবে এই খাদ্য ১২ মাসের কম বয়সের শিশুর ক্ষেত্রে নিষিদ্ধ। তবে খান ৫০টি খাদ্যে মনোসোডিয়াম গ্লুটামেটের ব্যবহার অনুমোদিত নয়।

দ্য ফুড সেফটি অ্যান্ড স্ট্যান্ডার্ড আইন–২০০৬–এর ৫০–৬৩ নম্বর ধারাতে পরিষ্কার জানানো হয়েছে যেখান থেকে হোটেল ও রেস্টুরেন্ট কর্তৃপক্ষ জেনে নিতে পারবেন নিয়ম ভঙ্গকারীদের কত টাকা জরিমানা এবং জেল হতে পারে। জরিমানা হিসাবে সর্বনিম্ন ২৫ হাজার এবং সর্বোচ্চ ১০ লাখ টাকা এবং জেলের সময়কাল হিসাবে ৩ মাস থেকে যাবৎজীবন আইন হিসেবে স্বীকৃত রয়েছে। পুর কর্তৃপক্ষের বক্তব্য দিন পনেরোর মধ্যে পুর ফুড সেলের আধিকারিকরা শহরের খাদ্য ব্যবসায়ী হোটেল ও রেস্টুরেন্ট গুলিতে গিয়ে এই পুস্তিকাটি দিয়ে আসবে এবং বিষয়টি বিস্তৃত রূপে জানিয়ে দিয়ে আসবে।

রঙিন সর্বনাশ

খাদ্যে ব্যবহার যোগ্য প্রাকৃতিক রঙ	খাদ্যে ব্যবহার যোগ্য কৃত্রিম রঙ বা তাদের মিশ্রণ (সব মিলিয়ে ১০০ পার্টস পার মিলিয়ন)
১. ক্যারোটিন	১. পনসিয়ু ৪ আর
২. ক্লোরোফিল	২. কারমউসিন
৩. রিবোফ্ল্যাভিন	৩. ইরিথ্রোসাইন
৪. ক্যারামেল	৪. সানসেট ইয়োলো এফ সি এফ
৫. অ্যান্নাট্টো	৫. টারট্রাজাইন
৬. স্যাফ্রন	৬. ইন্ডিগো কারমাইন
৭. কারকিউমিন	৭. ব্রিলিয়্যান্ট ব্লু এফ সি এফ
৮. টারমারিক	৮. ফাস্ট গ্রিন এফ সি এফ

উত্তিষ্ঠিত জাগ্রত প্রাপ্য বরাণ নিবোধত

আলিপুর বার্তা

কলকাতা : ৫০ বর্ষ, ৬ সংখ্যা, ৫ ডিসেম্বর – ১১ ডিসেম্বর, ২০১৫

দূষণ ভাবনা প্যারিস থেকে পাড়ার গলি

প্যারিসে ক'দিন আগেই বিশ্বনেতারা সমবেত হয়েছিলেন বিশ্বপরিবেশ বাঁচাতে। উন্নত দেশগুলিতে শিল্পোন্নয়নের পাশাপাশি নানা রকমের দূষণ ক্রমাগত বসুন্ধরাকে বিপজ্জনক দিকে ঠেলে দিচ্ছে। উষ্ণায়ন এর পাশাপাশি অনিয়ন্ত্রিত কার্বন ডাই অক্সাইড কিংবা সালফার ডাই অক্সাইডের নির্গমন কমাতে যেমন একদিকে বিজ্ঞানীকূল ও পরিবেশবাদীরা সক্রিয় অন্যদিকে পরিবেশ সম্পর্কে স্রেফ অজ্ঞতা ও উপেক্ষার কারণে প্রতিদিন পরিবেশকে তিল তিল করে বিষময় করে তোলা হচ্ছে। আগামীদিনে জানা যাবে যুদ্ধাস্ত্রের ফেরিদার রাষ্ট্রগুলি কতটা সক্রিয় ও সচেতন হয়ে তাদের নিজের দেশ ও ক্রেতা রাষ্ট্রগুলির মানব সমাজের প্রতি কতটা মানবিক হন। ভারতের পরিবেশদূষণের ক্ষেত্রে এক বৈচিত্র্য লক্ষ্য করা যায় বিশেষ করে গণতান্ত্রিক ভাবনায় চূড়ান্ত সমন্বয়এর অভাব লক্ষ্য করা যায়। একদিকে নদীবক্ষ ভরাট করে হোটেল নির্মাণ কিংবা জমিদখলের অস্বাস্থ্যকর পরিবেশ অন্যদিকে পরিকল্পনাহীন উন্নয়নের কোপে পরিবেশ ধ্বংসের নিশ্চিত ব্যবসা।

কয়েক বছর আগে কেদারনাথ বিপর্যয় দেশবাসীর স্মৃতিতে এখনও উজ্জ্বল। এই ধ্বংস লীলার নেপথ্য ছিল বাণিজ্যিক পর্যটন এবং নদীবক্ষসহ পাহাড় বিদারণের ধারাবাহিক অপপ্রয়াস। উল্লেখ্য হরিদ্বারে অনশনে দেহ রেখেছিলেন এক তরুণ সন্ন্যাসী স্রেফ নদীপাহাড় ধ্বংস করে কারখানা গড়ার প্রতিবাদে। সেই সন্ন্যাসীর মৃত্যু সংবাদ কখনও স্থান পায়নি তথাকথিত 'বড়' সংবাদ মাধ্যমে। আলিপুর বার্তা সেদিন সে সংবাদ ছবিসহ প্রকাশ করেছিল।

পরিবেশ রক্ষার নামে রাজনীতি, সাম্প্রদায়িকতা এ রাজ্যেও চলে আসছে দীর্ঘদিন ধরে। আদালতের নির্দেশ শিখন্ডী করে গঙ্গায় প্রতিমা নিরঞ্জনকে প্রহসন করে তোলা হয়েছে। সারা বছর চূড়ান্ত অবহেলা, উপেক্ষায় দূষণের শিকার হয়ে চলেছে। পুরসভার কর্মীরা রাস্তা ঝাঁট দিয়ে শুকনো পাতা, কাগজপত্রের সঙ্গে প্লাস্টিক প্যাকেট জ্বালিয়ে পুড়িয়ে দিচ্ছে বিভিন্ন আবাসনে ঘন জনবসতির ভিতর। কালীপুজোর রাতের চেয়েও বেশি বায়ুদূষণ হচ্ছে প্রতিদিন। যে সব 'ছোটখাটো ব্যাপারে' নেই কোনও নজরদারি, নেই ভাবনা, প্রশিক্ষণের অভাব কিংবা দেখভালের খামতি থেকেই পাড়ার গলি থেকে পাড়ার মোড় থেকে দূষণের সূচনা হচ্ছে। পাড়ায় পাড়ায় ক্লাবগুলি অন্তত দায়িত্ব নিক। সরকার তাদের দায়িত্ব দিক পাড়াটি যেন নির্মল স্বচ্ছ থাকে। ছোট খাটো দূষণ শিশু থেকে বয়স্ক কাউকেই বাদ দেয় না। প্যারিসের দূষণ মুক্ত পৃথিবীর ভাবনা ছড়িয়ে পড়ুক প্রতিটি পাড়ায় অলিতে গলিতে। শুধু বক্তৃতা করে নয় কাজের মাধ্যমে রূপায়িত করতে হবে দূষণ বিরোধিতা।

অমৃত কথা

ভগবান ভক্তির বশ। ভাব, প্রেম, ভক্তি, বিবেক বৈরাগ্য–এই সব তিনি চান। ভক্তিই সার। তাঁকে ভালোবাসতে পারলে, বিবেক বৈরাগ্য এসব আপনিই আসে।

যতক্ষণ না তাঁর ওপর ভালোবাসা হয়, ততক্ষণ কাঁচা ভক্তি। তাঁর ওপর ভালোবাসা হলেতখন পাকা ভক্তি। কাঁচা ভক্তি ঈশ্বরীয় কথা, উপদেশ এসব ধারণা করতে পারে না। পাকা ভক্তি হলে ধারণা হয়। কাঁচে যদি মশলা মাখান থাকে, তা হলে ছবি রয়ে যায় কিন্তু শুধু কাঁচে ছবি থাকে না।

মনে বিশ্বাস নেই, কাজেই এতো কর্ম ভোগ। লোকে বলে যে, গঙ্গাস্নানের সময় পাপগুলো গঙ্গার তীরের গাছের ওপর বসে থাকে এবং যে মুহূর্তে যাত্রীরা স্নান সেরে তীরে ওঠে, অমনি সেই পাপগুলো তাদের ঘাড়ে চাপে।

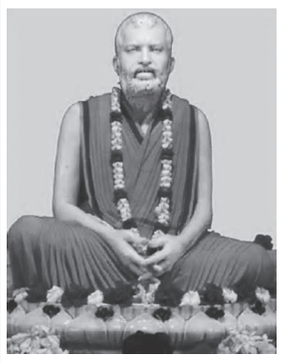

যারা কেবল বই পড়া পণ্ডিত কিন্তু ভগবানের তত্ত্বে সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞ, তাদের কথাবার্তাও গোলমেলে। সামধ্যায়ী নামে কোনও পণ্ডিত বলেছিলেন, 'ঈশ্বর নীরস, তোমরা নিজ নিজ প্রেমভক্তি দ্বারা সরস কর।' কি আশ্চর্য্য! বেদে যাঁকে রস স্বরূপ বলেছে, তাঁকে কিনা নীরস বলেন, এই থেকে বোধ হচ্ছে যে, তিনি ঈশ্বর কি তা জানেন না। তাই এইরকম গোলমেলে কথা।

অহঙ্কার করা বৃথা, ধন মান, জীবন যৌবন, কিছুই চিরদিন থাকবে না। একটা মাতাল দুর্গা প্রতিমার রূপ ও সাজগোজ দেখে বলেছিল, 'মা যতই কেন সাজোগোজো না, তিন দিন পরে তোকে টেনে গঙ্গার জলে ফেলে দেবে।' তাই বলি জজই হও, আর যেই হও–সব দুদিনের জন্য। এসব অহঙ্কার করা, দুদিনের অহঙ্কার।

টাকার অহঙ্কার করতে নেই। যদি বল আমি ধনী, ধনী আবার তার বাড়ও আছে। সন্ধ্যার পর যখন জোনাকি পোকা ওঠে সে মনে করে, আমি এই জগৎকে আলো দিচ্ছি, কিন্তু যেই নক্ষত্র ওঠে অমনি তার অভিমান চলে যায়। তখন নক্ষত্রেরা ভাবতে থাকে আমরা জগৎকে আলো দিচ্ছি, কিন্তু পরে যখন চন্দ্র ওঠে, তখন নক্ষত্রেরা লজ্জায় মলিন হয়ে যায়। চন্দ্র মনে করলেন, আমার আলোতে জগৎ হাসছে। দেখতে দেখতে অরুণোদয় হল তখন চন্দ্র মলিন হয়ে গেল, খানিক পরে আর দেখা গেল না। ধনীরা যদি এসব ভাবে, তা হলে আরতাদের ধনের অহঙ্কার থাকে না।

টাকা সন্ন্যাসীর পক্ষে বিষ। টাকা কাছে থাকলেই ভাবনা, অহঙ্কার, দেহের সুখের চেষ্টা এই সব এসে পড়ে। আর এতে রজোগুণও বৃদ্ধি করে। আবার রজোগুণ থাকলেই তমোগুণ আসবে। টাকা ঈশ্বরকে ভুলিয়ে দেয়, তাই সন্ন্যাসীরা টাকা স্পর্শ করে না।

ফেসবুক বার্তা

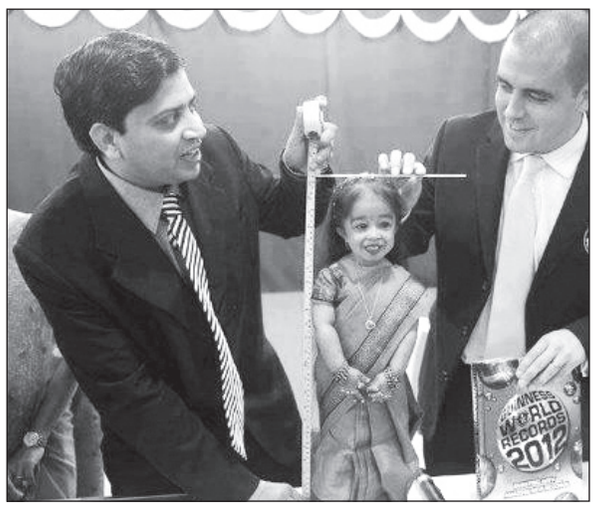

পৃথিবীর ক্ষুদ্রতম মহিলা নজরবন্দি ফেসবুকের অলিন্দে। ইতিমধ্যেই গিনেস বুক অফ ওয়ার্ল্ড রেকর্ডে নথিভুক্ত হয়েছেন তিনি।

বিশ্ব উষ্ণায়ন : পুঁজিবাদের রূদালি

সুস্বাগত বন্দ্যোপাধ্যায়

জাতিপুঞ্জর জলবায়ু পরিবর্তন শীর্ষ সম্মেলন ফ্রান্সের ল্যা বুর্গে বিশ্বের ১৯৫ দেশের প্রতিনিধিদের উপস্থিতিতে শুরু হয়েছে ৩০ নভেম্বর। চলবে ১১ ডিসেম্বর পর্যন্ত। ১৯৯২ সালে জাতিপুঞ্জের কনভেনশন অন ক্লাইমেট চেঞ্জ বা আবহাওয়ার পরিবর্তনে বিভিন্ন দেশগুলির উপস্থিতিতে কনফারেন্স অব দ্য পার্টি গড়ে তুলেছিল, এই সম্মেলন হল তার ২১তম পর্ব। ১৯৯৭ সালে গৃহীত ক্রিয়োটো প্রোটোকলের ১১তম সম্মেলনে ১৫০ জন বিশ্ব নেতা ঢাকঢোল পিটিয়ে উষ্ণায়ন কমানো আগামী পৃথিবীকে তাদের নাতি–নাতনিদের বাসযোগ্য করে তোলার অঙ্গীকার ঘোষণা করছে। গ্রিন হাউস গ্যাস নিয়ন্ত্রণের জন্য উপস্থিত রাষ্ট্রগুলির সহমতের ভিত্তিতে ঐতিহাসিক চুক্তি স্বাক্ষরের উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। লক্ষ্য হল বাতাসে মিশ্রিত কার্বনের পরিমান কমানো। যাতে করে ২০ সেন্টিগ্রেড উত্তাপ বেড়েছে তার ফলে পরিবেশ বিপর্যয়ের মুখে পড়েছে। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য ২০১২ সালে ক্রিয়োটো প্রোটোকল অনুযায়ী দোহা সম্মেলন একইভাবে এই উত্তাপ কমানোর ওপর সদস্য রাষ্ট্ররা জোড় দিয়েছিল। দুর্ভাগ্যের বিষয় তাদের কথা ও কাজের মধ্যে বিরাট ফাঁক থেকে গিয়েছে।

পরিবেশ রক্ষা উষ্ণায়ন কমানোর জন্য জাতিপুঞ্জের সদস্যরা প্রতিবছর বেসরকারি সংস্থার অর্থে মোচ্ছব করে। জ্ঞানগম্যি ভাষণ, চুক্তি স্বাক্ষর হয়। কিন্তু বাতাসে কার্বনের পরিমাণ কমানো বা উষ্ণায়ন রোধ করা যে সম্ভবপর হয়নি তা এই সম্মেলনে উপস্থিত ব্রিটিশ যুবরাজ প্রিন্স অব ওয়েলসের বক্তৃতায় স্পষ্ট হয়ে গিয়েছে। বিশ্বের বহুজাতিক সংস্থাগুলি যেভাবে তাদের ব্যবসা বাণিজ্যের স্বার্থে জল জমি জঙ্গল ধ্বংস করছে তাদের বিরুদ্ধে ক্ষোভ উগরে দিয়ে এই ভয়ংকর কার্যকলাপ থেকে বন জঙ্গলকে রক্ষা করতে না পারলে এই সম্মেলন গুরুত্বহীন। আবহাওয়ার পরিবর্তন রোধের জন্য সবার আগে প্রয়োজন বন জঙ্গল তথা সম্পদ রক্ষা করা। যুবরাজের বক্তব্যের যৌক্তিকতাকে স্বীকার করে জাতিপুঞ্জ উল্লেখ করেছে, প্রতিবছর বিশ্বে ১১% গ্রিনহাউস গ্যাস নির্গমনের জন্য ১২ মিলিয়ন জঙ্গল–প্রাকৃতিক বনজ সম্পদ ধ্বংস হয়ে যাচ্ছে। ১৯৫০ সাল থেকে ভারতের মতো উষ্ণ–আর্দ্র আবহাওয়া দেশগুলোয় ১.২ বিলিয়ন হেক্টর জমি ধ্বংস হয়েছে। প্রায় দু সপ্তাহ ধরে অনুষ্ঠিত এই শীর্ষ সম্মেলনে ব্রিটেন, ব্রাজিল, কঙ্গো

সহ বিশ্বের ২০টি দেশ এক যৌথ বিবৃতি ঘোষণা করেছে আবহাওয়া পরিবর্তনের বিপদ থেকে বিশ্বকে রক্ষা করার জন্য বন জঙ্গল রক্ষা করার অঙ্গীকার সব রাষ্ট্রকে লিখিতভাবে দিতে হবে। জার্মানি, নরওয়ে এবং লাতিন আমেরিকার দেশগুলো আমাজন অঞ্চলে জঙ্গল ও সবুজ বাঁচানোর জন্য শিল্প–ভিত্তিক উন্নয়নকে কমিয়ে জঙ্গলের কার্বন রক্ষার জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবে। জার্মানি ও নরওয়ে সবুজায়নের স্বার্থে ২০২০ সাল পর্যন্ত ৫ বিলিয়ন মার্কিন ডলার খরচ করবে।

আবহাওয়া পরিবর্তন যে বিশ্বের খাদ্য সংকটকে ডেকে নিয়ে আসবে সে সম্পর্কে বিশ্ব খাদ্য কর্মসূচি নাম চেয়েছিল। কিন্তু ৫.৫ বিলিয়ন ডলার অর্থ সাহায্য লাভ করে এল–নিনোর কারণে আগামী বছরে যে খাদ্য সংকট বাড়বে তার আশঙ্কা প্রকাশ করেছে। যেভাবে তাপমাত্রা বৃদ্ধি পাচ্ছে তার ফলে ৪ থেকে ৫০ সেন্টিগ্রেডে তাপমাত্রা পৌঁছলে বিশ্বের কৃষি প্রধান অঞ্চলের জমি শুকিয়ে যাবে। এই কারণে তাপমাত্রা ১.৫০ সেন্টিগ্রেডে নিয়ন্ত্রণের জন্য প্রতিটি সদস্য রাষ্ট্রের উদ্যোগী হবার জন্য জোড় দিয়েছেন।

সম্প্রতি একটি আন্তর্জাতিক সংস্থা বিশ্বের উষ্ণায়ন এবং আবহাওয়া পরিবর্তনের ওপর গবেষণায় উল্লেখ করেছে ২০১৫ সালে বিশ্বের তাপ ৩–৬০ ফারেনহাইট স্কেলে বৃদ্ধি পেয়েছে। আন্তর্জাতিক সংস্থা এই সম্মেলনে উপস্থিত দেশগুলোকে আগাম সচেতন করে দিয়েছে। বিভিন্ন রাষ্ট্রে গত কয়েক বছর ধরে আবহাওয়া পরিবর্তনের জন্য খরা বৃষ্টিপাতের পরিমাণ কমে গিয়েছে। ফলত বিশ্বের ৮০টি দেশে খাদ্য সংকট দেখা দিয়েছে। জাতিপুঞ্জের এই আন্তর্জাতিক সংস্থা ২০১৪ সালে এই খরাক্লিষ্ট দেশগুলোর জন্য ৮.৫ বিলিয়ন ডলার অর্থ সাহায্য দাবি করেছেন ২০৩০ সালের মধ্যে ২৬% কার্বন মনোঅক্সাইডের পরিমাণ কমবে।

চিনে বাতাসে কার্বনের পরিমাণ এতটাই বেড়েছে যে ২০৩০ সালে সেখানে দূষণের পরিমাণ সর্বোচ্চ স্তরে পৌঁছবে। চিনে বাতাসে দূষণের পরিমাণ এতটাই বেশি যে প্রতিদিন ৪ হাজার লোক দূষণ জনিত কারণে মারা যায়। চিনে শীর্ষ সম্মেলন চলাকালীন কুয়াশা এতটাই মাত্রাতিরিক্ত যে স্কুল বন্ধ করে ছাত্রছাত্রীদের বাড়ি পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছে। নিশ্বাস নিতে তাদের কষ্ট হচ্ছে। চিনের রাষ্ট্রপতি, জিনপিং শীর্ষ সম্মেলনে দক্ষিণ চিন সমুদ্রের জল দ্রুত বৃদ্ধি পাওয়ায় উদ্বেগ প্রকাশ করে বলেছেন চিনের জনগণ ও সরকার দেশের পরিবেশ রক্ষার বিষয়ে সক্রিয় হয়েছে। চিনের রাষ্ট্রপতি জিনপিং ২০২০ সালের মধ্যে কার্বনডাই অক্সাইডের পরিমাণ বাতাসে কমানোর জন্য কয়লাকে শক্তি উৎপাদনের কাজে ব্যবহারের পরিমাণ ১৮০ মিলিয়ন টনে নামিয়ে আনার কথা দিয়েছেন।

ক্রিয়টো প্রোটোকল ১৯৯৭ এবং কোপেনহেগেন সম্মেলন ২০০৯ বিশ্ব পরিবেশ রক্ষার জন্য সদস্য রাষ্ট্রদের গ্রিন হাউস নিয়ন্ত্রণের যে উদ্যোগ নেবার কথা বলা হয়েছিল তা ব্যর্থ হয়েছে। এই ব্যর্থতা ফল সাম্প্রতিক পরিবেশের দ্রুত পরিবর্তন। উদারীকরণ অর্থনীতির বিকাশের নাম করে যেভাবে ধনীদেশগুলো তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলোর প্রাকৃতি সম্পদকে শেষ করে দিচ্ছে প্যারিস সম্মেলনে তার বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ উঠে এসেছে। বিশ্ব অর্থনীতির বিকাশে তীব্র বিষাক্ত গ্যাস হল বাতাসকে দূষিত করেছে তার ফলে বন্যা খরা ঝড় এমনকি ভূমিকম্পের বিধ্বংসী ঘটনা ঘটছে। প্যারিস বৈঠক যদি জাতিপুঞ্জের প্রতিটি সদস্য রাষ্ট্রের মধ্যস্থতা না হয় তাহলে ভবিষ্যতের তীব্র তাপের দহনে জলে পুড়ে মরা অথবা কার্বণের বিষাক্ত ধোয়ায় আমাদের বেঁচে থাকতে হবে।

বিশ্বের দুই উন্নত রাষ্ট্র মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং চিন সবচেয়ে বেশি গ্রিন হাউস গ্যাস নির্গমনকারী রাষ্ট্র এই সম্মেলনে কুম্ভীরাশ্রু বিসর্জন করছে কিনা জানা নেই। তবে তারা স্বীকার করে নিয়েছে বিশ্ব উষ্ণায়নের এই ভয়ংকর অবস্থায় তাদের ব্যর্থতা। ওবামা নিজ মুখে অপেক্ষা করে বলেছেন এই উষ্ণায়নের, এই পরিস্থিতির পেছনে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র তার দায়িত্বকে অস্বীকার করতে পারে না। ঘটনাক্রমে প্যারিস সম্মেলনের শুরুর দিনে যেভাবে সারা নগরী ঘন কুয়াশার চাদরে ঢাকা পড়ে গিয়েছিল তাতে তাদের নিশ্বাস প্রশ্বাস নিতে কষ্ট হয়েছিল। বোঝ ঠ্যালা। উন্নয়নের নামে প্রকৃতি ও মানব ধ্বংসের শক্তিধর রাষ্ট্রকেও এই পাপের বোঝা বইতে হবে। পরিবেশ দূষণের ক্ষেত্রে ভারত তার ভূমিকাকে অস্বীকার করতে পারে না। উদারীকরণ ও পুঁজির আগমনে দেশের জল–প্রাকৃতিক সম্পদকে বহুজাতিক সংস্থার কাছে বিক্রি করে দিচ্ছে তার ফলে সাধারণ জনগণের জীবনধারা ও বাস্তবতন্ত্র বিপন্ন। গ্রিন হাউস গ্যাস নির্গমনের ক্ষেত্রে ভারেতের অবস্থান চিনের পরে তৃতীয় স্থানে। তবে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি সত্য কথাটি বলে ফেলেছেন। দরিদ্র দেশগুলো তাদের অর্থনীতির বিকাশের জন্য কার্বন জ্বালানোর অধিকার আছে। সাবাশ মাননীয় প্রধানমন্ত্রী! কুর্নিশ না করে পারা যায় না। গুজরাটে সমুদ্র উপকূলবর্তী এলাকায় স্থানীয় মৎস্যজীবীদের উচ্ছেদ করে পরিবেশ বিপন্ন করে একদা গুজরাটের মুখ্যমন্ত্রী কচ্ছের সমুদ্র উপকূলবর্তী এলাকা বেচে দিয়েছিলেন।

কার্বণের গ্যাস তেলের বিষাক্ত বিক্রিয়ায় পরিবেশ ধ্বংস হোক, গরিব ভূমিপুত্ররা অনাহারে মরুক বাস্তুচ্যুত হোক ক্ষতি নেই। টাকা তো আসবে। রাজ্যের উন্নতি হবে। তবে মোদির শীর্ষ সম্মেলনে ভারতীয় প্যাভিলিয়নের প্রদত্ত বক্তৃতায় একটি লাইনের সাথে একমত আবহাওয়া পরিবর্তন আমরা করি নি।' শিল্পায়নের যুগ থেকে উন্নত দুনিয়া খনিজ সম্পদকে যেভাবে পুঁজির স্বার্থে ব্যবহার করে চলেছে তার পরিণতি বিশ্ব উষ্ণায়ন। তিনি আবেগতাড়িত কণ্ঠে একথাও বলেছেন, ভারত এই পরিস্থিতির শিকার। আবহাওয়ার পরিবর্তনের ফলে প্রাকৃতিক বিপর্যয় এমনকি ভারতের কৃষি ও কৃষকের জীবন বিপন্ন হয়েছে।

বিশ্ব উষ্ণায়নের জন্য এই রাজসূয়যজ্ঞের বিপুল খরচখরচা। টাকা ডলারের হিসাবে ১২২ মিলিয়ন। কে দিয়েছে ৩ হাজার পরিবেশ প্রেমিক বিশ্ব নেতা, বুদ্ধিজীবী বিল গেটসের মতন শিল্পপতির উপস্থিতিতে এই বিপুল অর্থ খরচ! ফরাসী সরকার দিয়েছে ২০% অর্থ। বাকি অর্থ যাদের বিরুদ্ধে তর্জন–গর্জন পরিবেশ প্রেমিক মাতব্বরদের। তাদেরই মধ্যে কিছু বহুজাতিক পরিবার। ফ্রান্সের ইডিএফ –বিএনপি পরিবাস এবার ফ্রান্সের মতন সংস্থা। অতএব নাকের বদলে নুরুল পেলাম। হা–হা–হা!

ট্রেনের যাত্রী স্বাচ্ছন্দ সোনার পাথরবাটি

নির্মল গোস্বামী

ট্রেনের সর্বনিম্ন টিকিট ৫ টাকা থেকে ১০ টাকা হল। এর আগে এসি টায়ারের ভাড়া বাড়ল। পণ্যমাশুল বাড়াল। গত রেল বাজেটে সব শ্রেণির ভাড়া বৃদ্ধি হয়েছিল, এনডিএ সরকারের ১ম রেল বাজেটে। প্রধানমন্ত্রীর স্বপ্নের বুলেট চালু করার স্বপ্ন দেখাচ্ছে ভারতবাসীকে। শুধু গতি নয় তার ধারা আছে আরামপ্রদ যাত্রা। প্রতিবার ট্রেনের ভাড়া বাড়ানোর সময় রেলমন্ত্রী বলেন যে যাত্রী স্বাচ্ছন্দ ও নিরাপত্তা বাড়ানো হবে। বুলেট ট্রেন দূর অস্ত। সাধারণ ট্রেন যাত্রার কোনও পরিবর্তন যে হয়নি তা ভুক্তভোগী মাত্রই জানেন। রেলের নিরাপত্তা যে তলানিতে তা গত কত এক মাসে পশ্চিমবঙ্গে কত একটি ঘটনাই প্রমাণ দেয়। ট্রেনের কামরা থেকে যাত্রীদের লুঠ করার চিরাচরিত প্রথা তো বজায় আছেই, তার মাঝে যোগ হয়েছে ট্রেনের কামরার মধ্যে বোমাগুলি চালাচালি। এরকমই তিনটি ঘটনা পশ্চিমবঙ্গে ঘটে গেল। ফলে যাত্রী নিরাপত্তা নিয়ে প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে। এছাড়া ট্রেনে দুর্ঘটনা তো লেগেই আছে কোথাও না কোথাও। এরপর যাত্রী স্বাচ্ছন্দের প্রশ্ন আসে। লোকাল ট্রেনের যাত্রী স্বাচ্ছন্দ নিয়ে কোনও কথা বোধ হয় না বলাই ভালো। কারণ মাতৃভূমী লোকাল নিয়ে দু–দুবার যা ঘটল তা সুদূর অতীতে এই বাংলার বুকে কোনও দিন ঘটেনি। নারী–পুরুষে বিভাজিত হয়ে লড়াই, অবরোধ, লাঠি, গুলি, মৃত্যু সব উপাদানই মজুত ছিল তাতে। এই ঘটনাই প্রমাণ করে যে লোকাল ট্রেনের দৈনিক যাত্রীরা কি ভয়ানক পরিস্থিতি যাতায়াত করেন। দিন দিন লোকসংখ্যা বাড়ার অনুপাতে যাত্রী সংখ্যা বাড়ছে অথচ লোকাল ট্রেনের সংখ্যা বাড়ছে না। ট্রেনের সময় কমছে না। ফলে যাত্রীসাধারণকে জীবনের ঝুঁকি নিয়ে রুটি রুজির জন্য নিত্য দিন এই ক্লেশকর ট্রেনযাত্রা সহ্য করতে হয়। এই যাত্রীদের স্বাচ্ছন্দ ও নিরাপত্তার কথা কোনও সরকারই ভাবেনি আর বোধ হয় ভাববেও না।

এরপর আসি দূরপাল্লার যাত্রার কথায়। এখানে বিভিন্ন নামের ট্রেন আছে তাদের ভাড়ার তফাত আছে, সুযোগ সুবিধারও তফাত আছে। আবার একই যাত্রা পথে ট্রেনের সময়েরও পার্থক্য আছে। যত তাড়াতাড়ি যেতে চাও তত বেশি ভাড়া দাও। এই সব ভিআইপি যাত্রীদের জন্য। কিন্তু আম জনতা যে সব ট্রেনে দূর ভ্রমণ করে তাদের বেশির ভাগই সাধারণ স্লিপার ক্লাসের যাত্রী। বর্তমানে কেন্দ্রীয় সরকার ও সমস্ত রাজ্য সরকার ভ্রমণ কি শিল্পের তকমা দিয়ে তাকে আরও আকর্ষণীয় করে তুলতে চাইছে। আমাদের রাজ্যে শহর কলকাতা ও প্রত্যন্ত গ্রামাঞ্চলে ছোট বড় নানান ট্যুর অপারেটারের জন্ম হয়েছে। তারা মানুষদের একটা মিনিমাম টাকায় প্যাকেজ ট্যুর করায় সারা ভারতবর্ষ জুড়ে। এতে করে একটা বিরাট সংখ্যা মানুষের রুটি রুজী নির্ভর করে।

যারা ট্যুর করে তারা তাদের মাঝে যারা রাধুনী যায় তারা, যেখানে যাচ্ছে সেখানকার গাড়ির মালিক, ড্রাইভার হোটেল মালিক এবং স্থানীয় ব্যবসায়ী এমনকী চা, তেলেভাজা শিল্পও উপকৃত হচ্ছে এই ট্যুরের মাধ্যমে। এবং সাধারণ মধ্যবিত্ত ও নিম্নবিত্তের মানুষেরা এই সব ভ্রমণ সংস্থার হাত ধরে ভ্রমণ করে। বড় কথা হল এর যাত্রীদের ৯৫ শতাংশ সাধারণ স্লিপার ক্লাসের যাত্রী। এই স্লিপার শ্রেণির যাত্রীদের কেমন যাত্রীস্বাচ্ছন্দ তার একটা বাস্তব উদাহরণ দিই।

গত ২৮.১০.১৫ তারিখে ওইরকম এক ট্যুর অপারেটরের সঙ্গী হয়েছিলাম দক্ষিণ ভারত ভ্রমণের জন্য। সেই অভিজ্ঞতা জনসাধারণ ও রেলকর্তৃপক্ষের কাছে তুলে ধরতে চাই।

গুরুদেব এক্সপ্রেসে সাঁতরাগাছি থেকে তিরুপতি আমাদের যাত্রা ছিল। সিট ছিল এস–৪, ২৩ থেকে ২৫। ৬টা সিট ছিল আমাদের। রাত্রি সাড়ে ১১টায় ট্রেন ১০টার মধ্যে আমরা হাজির হলাম। যথারীতি ট্রেন এল আমরা ঠেলাঠেলি করে উঠলাম। কিন্তু উঠেই দেখি চার মাস আগে আমাদের রিজার্ভ করা সিটে ব্যাগ লাগেজ নিয়ে অন্য লোকেরা দিব্যি বসে আছে। অনেক কষ্টকরে তাদের লাগেজ সরিয়ে আমাদের লাগেজ রাখলাম ও সিটে বসলাম। কিন্তু তারা যাবে কোথায়? তারা বিনা রিজার্ভেশনের যাত্রী।

এরকম অসংখ্য যাত্রী সেই কামরার মধ্যে গুঁতোগুঁতি করছে। পরে জানলাম প্রতিটা সংরক্ষিত কামরার একই চিত্র। বাথরুমে ঢোকার মুখে লোক, দুই গেটের ধারে লোক, সেখানে মুখ ধোবার বেশিন সেখানে লোক, লাগেজ নিয়ে বসে আছে। আমরা সংরক্ষিত তাই শোবার জায়গা পেলাম। কিন্তু তারা বসে রইল। রাত্রিতে দেখলাম দুই সিটের মাঝে মানুষ শুয়ে আছে। আমার সিটে পায়ের ধারে বসে আছে। বাথরুমে যাওয়ার প্রয়োজন পড়লে তাদের গায়ের উপর পা পড়ার প্রভূত সম্ভাবনা। অপরের নিশ্বাস প্রশ্বাস যেন গায়ের উপর পড়ছে। এই কি যাত্রী স্বাচ্ছন্দের নমুনা!

একটা কামরায় ৭২টা শোবার সিট থাকে। তাহলে কেন রেল কর্তৃপক্ষ তার দ্বিগুণ তিনগুণ টিকিট বিক্রি করবে।টিটিরা কেনই বা নামিয়ে দেবে না অসংরক্ষিত যাত্রীদের? তারা পয়সা নিয়ে তাদের ওই কামরায় যাওয়ার বৈধতা দিচ্ছে। সবচেয়ে বড় কথা হল আমরা শুয়ে আছিআর অনেক মানুষ ঘুম চোখে দাঁড়িয়ে আছে।

কেউ বা পায়ের কাছে কোনওরকমে শুয়েআছে–এই অমানবিকপরিস্থিতিমানসিকযন্ত্রণায় বিদ্ধ হয়। চার মাস আগে পয়সা দিয়ে একদিকে শ্বাসরুদ্ধকর পরিস্থিতি ও

অপর দিকে সংবেদনশীল মানুষেরা কেন মানসিক যন্ত্রণায় দগ্ধ হবে? কোন সভ্য দেশের রেল সফর এরকম হতে পারে না। আমাদের হাতের মুঠোয় স্মার্ট ফোন, দেশে ১০০ স্মার্ট সিটির কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়েছে। আর সাধারণ মানুষের রেল যাত্রা এমন যন্ত্রণাময় কেন হবে। আসলে দেশের নেতারা তো সাধারণ শয়ন যানে যাতায়াত করেন না, তাই তাঁদের অভিজ্ঞতা নেই। রেলমন্ত্রীর কাছে অনুরোধ একবার এই সাধারণ শয়নযানে একরাত্রি সফর করুন, তাহলেই কি করণীয় তা বুঝতে পারবেন। গুরুদেব এক্সপ্রেসে কোনও প্যান্ট্রিকার নেই। মোট ৪০ ঘন্টার জার্নিতে যাত্রীরা যাবে কি?

বাজারের খাবারের যেমন নিম্নমান তেমনি দেশে কেন প্যান্ট্রিকার নেই। ৩০ ঘন্টার জার্নিতে একবারও একজন সিকিউরিটির দেখা পেলাম না কেন? পরে আমাদের ট্যুর অপারেটরের কাছে জানতে পারলাম যে এরকম অনেক ট্রেনেই প্যান্ট্রিকার নেই। ট্রেনে ন্যায্য দামে স্বাস্থ্যকর খাবার সরবরাহটা কি যাত্রী স্বাচ্ছন্দের বাইরের বিষয়!

মোদিজীর অনেক ভালো ভালো বচন শুনে শুনে দেশবাসী শান্ত। এবার কিছু ভালো কাজ দেখতে চায় জনগণ। যে কাজের জন্য জমি অধিগ্রহণ লাগে না, জিএসটি বিল পাশ করানো অপেক্ষায় থাকতে হয় না। যা পরিকাঠামো আছে তাই নিয়ে শুধু একটু সদইচ্ছা আর নজরদারী বাড়ালেই সুখকর ট্রেন যাত্রা জনগণকে উপহার দিতে পারেন সেই কাজটা অন্তত করুক আপনার রেল দফতর।তা না হলে আম জনতা রেল সফরের ভয়ে ভ্রমণ থেকে মুখ ফিরিয়ে নেবে। আরতাতে কার চলমান অর্থনীতিই মুখ থুবড়ে পড়বে। তাই জনগণের ইচ্ছা রেল ভাড়া কত বাড়ালে সাধারণ শয়নযানের যাত্রীরা একটু স্বস্তিদায়ক যাত্রা করতে পারবে। তার একটা নির্দিষ্ট সূচি আগামী রেল বাজেটে সরকার ঘোষণা করুক। এটা ঠিক রেল দপ্তর বহুদিন ধরে কেন্দ্রের মূল নিয়ন্ত্রক দলের হাতে না থেকে শরিকের হাতে ছিল। এটা চলেছে বেশ কয়েকযুগ ধরে। সস্তা জনপ্রিয়তাকে অবলম্বন করে রেল বিভাগকে সামনে রেখে নিজ নিজ রাজ্যে কাণ্ডারী হয়ে বসেও পড়েছেন অনেক আঞ্চলিক নেতানেত্রী। কিন্তু এখন তো এনডিএ–র প্রধান দল বিজেপি নিজের হাতেই রেখেছে রেল দপ্তর। ফলে আশা করা যায় তারা ভাড়া বাড়ানোর দিকে নজর দেওয়ার পাশাপাশি পরিষেবাও উন্নতমানের করে তুলবেন। সেই জায়গায় কোনও গাফিলতি বরদাস্ত করা একেবারেই সম্ভব নয়। তাই কেন্দ্রকে এই দিকটা ভেবে দেখতেই হবে।

কাকদ্বীপ পাশে পাচ্ছে বুদ্ধিজীবীদের

মেহেবুব গাজী, ডায়মন্ড হারবার : আগেই কাকদ্বীপে সভা করে আন্দোলনকারীদের হুমকির সুরে স্থানীয় বিধায়ক তথা সুন্দরবন উন্নয়ন মন্ত্রী মন্টুরাম পাখিরা জানিয়েছিলেন, 'কাকদ্বীপকে কখনই কামদুনি হতে দেব না।' এবার মন্ত্রীর দেখানো রাস্তাতেই হাঁটলো পুলিশ। কাকদ্বীপে ছাত্রীকে ধর্ষণ ও খুনের ঘটনায় গড়ে ওঠা আন্দোলন রুখতে এবার আন্দোলনকারীদের বিরুদ্ধে মিথ্যা মামলা দেওয়ার অভিযোগ উঠল পুলিশের বিরুদ্ধে। ময়নাতদন্তের রিপোর্টের দাবিতে নির্যাতিতা ছাত্রীর দেহ আটকে রেখে গত ২৩ নভেম্বর কাকদ্বীপ বন্ধের ডাক দিয়েছিলেন আন্দোলনকারীরা। বনধের সমর্থনে ওই দিন সকালে নির্যাতিতার বাবা–মাকে নিয়ে মিছিল বার করে আন্দোলনকারীরা। সেই মিছিল কাকদ্বীপ থানাতে যাওয়ার পথে বাজারের বেশ কয়েকটি খোলা দোকান বন্ধ করতে গিয়ে ব্যবসায়ী ও আন্দোলনকারীদের সঙ্গে বচসা বাঁধে।

আন্দোলনকারীরা খোলা দোকানগুলোতে ভাঙচুর চালানোর পাশাপাশিএকমহিলাকেশ্লীলতাহানি করে বলে অভিযোগ ওঠে। ওই দিন রাতেই স্থানীয় ব্যবসায়ী বলাই ঘড়ুইয়ের অভিযোগের ভিত্তিতে ১৯ জন আন্দোলনকারীর বিরুদ্ধে জামিন অযোগ্য (ভারতীয় দন্ডবিধির ১৪৩, ১৪৮, ১৪৮, ৪৪৭, ৩২৩, ৩২৫, ৩৭৯ ও ৩৫৪) ধারায় মামলা রুজু করে কাকদ্বীপ থানার পুলিশ। আন্দোলনকারী নারায়ন মণ্ডল, দিবাকর মণ্ডল, সুখেন্দুশেখর গিরি, সুমন মণ্ডল ও স্বপ্নময় সাহাদের অভিযোগ,

'এই মামলার কথা শুনে আমরা অভিযোগকারী বলাই ঘড়ুইয়ের সঙ্গে কথা বলি। বলাইবাবুর থেকে জোর করে একটি সাদা কাগজে সই করিয়ে নিয়ে গিয়েছিলেন স্থানীয় তৃণমূল নেতা বাদল ওরফে দেবব্রত মাইতি। বলাইবাবু জানতেন না এই সই করা সাদা কাগজে বয়ান লিখে থানায় অভিযোগ হবে।

এখন মনে হচ্ছে এই আন্দোলন রুখতে পরিকল্পনা করে তৃণমূল ও পুলিশ এই মিথ্যে মামলাটি সাজিয়েছে।' অন্যদিকে একইরকমভাবে ব্যবসায়ী বলাই ঘড়ুই ফোনে জানান, 'আন্দোলনকারীদের বিরুদ্ধে আমি থানাতে কোন অভিযোগ করিনি। ঘটনার দিন দুপুরে তৃণমূল নেতা দেবব্রত মাইতি দলবল নিয়ে আমার বাড়িতে আসেন। আমাকে জোর করে একটি সাদা কাগজের ওপর সই করিয়ে নিয়ে যায়। তারপর আর আমি কিছুই জানি না।' তবে এব্যাপারে প্রতাপাদিত্য গ্রামপঞ্চায়েতের উপপ্রধান তথা তৃণমূল নেতা বাদল ওরফে দেবব্রত মাইতি অভিযোগ অস্বীকার করে ফোনে বলেন, 'এব্যাপারে আমি কিছুই জানি না। ওই ব্যবসায়ী কেন আমার নাম করে মিথ্যা কথা বলছে আমি বলতে পারব না। পুলিশ বিষয়টি বিস্তারিতভাবে বলতে পারবে।'

যদিও জেলার কর্তারা ঘটনার ব্যাপারে মুখ খুলতে চাননি। মঙ্গলবার দুপুরে আন্দোলনকারীদের বিরুদ্ধে মিথ্যা মামলা সাজানোর ঘটনা প্রকাশ্যে আসার পর আলোড়ন ছড়ায় গোটা কাকদ্বীপজুড়ে। আরও অস্বস্তি বাড়ে তৃণমূলের অন্দরে। অভিযোগ, গত ২১ নভেম্বর ভোররাতে মাধ্যমিক পরীক্ষার্থীর প্রায় বিবস্ত্র দেহ উদ্ধারের পর ধর্ষণের মামলা রুজু না করে শুধুমাত্র খুনের মামলা রুজু করে পুলিশ। পরে ধর্ষণের মামলা রুজুর পাশাপাশি অপরাধীদের গ্রেফতারের দাবিতে ক্ষোভ দানা বাঁধে এলাকার বাসিন্দাদের মধ্যে। ময়নাতদন্তের পর দেহ আটকে রেখে ধর্ষণের মামলা রুজুর পাশাপাশি ময়নাতদন্তের প্রাথমিক রিপোর্টের দাবিতে বিক্ষোভ দেখাতে শুরু করেন নিহত ছাত্রীর পরিবার সহ এলাকার বাসিন্দারা। পরে এলাকার বাসিন্দাদের সেই ক্ষোভ আন্দোলনের চেহারা নেয়। আন্দোলনকে সমর্থন করে জেলা সহ রাজ্যের বিভিন্ন স্কুল, কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের পড়ুয়া সহ বিভিন্ন গণসংগঠন ও মানবাধিকার সংগঠন। অভিযোগ, ২১ নভেম্বর গভীর রাতে নিহত ছাত্রীর বাড়িতে গিয়ে দেহ শেষকৃত্যের জন্য পরিবারকে চাপ দেন স্থানীয় বিধায়ক তথা সুন্দরবন উন্নয়ন মন্ত্রী মন্টুরাম পাখিরা।

যদিও মন্টুরাম পরে অভিযোগ অস্বীকার করলেও ঘটনাটি প্রকাশ্যে আসার পর এই প্রতিবাদ আন্দোলন আরও ব্যাপক আকার ধারণ করে। আন্দোলনের জেরে ব্যাকফুটে চলে যায় শাসক তৃণমূল। এই আন্দোলনকে রুখতে মরিয়া তৃণমূল। এলাকার মানুষের সাড়া না পেয়ে ২৫ নভেম্বর ছাত্রী খুন ও ধর্ষণের ঘটনার প্রতিবাদের পাশাপাশি বিরোধী রাজনৈতিক দলের অপপ্রচার ও কুৎসার বিরুদ্ধে মন্ত্রী মন্টুরাম পাখিরার নেতৃত্বে কাকদ্বীপে একটি মিছিল করে স্মরণসভা সারে এলাকার তৃণমূল নেতা, কর্মীসমর্থকেরা। তাতেও আন্দোলনকে রুখতে পারেনি মন্ত্রী সহ কাকদ্বীপের তৃণমূল নেতৃত্ব।

অভিযোগ, আন্দোলন রুখতে মরিয়া মন্ত্রী মন্টুরাম ২৮ নভেম্বর কাকদ্বীপে সভা করে আন্দোলনকারীদের হুঁশিয়ারী দেন। তারপর এদিন আন্দোলনকারীদের বিরুদ্ধে মামলা রুজুর ঘটনা প্রকাশ্যে আসে। নির্যাতিতার বাবা এদিন ক্ষোভের সঙ্গে বলেন, 'তৃণমূল ও পুলিশ একসঙ্গে চক্রান্ত করে এই আন্দোলন রুখতে মিথ্যা মামলা দিয়েছে আন্দোলনকারীদের বিরুদ্ধে।

এই আন্দোলনকারীরা আমার অসহায় পরিবারের পাশে থেকে সবসময় সত্যের জন্য লড়াই করেছেন। প্রত্যেকের সঙ্গে আমি ছিলাম, আমিও থাকব।' তবে নির্যাতিতার পরিবার ও আন্দোলনকারীদের ক্ষোভের সঙ্গে জানান, 'ঘটনায় অভিযুক্ত পাঁচজন। এখনও পর্যন্ত গ্রেফতার হয়েছে দু'জন। বাকিদের আজও গ্রেফতার করতে পারেনি পুলিশ। বাকি অপরাধীদের গ্রেফতারের পাশাপাশি দ্রুত এই মিথ্যা মামলা প্রত্যাহার না হলে বৃহত্তর আন্দোলনে নামব।' অন্যদিকে মঙ্গলবার কাকদ্বীপের দক্ষিণ হরিপুরে নিহত ছাত্রীর বাড়িতে এসে বর্তমান সরকারকে তুলোধনা করলেন রাজ্যের একাধিক বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন উপাচার্য, অধ্যাপক ও শিক্ষাবিদরা। এদিন বিকেল ৩টে নাগাদ নিহত ছাত্রীর বাড়িতে আসেন যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন উপাচার্য অশোকনাথ বসু, বিদ্যাসাগর বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন উপাচার্য আনন্দদেব মুখোপাধ্যায়, বেসুর প্রাক্তন উপাচার্য অমলজ্যোতি সেনগুপ্ত, উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন উপাচার্য রঞ্জুগোপাল মুখোপাধ্যায়।

নিহত ছাত্রীর পরিবারের কাছে নৃশংসতার কথা শুনে শিউরে ওঠেন এই সমস্ত প্রবীন শিক্ষাবিদরা। তাঁদেরকে জড়িয়ে ধরে কান্নায় ভেঙে পড়েন নিহত ছাত্রীর বাবা–মা ও ঠাকুমা। পরিবারের সঙ্গে কথা বলে বেরনোর পথে বাড়ির কাছে নিহত ছাত্রীর ছবিতে মালা দিয়ে মোমবাতি জ্বালিয়ে স্মরণ করেন সকলেই। এরপর অশোকনাথ বসু সংবাদমাধ্যমকে বলেন, 'রাজ্যজুড়ে অরাজকতার সৃষ্টি হয়েছে। রাজ্যজুড়ে যেন অস্থির পরিস্থিতি।

এই ঘটনা অত্যন্ত মর্মান্তিক। এই ঘটনার আর যাতে পুনরাবৃত্তি না হয় তার জন্য অপরাধীদের শুধু গ্রেফতার করলে হবে না। দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির ব্যবস্থা করতে হবে।' অন্যদিকে অমলজ্যোতি সেনগুপ্ত কাকদ্বীপের এই আন্দোলনকে সমর্থন করে বলেন, 'এই এলাকার মানুষ ঐক্যবদ্ধভাবে ঘটনার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করায় তদন্ত কিছুটা এগিয়েছে। এই আন্দোলন এত শক্তভাবে দানা বেঁধেছে যে সারা রাজ্যকে নাড়িয়ে দিয়েছে। এ রাজ্যে জঙ্গলের রাজত্ব চলছে। পুলিশ–প্রশাসন বলে কিছু আছে বলে মনে হচ্ছে না।'

তবে আনন্দদেব মুখোপাধ্যায় এই ঘটনার কড়া ভাষায় নিন্দা করে বলেন, 'সারা রাজ্যজুড়ে এই ঘটনা সব চাইতে বেশি ঘটছে। রাজ্যে কোনও পুলিশ প্রশাসন নেই বলে এই ঘটনাগুলো ঘটছে। পুলিশ প্রশাসনকে আরও বেশি সতর্ক ও সক্রিয় হতে হবে। তা না হলে রাজ্যের ভবিষ্যত অন্ধকারের দিকে এগিয়ে যাবে।'

বধূকে খুনের অভিযোগ

নিজস্ব প্রতিনিধি : গলায় ফাঁস লাগিয়ে শ্বাসরোধ করে বধূকে খুনের অভিযোগ স্বামীকে গ্রেফতার করল পুলিশ। পুলিশ জানিয়েছে, ধৃত স্বামীর নাম গৌতম খাটুয়া। স্থানীয়দের মাধ্রমে খবর পেয়ে মঙ্গলবার রাতে বাড়ির মধ্যে থেকে বধূ অঞ্জলি খাটুয়ার (৩০) ঝুলন্ত দেহ উদ্ধার করে পুলিশ। ঘটনাটি ঘটেছে সাগর থানার কমলপুরে। মৃতের ভাই উৎপল মাইতির অভিযোগের ভিত্তিতে তদন্তে নেমে পুলিশ বুধবার গরীর রাতে অভিযুক্ত স্বামীকে গ্রেফতার করে। পারিবারিক অশান্তির জেরে ঘটনাটি ঘটেছে বলে পুলিশের প্রাথমিক অনুমান।

স্ত্রীকে হত্যার চেষ্টার অভিযোগে গ্রেপ্তার স্বামী

নিজস্ব প্রতিনিধি, ডায়মন্ড হারবার : কেরোসিন তেল গায়ে ঢেলে এক গৃহবধূকে পুড়িয়ে হত্যার চেষ্টার অভিযোগে স্বামীকে গ্রেফতার করল পুলিশ। পুলিশ জানিয়েছে, ধৃত স্বামী নান্টু ওরফে তারাপদ দাস। মঙ্গলবার ঘটনাটি ঘটেছে ফ্রেজারগঞ্জ থানার বাগডাঙা এলাকায়। বর্তমানে আশঙ্কাজনক অবস্থায় বধূ কবিতা দাস কলকাতার চিত্তরঞ্জন হাসপাতালে চিকিৎসাধীন। জখম বধূর মায়ের অভিযোগের ভিত্তিতে তদন্তে নেমে পুলিশ অভিযুক্ত স্বামীকে গ্রেফতার করে। পারিবারিক অশান্তির জেরে ঘটনাটি ঘটেছে বলে পুলিশের প্রাথমিক অনুমান।

সাগরে খুলল কানারা ব্যাঙ্ক

নিজস্ব প্রতিনিধি, সাগরদ্বীপ : চতুর্দিকে নদী বেষ্টিত সাগরদ্বীপে উন্নতমানের ব্যাঙ্কিং পরিষেবা দেওয়ার জন্য এগিয়ে এল রাষ্ট্রায়ত্ব কানারা ব্যাঙ্ক। উদ্দেশ্য ২০১৪ সালের ১৮ নভেম্বর মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় নবান্ন থেকে সরাসরি রামকরচক পঞ্চায়েতের হরিণবাড়ি বাজারে এই ব্যাঙ্কটির উদ্বোধন করেছিলেন।

বর্তমানে সাগর ব্লকের জনসংখ্যা প্রায় আড়াই লক্ষ। ৯টি গ্রাম পঞ্চায়েত। ৪২টি মৌজা। জনবসতিপূর্ণ এই দ্বীপ অর্থকরী ফসল মিঠা পান চাষ করে সারা ভারতবর্ষে প্রথম স্থান অধিকার করেছে। সাগরদ্বীপের মিঠা পান পূর্ব মেদিনীপুর, কাকদ্বীপ –শিয়ালদহ সহ প্রভৃতি পান মার্কেটের মাধ্যমে প্রতিবেশী দেশগুলিতে রপ্তানি হচ্ছে। উৎসাহী পান চাষিদের গ্রাহক পরিষেবা দেওয়ার জন্য নবাগত কানারা ব্যাঙ্কটি ইতিমধ্যেই বিপুল সাড়া ফেলেছে উল্লেখ্য সাগর ব্লকে বর্তমানে এসবিআই–২টি, ইউবিআই–টি, বঙ্গীয় গ্রামীণ বিকাশ ব্যাঙ্ক ৩টি, বন্ধন ১টি ব্যাঙ্কিং পরিষেবার জন্য নিয়োজিত আছে।

ম্যানেজার তেজোময় রায় জানান, এ পর্যন্ত প্রায় ৩ হাজার গ্রাহক এখানে অ্যাকাউন্ট খুলেছেন।

মাঠে নেমেও ক্ষোভের মুখে মন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, ডায়মন্ড হারবার : কাকদ্বীপকে কখনই কামদুনি হতে দেব না। কাকদ্বীপে ছাত্রী ধর্ষণ ও খুনের ঘটনার প্রতিবাদের পাশাপাশি বিরোধীদের অপপ্রচার ও কুৎসার বিরুদ্ধে শনিবার দুপুরে কাকদ্বীপ বাস স্ট্যান্ডে প্রকাশ্যে দলের প্রতিবাদ সভায় দাঁড়িয়ে এমনি হুমকি দিলেন স্থানীয় বিধায়ক তথা সুন্দরবন উন্নয়ন মন্ত্রী মন্টুরাম পাখিরা। তিনি বলেন, 'বিরোধীরা যতই প্রচার করুক, কাকদ্বীপকে কখনই কামদুনি হতে

দেব না। কাকদ্বীপে আর কোনও বিশৃঙ্খলা মেনে নেওয়া হবে না। যে যতই আন্দোলন করুক আগামী বিধনসভা নির্বাচনে তৃণমূল ৫০ হাজারের বেশি ভোটে জিতবে।' একই সঙ্গে মন্টু পুলিশের ভূমিকার প্রশংসা করে বলেন, 'নিহত ছাত্রীর পরিবারের অভিযোগে প্রথমে ধর্ষণের উল্লেখ না থাকায় পুলিশ খুনের মামলা রুজু করে। পরে পরিবারের অভিযোগে ধর্ষণের মামলা রুজু হয়েছে। এই মর্মস্পর্শী ঘটনাকে নিয়ে বিরোধী রাজনৈতিক দলগুলো রাজনীতি করতে চাইছে। আগেই দুজনকে গ্রেফতার করা হয়েছে। ২০ দিনের মধ্যে ঘটনার চার্জশিট পেশ করা হবে।আমরাও অপরাধীদের ফাঁসির দাবি জানাচ্ছি। নির্যাতিতার পরিবার বিচার পাবেই।' প্রতিবাদ সভায় নিহত ছাত্রীর পরিবারকে সুবিচারে আশ্বাস দিলেও মন্টুরামবাবু এদিন রাত পর্যন্ত নিহত ছাত্রীর বাড়িতে যাননি বলে পরিবার সূত্রের খবর। তবে মন্টুর এই বক্তব্যের পাল্টা জবাব দেন নিহত ছাত্রীর বাবা। তিনি ক্ষোভের সঙ্গে বলেন, 'আমরা ধর্ষণের মামলা রুজু করা নিয়ে পুলিশের পায়ে পর্যন্ত ধরেছিলাম। তখন মন্ত্রী কোথায় ছিলেন। কাকদ্বীপে থাকা সত্ত্বেও তখন তো মন্টুবাবু কোনও উদ্যোগ নেয়নি। এখন মন্ত্রী কেন কুমীরের কান্না কাঁদছেন। মুখ্যমন্ত্রী মমতাদি ছাড়া আর কারোর সঙ্গে দেখা করতে রাজি নই। মন্ত্রীর হুমকির কোনও পরোয়া করি না।' ২০ নভেম্বর শুক্রবার ভোর রাতে স্থানীয় দক্ষিণ হরিপুরগ্রামের মাধ্যমিক পরীক্ষার্থীর প্রায় বিবস্ত্র দেহ পাশের সুভাষনগর এলাকা থেকে উদ্ধার করে পুলিশ। টিউশন পড়তে গিয়ে রাতে নিখোঁজ হয়ে গিয়েছিল ছাত্রী। মেয়েকে ধর্ষণ করে খুন করা হয়েছে বলে প্রথম থেকে দাবি করে নিহতের পরিবার। অভিযোগ, পুলিশ শুধুমাত্র খুনের মামলা রুজু করে। এরপরই ধর্ষণের মামলা রুজুর পাশাপাশি ময়নাতদন্তের প্রাথমিক রিপোর্টের দাবিতে দেহ আটকে রেখে প্রথম আন্দোলন শুরু করে নিহত ছাত্রীর পরিবার। সেই আন্দোলন ক্রমে কামদুনির দেখানো পথে কাকদ্বীপেও আন্দোলনের চেহারা নেয়। অরাজনৈতিক এই আন্দোলনকে সমর্থন জানায় একাধিক গণসংগঠন ও মানবাধিকার সংগঠনগুলো। ঘটনার পর থেকে নিহতের পরিবারের জন্য শাসকদলের সদর্থক ভূমিকা না থাকায় একেবারেই ব্যাকফুটে চলে যায়। উল্টে আটকে রাখা দেহ দ্রুত সৎকারের জন্য স্থানীয় বিধায়ক তথা মন্ত্রী মন্টুরাম চাপ দিতে থাকে বলে নিহতের পরিবার অভিযোগ তোলে। ফলে মন্টুর ভূমিকা নিয়ে প্রশ্ন তোলেন এলাকার বাসিন্দারা। তারপর থেকে ক্ষোভে ফুঁসতে থাকেন আন্দোলনকারীরাও। একসময় পরিস্থিতি পুলিশের আয়ত্তের বাইরে চলে যায়। তবে সিপিএম নেতা কান্তি গঙ্গোপাধ্যায় জানান, 'মানুষকে মিছিলে এনে, সভা করে রাজনীতি করা যায়। কিন্তু সুবিচার দিতে গেলে মানবিকতার সঙ্গে কন্যা হারা পরিবারের পাশে দাঁড়াতে হয়। স্থানীয় বিধায়ক হয়েও উনি নিহত ছাত্রীর পরিবারের পাশে দাঁড়ানো তো দূরের কথা মৃতদেহে মালা পর্যন্ত দিতে আসেননি। এরপর ওনার মুখে সুবিচারের আশ্বাস দেওয়াটা মানায় না।' এদিনের সভায় উপস্থিত ছিলেন দলের জেলা সহ সভাপতি শক্তি মন্ডল, মথুরাপুরের সাংসদ চৌধুরীমোহন জাতুয়া সহ দলের নেতৃত্বরা।

মৃদঙ্গভাঙা নদীতে কলার মান্দাসে মনসাদেবীকে ঘিরে চাঞ্চল্য

অশোককুমার মণ্ডল, পাথরপ্রতিমা

দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার পাথরপ্রতিমা ব্লকের মহেশপুর গ্রামের পশ্চিম দিকে অবস্থিত মৃদঙ্গভাঙা নদীতে কলার মান্দাসে মনসা দেবীকে কেন্দ্র করে এলাকায় বিশেষ চাঞ্চল্য সৃষ্টি হয়েছে। বিগত রবিবার এইরূপ কলার মান্দাসটি জোয়ারের জলে ভাসতে ভাসতে মহেশপুর গ্রামের নদীর ধারেই এসে যায়। কলার মান্দাসটি লম্বায় প্রায় ১২ ফুট। মান্দাসটি সম্পূর্ণরূপে বীজ কলার গাছের দ্বারাই তৈরি করা হয়েছে। মান্দাসের উপরে ২টি অ্যালুমিনিয়ামের দ্বারা তৈরি নৌকা আছে। প্রত্যেকটি নৌকা লম্বায় প্রায় ৮ ফুট। এছাড়াও নৌকায় ২টি জীবন্ত কেউটে সাপ আছে। ৪টি জীবন্ত হাঁস কলার মান্দাসে বাঁধা আছে। কলার মান্দাসে মাটির দ্বারা নির্মিত সর্পের দেবী ''মনসা মাতা'' উপবিষ্ট আছেন। দেবীর গলায় টাকার মালা।

উল্লেখ্য প্রাচীন ইতিহাসের প্রেক্ষাপটে এই মৃদঙ্গভাঙা নদীর উপর দিয়ে নৌকা যোগে ভগবান চৈতন্যদেব হরিনাম সংকীর্তন করতে করতে বঙ্গোপসাগর হয়ে পুরীতে জগন্নাথ দেবের মন্দিরদর্শন করবার জন্য চলে গিয়েছিলেন। মহেশপুর কুমারপুর সহ বিভিন্ন প্রত্যন্ত এলাকার স্থানীয় গ্রামবাসীরা এইরূপ নয়নাভিরাম চিত্তাকর্ষক অভিনব কলার মান্দাসটি মহেশপুর গ্রামের নদীর তীরে নিয়ে চলে আসেন। এই ঘটনাটি খুব দ্রুত গতিতে এলাকায় চাউর হয়ে যায়। এর ফলে প্রত্যেক দিন পাথরপ্রতিমা সহ সুন্দরবনের প্রত্যন্ত এলাকা থেকে হাজার হাজার মানুষ কলার মান্দাস দেখবার জন্য ঢল নেমেছে।

কুমারপুর গ্রামের জগন্নাথ মন্দিরের প্রধান পুরোহিত বাদল কুমার পন্ডা ও দেবদত্ত পন্ডা একান্ত সাক্ষাৎকারে সংবাদ প্রতিবেদককে বলেন যে, এই ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে মহেশপুর গ্রামের নদীর তীরেই মনসাদেবীর মূর্তি নির্মাণ ও প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। মৃদঙ্গভাঙা নদীর তীরে মহেশপুর গ্রামে সর্পের দেবী ''মনসা মাতা''র পূজার আয়োজন করা হয়েছে। পাশাপাশি বিশাল উৎসাহ উদ্দীপনার মাঝখান দিয়েই ''মনসা মেলার'' আয়োজন করা হয়েছে।

পাটের হস্তশিল্প কর্মশালা

নিজস্ব প্রতিনিধি : গত ২ নভেম্বর বৃহস্পতিবার থেকে ঠাকুরপুকুর গুরুসদয় সংগ্রহশালায় শুরু হল পাটের হস্তশিল্পের ৩ দিনেরএক সচেতনতা শিবির এবং কর্মশালা। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন বাংলা ব্রতচারী সমিতির পক্ষ থেকে দিলীপ অধিকারী, ব্রতচারী বালিকা বিদ্যালয়ের সভাপতি উৎপল সরকার, নিখিলবঙ্গ কল্যাণ সমিতির সাধারণ সম্পাদক প্রণব গুহ এবং নরেন্দ্রপুর রামকৃষ্ণ মিশনের জনশিক্ষা পরিষদের দুই প্রশিক্ষক ও বিশিষ্টরা। কর্মশালায় যোগদান করে স্থানীয় বিদ্যালয়ের ছাত্রীরা। অনুষ্ঠানটি পরিচালনা করেন সংগ্রহশালার কিউরেটর বিজন মন্ডল।

সমতা সম্মেলন

নিজস্ব প্রতিনিধি : রিপাবলিকান পার্টি অফ ইন্ডিয়া (এ)–র উদ্যোগে ৩০ নভেম্বর কলকাতার ভারত সভা হলে অনুষ্ঠিত হয় সারাদিনের সমতা সম্মেলন ও ড. আম্বেদকর স্মৃতি পুরস্কার ২০১৫ প্রদান অনুষ্ঠান। সমাজের পিছিয়ে পড়া মানুষদের উজ্জীবিত করার লক্ষ্যে এই সম্মেলনে বক্তব্য রাখেন আরপিআই(এ)–র ছত্তিসগড়ের সভাপতি গোনু পাল, ওড়িয়ার সভাপতি আব্দুল ওয়ালি, এবং নীতিশ কুমারের দলের পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সভাপতি অমিতাভ দত্ত। এই অনুষ্ঠানের দ্বিতীয় পর্বে ছিল সম্মাননা প্রদান। এদিন আম্বেদকর স্মৃতি পুরস্কার ২০১৫ তুলে দেওয়া হয় কবি পাঁচুগোপাল হাজরা, ড. সুনীতি বিশ্বাস, কবি চিন্ময় গোলদার, পরিমল বৈদ্য, পার্বতী পাল প্রমুখ ১৩ জনের হাতে। সমগ্র অনুষ্ঠানটি পরিচালনা করেন আরপিআই(এ)–র পশ্চিমবঙ্গ শাখার সভাপতি মৃত্যুঞ্জয় মল্লিক। এই অনুষ্ঠানে তিনজন লেখকের তিনটি বই প্রকাশ হয়। বর্ধমান, উত্তরবঙ্গ থেকেও বহু মানুষের সমাগম ঘটে এদিনের ভারতসভা হলের এই অনুষ্ঠানে।

সুন্দরবন বেতবেড়িয়া রুরাল ওয়েলফেয়ার সোসাইটি

রেজিঃ নং. : S/2L–8920 of 2013

সোসাইটির তরফ থেকে বিভিন্ন কোম্পানিতে বারুইপুর ও কলকাতার শোরুমের অফিসে ও মলে ছেলে ও মেয়ে নিয়োগ করি। যোগ্যতা : মাধ্যমিক বা উচ্চমাধ্যমিক পাশ। যেমন : পিওন, হাউসকিপিং, অফিসবয়, ওয়েটার ও ম্যানেজার, সেলস গার্ল, সেল্‌স ম্যান, রিসেপসনিস্ট, নার্স চাই। **বেতন :** ৬০০০–৯০০০।

যোগাযোগ : 8481965066/8145771893

অফিস : ক্যানিং লাইন বেতবেড়িয়া ঘোলা।

আলিপুর বার্তা

জগন্ময়ী গৌরব ২০১৫

৫ই ডিসেম্বর, শনিবার

চন্দননগর ঐতিহাসিক স্ট্যান্ডে বিবেকানন্দ মন্দির প্রাঙ্গণে

পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠান

যারা পুরস্কার পাচ্ছে

চন্দননগরে	ভদ্রেশ্বরে
প্রথম : নিয়োগী বাগান যুব সংঘ	প্রথম : প্রদীপ সংঘ
দ্বিতীয় : সুরের পুকুর	দ্বিতীয়:তেলিনীপাড়া মহাবীর সংঘ
তৃতীয় : গোপাল বাগ	তৃতীয় : আর জি পার্টি

সমগ্র বিচারে প্রথম : চন্দননগর বড়বাজার

অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকছেন

হুগলির সাংসদ ডাঃ রত্না দে নাগ
চন্দননগরের বিধায়ক অশোক সাউ
চন্দননগরের মহানাগরিক রাম চক্রবর্তী
ভদ্রেশ্বর পৌরসভার ভাইস চেয়ারম্যান প্রলয় চক্রবর্তী
আলিপুর বার্তার সম্পাদক ডঃ জয়ন্ত চৌধুরী
নিখিলবঙ্গ কল্যাণ সমিতির সাধারণ সম্পাদক প্রণব গুহ
অল ইন্ডিয়া লিগ্যাল এড ফোরামের সম্পাদক জয়দীপ মুখার্জী
আলিপুর চিড়িয়াখানার প্রাক্তন সার্জেন ডাঃ স্বপন সুর

পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠান বিকাল ৪–৩০ মিনিট

এছাড়া থাকছে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান

সবার সাদর আমন্ত্রণ

সুসংহত শিশুবিকাশ সেবা প্রকল্প
ডায়মন্ডহারবার ২ নং ব্লক

বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা ডা : হা : ২ নং সুসংহত শিশুবিকাশ সেবা প্রকল্পে অঙ্গনওয়াড়ী কর্মী ও অঙ্গনওয়াড়ী সহায়িকা নিয়োগের জন্য যোগ্যতা সম্পন্ন দ: ২৪ পরগনায় বসবাসকারী কেবলমাত্র তপশিলী উপজাতি (S.T.) মহিলা প্রার্থীদের কাছ থেকে আবেদন পত্র আহ্বান করা হচ্ছে।

যে কোনো কাজের দিন দুপুর ১২ টা থেকে বিকাল ৪ টা পর্যন্ত নিম্ন স্বাক্ষরকারীর কার্যালয়ে দরখাস্ত জমা নেওয়া হবে। এছাড়াও বিশদ বিবরণের জন্য ডা : হা : ২ নং ব্লকের সমস্ত গ্রাম পঞ্চায়েত কার্যালয়, সমষ্টি উন্নয়ন আধিকারিক, অবর বিদ্যালয় পরিদর্শক (উত্তর চক্র ও পশ্চিম চক্র), সহকারী কৃষি অধিকর্তা, ব্লক সাস্থ্য আধিকারিক, ব্লক ভূমি ও ভূমি সংস্কার আধিকারিক এবং নিম্ন স্বাক্ষরকারীর কার্যালয়ে যোগাযোগ করতে বলা হচ্ছে । আবেদন পত্র জমা দেওয়ার শেষ তারিখ – ২৮/১২/১৫

স্বাক্ষর : সুব্রত দে
শিশুবিকাশ সেবা প্রকল্প আধিকারিক
ডায়মন্ডহারবার ২ নং সুসংহত শিশুবিকাশ সেবা প্রকল্প
সরিষা, দক্ষিণ ২৪ পরগণা

Tender Notice

Sealed Tenders are invited from bonafide Concerns/Suppliers/authorized dealers along with supporting documents (viz. IT return, trade license, supply experience – if any) for the following items to be supplied at the office of the undersigned for procurement purpose. The details are given below :-

SL No.	Name of Item	Total
1	Flex (7''*5'')	446 (Four hundred Forty six) Pcs

1. The last date of submission of the tender : 04.12.2015 up to 12 noon.
2. The tender will be opened on the the same day i.e. on 04.12.2015 at 1:00 p.m.
3. Place of submission of tender : Office of the D.C(F&S), South 24 Parganas.

The undersigned reserves the right to cancel the tender without assigning any reason thereof and the lowest rate will be accepted.

Sd/-
District Controller (F&S)
South 24–Parganas, Alipore

1391/(2)/DICD/24.PGS(S) / 1/12/15

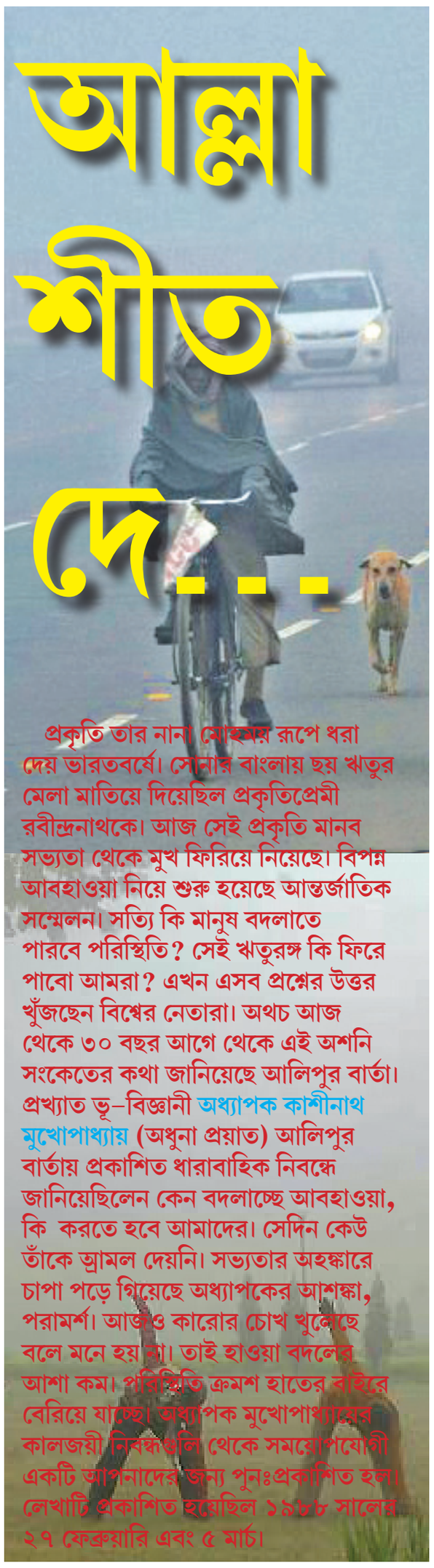

প্রকৃতি তার নানা মোহময় রূপে ধরা দেয় ভারতবর্ষে। সোনার বাংলায় ছয় ঋতুর মেলা মাতিয়ে দিয়েছিল প্রকৃতিপ্রেমী রবীন্দ্রনাথকে। আজ সেই প্রকৃতি মানব সভ্যতা থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছে। বিপন্ন আবহাওয়া নিয়ে শুরু হয়েছে আন্তর্জাতিক সম্মেলন। সত্যি কি মানুষ বদলাতে পারবে পরিস্থিতি? সেই ঋতুরঙ্গ কি ফিরে পাবো আমরা? এখন এসব প্রশ্নের উত্তর খুঁজছেন বিশ্বের নেতারা। অথচ আজ থেকে ৩০ বছর আগে থেকে এই অশনি সংকেতের কথা জানিয়েছে আলিপুর বার্তা। প্রখ্যাত ভূ–বিজ্ঞানী অধ্যাপক কাশীনাথ মুখোপাধ্যায় (অধুনা প্রয়াত) আলিপুর বার্তায় প্রকাশিত ধারাবাহিক নিবন্ধে জানিয়েছিলেন কেন বদলাচ্ছে আবহাওয়া, কি করতে হবে আমাদের। সেদিন কেউ তাঁকে আমল দেয়নি। সভ্যতার অহঙ্কারে চাপা পড়ে গিয়েছে অধ্যাপকের আশঙ্কা, পরামর্শ। আজও কারোর চোখ খুলেছে বলে মনে হয় না। তাই হাওয়া বদলের আশা কম। পরিস্থিতি ক্রমশ হাতের বাইরে বেরিয়ে যাচ্ছে। অধ্যাপক মুখোপাধ্যায়ের কালজয়ী নিবন্ধগুলি থেকে সময়োপযোগী একটি আপনাদের জন্য পুনঃপ্রকাশিত হল। লেখাটি প্রকাশিত হয়েছিল ১৯৮৮ সালের ২৭ ফেব্রুয়ারি এবং ৫ মার্চ।

শীতকালে ইদানীং শীত আর তেমন নেই, ওদিকে বর্ষায় তেমন বৃষ্টি আর হচ্ছে না— এ কথা গত কয়েক বছর ভারতবাসী যেন হাড়ে হাড়ে বুঝেছে। কিন্তু এ দুয়ের মধ্যে যে কোন যোগসূত্র থাকতে পারে সে চিন্তা এখনও কারও মাথায় আসেনি। এবার মধ্যেও যেমন কোথাও কোথাও হঠাৎ বন্যা (flash–flood) হচ্ছে, তেমনি পাঞ্জাব–হরিয়ানা–দিল্লিতেও টানা মোটামুটি শীত আর পশ্চিমী ঝামেলার (Western disturbance) মাঝে মাঝে, আচমকা এক–আধদিন বরফের কামড়ের মত ঠাণ্ডা পড়ছে (semi freezing condition)। আবার, গত কয়েক বছরে দেখা যাচ্ছে শীতকালেই দিনের উত্তাপ অনেক বেড়ে যাচ্ছে, কিন্তু মেঘলেশহীন দীর্ঘ রাতে তুলনামূলক ভাবে তাপমাত্রা অনেক নেমে যাচ্ছে; ফলে দিন ও রাতের উত্তাপের তারতম্য (diurnal range of temperature) বেড়েই চলেছে। আগে যেখানে পৌষ মাঘ মাসে লোকে শীতে কাঁপতে কাঁপতে ঘন্টার পর ঘন্টা মিঠে রোদ পোহাতো, সেখানে আজকাল একই মাসে রোদের তাপে লোকে ছায়া খুঁজে নিয়েছে। মৌসুমীর বর্ষা, শীতের ঠান্ডা—সব যেন কেমন এলোমেলো হয়ে যাচ্ছে।

উপেক্ষিতা শীত না শীতের উপেক্ষা?

প্রায় সাড়ে চার কোটি বছর আগে ভারত ভূ–খন্ডের উত্তর, পূর্ব ও পশ্চিমে হিমালয়ের শাখা–প্রশাখা সমেত উত্থানের পর ক্রমবিবর্তনে সত্তর কোটি বছরের অতিবৃদ্ধ আরাবল্লী পর্বতের পশ্চিমে স্বল্প বিস্তার সিন্ধু প্রান্তরে মরুভূমির সৃষ্টি হল। সঙ্গে সঙ্গে হিমালয় প্রাচীরের ঘেরের মধ্যে এই নতুন সৃষ্ট মরুভূমির ওপর গ্রীষ্মকালে সূর্যের তাপে গড়ে উঠতে লাগল তীব্র নিম্নচাপ, আর সাময়িক বায়ু শূন্যতার টানে খোলা দক্ষিণ দিক দিয়ে সে সময়ে ছুটে আসতে লাগল সাগরের ভিজে হাওয়া, নিয়ে আসতে লাগল প্রতি বর্ষায় মৌসুমীর আশিস বর্ষণ। কয়েক কোটি বছরের বিবর্তনে মৌসুমী পূর্ণ রূপ নিল, করল হিমালয়ের আগের তৃণময় প্রান্তরকে বনময় ও শস্য শ্যামলা। ভারত ভূখন্ড অঞ্চলে প্রধান হিমালয় ও মরুভূমি ছিল না তখন মৌসুমীও ছিল না।

প্রচণ্ড গ্রীষ্মের পর মৌসুমীর প্রবল বর্ষণ মাটিতে ও বাতাসে আনে স্নিগ্ধ শীতলতা। মৌসুমীর পূর্ণ বর্ষণের পর সূর্যের দক্ষিণায়নের সঙ্গে সঙ্গে রাত্রি হতে থাকে দীর্ঘ থেকে দীর্ঘতর, আর বর্ষণ রাতে শীতলতা আনে একটু একটু করে শিহরণ। বাতাসের জল হিম হয়ে নেমে আসে এবং মাটি ও গাছের জল শিশির হয়ে জমে উঠতে থাকে। ছোট দিন যেটুকু উত্তাপ সঞ্চয় করে, তাতে মাটি বা হাওয়ার জন্য শুকিয়ে দিতে পারার আগেই, দীর্ঘ রাত্রি এই স্বল্প সঞ্চয় উত্তাপকে তাড়িয়ে দিয়ে বাষ্পকে আবার জল করে, ও বেশি শীতল করে যেন ফিরিয়ে দিয়ে যায়। শুকনো মাটি বা শুকনো হাওয়া ছোট দিনেও বেশ গরম হয়ে উঠতে পারে। কিন্তু মাটিতে জল থাকলে, নদী–নালা–জলাশয় ভরা থাকলে, হাওয়া ভিজে থাকলে, সে জল জমা রাতে একবার ঠান্ডা হলে ছোট দিনের স্বল্প তাপে তার স্ব–ধর্মের জন্য সহজে নরম হতে চায় না। ক্রমশ বেশি তাপক্ষয়ের জন্য শীতের বোধ তীব্রতর হতে থাকে। এইভাবেই আসে শীত। তবে শীতের এই শীতলতার সঙ্গে শীতের শুরুতে মাটিতে ও বাতাসে জলের পরিমাণের আছে ওতপ্রোত সম্পর্ক। বর্ষায় বর্ষণ যত হবে, যত বেশি দিন বর্ষা থাকবে, তত শীতের তীব্রতা বাড়বে। আবার মাঝে মাজে শীতের মধ্যেও পশ্চিমী ঝামেলা যদি জল বাড়িয়ে দিয়ে যায়, তবে তার পরেই শীতের কামড় আবার কিছুদিনের জন্য বেড়ে যাবে।

অপর দিকে যদি বর্ষাকাল কোনও কারণে ছোট হয়, বৃষ্টির পরিমাণ কম হয়, তাহলে বর্ষা শেষে রাতের চেয়ে গরম দিন দিন বড় থাকতে থাকতেই (বা সমান সমান হলেও) মাটি ও হাওয়ার রস যাবে তাড়াতাড়ি শুকিয়ে। তারপরে যথেষ্ট জলের অভাবে হিম তেমন পড়বে না, শিশির তেমন জমবে না। মৃদু শীতও ধীর পায়ে আসবে। এর পরে গোদের ওপর বিষ ফোঁড়ার মত পশ্চিমী ঝামেলাও যদি শান্ত শিষ্ট হয়ে বেশি ঝামেলা না করে, তাহলেই পঙ্গু শীতের অকাল মৃত্যু ছাড়া গতি থাকবে না। জল একবার গরম হয়ে উঠলে তার তাপ বেশি সময় ধরে রাখার ক্ষমতা ও তাপ হারিয়ে ঠান্ডা হয়ে গেলে শীতলতাকে বেশিক্ষণ জমিয়ে রাখার ক্ষমতা, গ্রীষ্মকে ভাপসা ও শীতকে কনকনে ঠান্ডা করে তোলে। গ্রীষ্মের অসহনীয়তা ও শীতের তীব্রতায় জলের এ ভূমিকার কথা অনেকেরই সঠিকভাবে জানা নেই। অবশ্য এখানে সর্বত্র গড়পড়তা অবস্থার কথাই বলা হয়েছে, কোন এক বা দুদিনের বেশি গরম বা ঠান্ডার কথা নয়।

আজ শুধু পূর্বাঞ্চলেই নয় ভারত ভূ–খন্ডের পশ্চিমাঞ্চলেও পশ্চিমী ঝামেলা থেকে শীতের বৃষ্টি যৎসামান্য হাওয়ায় হাহাকার পড়ে গিয়েছে। পশ্চিমাঞ্চলের অনেক জায়গাতেই আজ সেচের ব্যবস্থা নেই। রবিশস্য অধিকাংশ অঞ্চলে মাটিতে বর্ষার বাড়তি জল ও মধ্যে মধ্যে শীতের বৃষ্টির ওপর নির্ভর করে থাকে। বর্ষা যদি ভাল হয়, অথচ শীতে যথাসময়ে বৃষ্টি না আসে তাহলে মাটির তলায় জল কুয়া বা অগভীর নলকূপ দিয়ে তুলে এক–আধবার সেচ দিয়ে ফলস বাঁচানো যায়। কিন্তু ক্রমাগত ক'বছর বর্ষায় কম বৃষ্টি হওয়ায় এবং সে সময়েই মাটির তলায় জল দিয়ে মাঝে মাঝে সেচ দিতে বাধ্য হওয়ায়, মাটিতে জলসঞ্চয় কমে দিয়ে জলপৃষ্ঠ অর্ধেক নিচে নেমে গিয়েছে বা অনেক ক্ষেত্রে একেবারে শুকিয়ে গিয়েছে। এ অবস্থায় খাল–সেচ একাকার বাইরে রবি ফসল বাঁচানো সম্ভব হচ্ছে না। গত বছর সর্ষে মার খাওয়ায় ভারতব্যাপী তেলের সঙ্কট চলেছে। তার আগের বছরে আখ ও ডাল মার খেয়েছে। এবারের অবস্থা আরও সঙ্কটাপন্ন।

কিন্তু ইদানীং বর্ষা কেন এলোমেলো হচ্ছে, অনিয়মিত খরা কেন নিয়মে পরিণত হতে চলেছে ও পশ্চিমী ঝামেলা আর কেন তেমন বৃষ্টি দিচ্ছে না, সেটাই গভীরভাবে ভেবে দেখতে হবে।

জল সহজে গরম বা ঠান্ডা হয়না। জ্বালা ধরা গ্রীষ্মের মধ্যে বর্ষা মাটিতে ও হাওয়ায় কিছুটা শীতলতা আনে। সাহারা মরুভূমির মাটিতে ও বাতাসে জল নেই বলে দিনের গরমে এখানকার মাটি ও বাতাসে খুব তাড়াতাড়ি বেশি রকম ভাবে তেতে ওঠে। তাই গরমের আঁচ থেকে বাঁচার জন্য মেয়ে–পুরুষ সকলেই ঘোমটা দেওয়া আলখাল্লা ব্যবহার করে। আবার সন্ধ্যা হতে হতেই এই শুকনো মাটি ও হাওয়া সমান তাড়াতাড়ি এত ঠান্ডা হয়ে যায় যে বারমাসই গভীর রাতে কম্বল মুড়ি দিতে হয়। শীতেও দিন অত্যন্ত গরম, আর গ্রীষ্মেও রাতে রীতিমতো ঠান্ডা। মাটি ও হাওয়ায় জলহীনতার এই হচ্ছে বৈশিষ্ট্য। ভূমধ্যসাগরীয় অঞ্চলে শীতকালের বৃষ্টি হাড়ে কাঁপন ধরিয়ে দেয়। সেখানে গ্রীষ্মের বেশিরভাগ পর্যন্ত মাটিতে বৃষ্টির জল থাকে বলে (যে জল কিছুটা উড়ে উড়ে বাতাসকেও ভিজিয়ে রেখে দেয়), বৃষ্টিহীন টানা গ্রীষ্মে সেই জল ক্রমে বেশি পরিমাণ তাপ ধরে রেখে একটা ভ্যাপসা গরম অবস্থার সৃষ্টি করে, যেটা রসাল ফ্রম করতে ও পাক ধরতে খুবই সাহায্য করে। অবশ্য এই গ্রীষ্মেও মাঝে মাঝে সমুদ্রের ঠাণ্ডা হাওয়া ঢুকে পড়ে সাময়িক একটু শান্তি দেয়। সুতরাং শীত ঠান্ডা ধরে রাখতে ও গ্রীষ্মে ভাপসা গরম করে তুলতে মাটি ও বাতাসে জলের গুরত্ব অনেকখানি।

ভারত ভূ–খন্ডে গ্রীষ্মের শেষ আধখানায় মৌসুমীর বৃষ্টি মাটিতে ও বিভিন্ন জলাশয়ে এত জল রেখে যেত যে শীতের মুখে দিন ছোট হতে হতে এ জলও ক্রমশ তাপ হারিয়ে শীতল থেকে শীতলতর হত। ছোট দিনের স্বল্প উত্তাপের মধ্যেও মাটি–হাওয়ার শীতল জল একটা ঠান্ডা আমেজ ধরে রাখত, যেটা দিনের পর দিন বেড়েই চলত। শীত ক্রমে জাকিয়ে বসত। শীতের শেষ দিকে সূর্যের উষ্ণতায় ফের সঙ্গে সঙ্গে দিন একটু একটু করে বাড়তে থাকে, (তখনও দিনের চেয়ে রাত বেশ বড়), সূর্যের তাপও থাকে ক্রমে ক্রমে বাড়তে। মাটি ও বাতাসের জল, নতুন যোগানের অভাবে, একটু একটু করে বাষ্প হয়ে হাওয়ার সঙ্গে দূরে চলে যাওয়ায়, তার সঞ্চয় ধীরে ধীরে কমে আসে। এই কথা মাঝে মাঝে একটু ঠেক খেয়ে যেতে পারে পশ্চিমী ঝামেলা থেকে অল্প অল্প যোগান পেলে। শীতের শেষ দিকে (মাঘ মাসে) মাটি–বাতাস শুকিয়ে যায়, দিন তাড়াতাড়ি বেশ গরম হয়ে উঠে, অথচ তখনও কিছুটা বড় রাতে এত তাড়াতাড়ি তাপ হারায় যে শেষ রাতে লেপ কম্বলও হার মেনে যায়। হ্যাঁ। বাঘের গায়ের শীত এভাবেই আসে। তারপর দিন রাত সমান ও দিনের বড় হওয়ার পালা, নটরাজের অগ্নি–বলয়ের শুরু। কিন্তু হাওয়া–মাটি শুকনো হাওয়ার জন্য প্রথম গ্রীষ্মের অল্প ছোট রাতের শেষে মৃদু শীতের ছোঁয়াতে গা শিরশির করে। এ তো গেল 'মা যা ছিলেন'— সেই ছবি। এবার দেখতে হবে 'মা যা হইয়াছেন' বা 'হইতে চলিয়াছেন'।

আগে অনেকবার বলা হয়েছে যে রাজস্থানের মরুভূমি তিন দিকে হিমালয়ের ঘেরের মধ্যে থেকে গ্রীষ্মে প্রচণ্ড উত্তপ্ত হয়ে একটি গভীর নিম্নচাপ বৃষ্টি করে সেখানকার সাময়িক প্রায় বহু পুরাতন শোষণের দ্বারা খোলা দক্ষিণ দিক থেকে সমুদ্রের ভিজে বাতাসকে চেপে টেনে এনে ভারত ভূ–খন্ডে মৌসুমীর আশিস বর্ষণ করায়। এ সময়ে এই মরুভূমি যত বেশি উত্তপ্ত হবে, নিম্নচাপ তত গভীর হবে, শোষণের টান ততই জোরালো হয়ে ঘটাবে ব্যাপক এলাকার পরিপূর্ণ বর্ষণ। অপর দিকে কোন কারণে যদি এই মরুভূমির উত্তপ্ত হওয়ায় বাধা পড়ে, তাহলে নিম্নচাপ দুর্বল হবে, কমবে শোষণ ক্ষমতা, ঢুকবে মৌসুমীর ভিজে হাওয়া নববধূর মত ধীর পায়ে, আর তার ফলে বর্ষণ কমে হবে বিস্তীর্ণ এলাকা জুড়ে খরা। এ খরা কিন্তু গ্রীষ্মে হাহাকার ঘটিয়েই থামবে না। ক্ষরাগ্রস্ত বর্ষার পরেই মাটি বাতাসের স্বল্প জল খুব তাড়াতাড়ি ভাবে শুকিয়ে। শুকনো মাটি বাতাস মরুপ্রায় অবস্থার সৃষ্টি করবে। হিম তেমন পড়বে না, শিশির তেমন জমবে না, দিনে গরম রাতে ঠান্ডা, জমাট শীতের মৌতাত আনতে পারবে না।

ওদিকে শীতের মধ্যে পামীরের ঠান্ডা হাওয়া যখন নামবে, তখন খরার পরে শুকনো থাকার জন্য ভারত ভূ–খন্ডের উত্তর–পশ্চিমে হিন্দু প্রান্তরে দিনের বেলা গরম 'লু' চলবে। পামীরের হাওয়া প্রান্তরে নামতে নামতেই গরম হয়ে গতির তীব্রতা হারিয়ে ওপরে উঠতে চাইবে। উত্তর ও পূর্বাঞ্চল আর তেমন ঠান্ডার ঢেউ (cold wave) পাবে না। এই অবস্থায় যখন কির্থর পাহাড় ডিঙিয়ে 'পশ্চিম ঝামেলা' এসে ঢুকবে, যে হাওয়া পামীরের হাওয়ার সঙ্গে মেশার সময় তেমন ঠান্ডা না পেয়ে ঘনীভবনের অভাবে বিশেষ বৃষ্টি করবে না। ফলে শীতও অকালে মরবে, খনার বচনও ব্যর্থ হবে। ফসল দু'গুণে হবেনা, দেশের পূণ্যের অভাবে রাজাও ধন্য হবে না। অত্যন্ত দুঃখের বিষয় যে এই অবস্থাই আজ এসে যাচ্ছে।

ভারত ভূ–খন্ডের বালুকাময়, জলধারণে অক্ষম, সর্বদা শুষ্ক, অনাবৃত, বৃক্ষচ্ছায়াহীন হওয়ায় গ্রীষ্মে অত্যন্ত উত্তপ্ত হয়ে গভীর নিম্নচাপ সৃষ্টি করত। আর আজ তাকে আমরা অন্ধ পশ্চিমী অনুকরণে ভাকরা–নাঙ্গাল থেকে 'ইন্দিরা গান্ধি নগর'–এর মারফৎ ঘন খালের জাল দিয়ে ঢেকে বারো মাস জলে ভিজিয়ে গভীরভাবে চাষে নিচের পলিকে ওপরে তুলে এনে মাটির জলধারণ ক্ষমতা

বাড়িয়ে, ফসলে ঢেকে বেশি উত্তপ্ত হওয়ার পথে সকল রকম বাধার সৃষ্টি করেছি। সুতরাং কম উত্তাপে নিম্নচাপ দুর্বল হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে মৌসুমীর বর্ষণও কমেছে। খরার পর খরা চলছে। মাটি বাতাস খটখটে শুকনো। আঞ্চলিকভাবে কোথাও মোটামুটি বৃষ্টি হলেও সাধারণভাবে খড়াই চলছে। গোটা মধ্যভারত জুড়ে বিশাল দুর্বল বহুকেন্দ্রিক (multiple foci) নিম্নচাপ অঞ্চল প্রায় সারা বছর জাঁতার মত বসে থেকে মৌসুমী বায়ুকে দিক নির্ণয়ে বিভ্রান্ত করে চলেছে। খরার দাপটে বনভূমির চারাগাছগুলো শুকিয়ে মরে যাচ্ছে— কেবলমাত্র মাত্র জানানোর আন্দোলন করে এসব জনকে বাঁচানো যাবে না। রাজনৈতিকদের পোয়া বারো, তাঁরা হৈ হৈ করে খরা ত্রাণে নেমে ও চাষি খেপিয়ে ভোট কেনার তালে আছেন। আসল রোগ দূর করার, অর্থাৎ মরু–সেচ বন্ধ করার দিকে কারও নজর নেই। এই অধিক অব্যবস্থার মধ্যে শীত উপেক্ষিত হলেও কে আর তা নিয়ে মাথা ঘামাচ্ছে।

পাগল সারে তিরলের খ্যাপা কালী মন্দিরে

দীপককুমার বড় পণ্ডা

হুগলি জেলার আরামবাগ শহর থেকে ছয় কিমি গেলে তিরল গ্রাম। বছর দুয়েক আগে শহর থেকে সকালের বাসে উঠেছি। বাস চলছে। তেমন ভিড় নেই। চারদিকে ফাঁকা মাঠ। মাঠের মাঝখান দিয়ে রাস্তা চিরে বাস ছুটছে। আর ঝির ঝির করে বাতাস বইছে। এর মধ্যে বাসের কন্ডাক্টর কাছে এসে টিকিট চাইলেন। বললাম,

–তিরল যাব। জানতে চাইলেন,

–তিরল গ্রামের কোথায় নামবেন? তিরলে অনেকগুলো স্টপেজ।

–যে কোনও একটা জায়গায় নামিয়ে দেবেন। উত্তর দিলাম।

–তাই আবার হয় নাকি? তাঁর কৌতূহলী প্রশ্ন।

নিজের প্রয়োজনের কথাটা বুঝিয়ে বললাম। তিনি বুঝলেন।

কথা বলতে বলতে কন্ডাক্টর পাশে বসলেন। তাঁর একটু গল্প করতে মন হয়েছে। বললেন, 'আমার বাড়ি তিরলেই।' কথায় কথায় জানালেন, পরিবারে তাঁর ছয় জন সদস্য। তিন ছেলে–মেয়ে, বৃদ্ধা মা, স্ত্রী এবং তিনি নিজে। প্রতিদিন বাসে কন্ডাক্টরের কাজ করলে গড়ে রোজগার একশ টাকা। 'রাতদিন খেটে কোনোরকমে সংসার চালাই। গাড়ির ডিউটি শেষে চাষের জমিতে গিয়ে আবার কাজ করি। এক চিলতে জমিতে সারা বছর নানারকম সব্জি লাগাই। এরজন্য বাজার থেকে সব্জি কিনতে হয় না।' দীর্ঘশ্বাস পড়ে তাঁর।

এখন তো গ্রাম–গঞ্জের মহিলারা অনেকে স্বনির্ভর দলের সদস্য হচ্ছেন, দলের সদস্য হয়ে নানারকম ঋণ পাচ্ছেন, কেউ কেউ আয়রোজগারী কোনো কাজ করছেন। তাই জানতে চাই,

– আপনার স্ত্রী স্বনির্ভর দলের সদস্য হয়েছেন নাকি?

– না, এসব করার সময় কোথায়? ছেলেমেয়েগুলোকে দেখতে হয়। বুড়ো মাকে খাইয়ে দিতে হয়, বিছানাতেই পেচ্ছাব–পায়খানা সব কাজ সারে। সবটাই ওকে দেখতে হয়। বড় ছেলেটা উচ্চমাধ্যমিক পড়ছে। মাধ্যমিকে ফার্স্ট ডিভিশন–এ পাশ করেছিল। ও পড়াশোনা করতে চায়, কিন্তু তেমনভাবে ওকে সাথ দিতে পারছি কই? কী যে করব, বুঝতে পারি না।' হতাশা চেপে ধরে বাবাকে।

হতাশা চেপে ধরে আমাকেও। বুঝতে পারি না, এই পরিবারগুলির পড়াশোনা করছে যে ছেলে–মেয়েরা, তারা উচ্চশিক্ষায় যাবে কী করে? কন্ডাক্টর বাবার স্বপ্ন কী করে পূরণ হবে? গরিব বাড়ির ছেলে–মেয়েরা কি বংশপরম্পরায় দারিদ্রের শিকার হবে? এইসব সাতপাঁচ ভাবছি, আর কন্ডাক্টর কথা বলে চলেছেন।

বাস তিরল–এ ঢুকল। লম্বা একটা পিচ রাস্তার দু'দিকে বাজার। একটা বড় হাইস্কুল। কন্ডাক্টর সিট ছেড়ে উঠে দাঁড়ালেন। লোকজন ওঠা–নামা করছে। বাসটা এবার সামনের মোড় দিয়ে বর্ধমানের দিকে যাবে। আর খানিকটা গেলেই বর্ধমান জেলার সীমানা। বাসটা গ্রাম পঞ্চায়েত সদস্যর বাড়ির কাছাকাছি আসতেই কন্ডাক্টর নেমে যেতে বললেন। বললেন, 'আপনার যা কাজ ওঁর কাছে গেলেই হবে। উনি আপনাকে সাহায্য করবেন। ভাল মানুষ।'

তিরল গ্রামপঞ্চায়েত সদস্য মাণিক দাস–এর বাড়িতে পৌঁছালাম। প্রাইভেট টিউশন পড়াচ্ছিলেন। গোল হয়ে থাকা ছাত্র–ছাত্রীদের মাঝখানে পঞ্চায়েত সদস্য। মাটির বাড়ির একটা দিক ভেঙে পড়েছে। তপশিলি জাতিভুক্ত সিপিএম দলের সদস্য মাণিক দাস (৩৮) বললেন, 'জমি জায়গা কিছু নেই, এই টিউশনই ভরসা। তিন বেলা পড়িয়ে মাসে হাজার চারেক টাকা পাই। তাতেই সংসারের সব খরচ সামলাতে হয়।' নিজের সংসার ছেড়ে পঞ্চায়েতের কথা বলতে গিয়ে মাণিক অবশ্য আত্মবিশ্বাসী। বললেন, 'পঞ্চায়েতে আমরা অনেক কাজ করেছি। গ্রামের উন্নয়ন আমাদের হাত ধরেই।' মাণিক এবার চুপ করেন। কিছুক্ষণ বাদে বললেন, 'কিন্তু এখন তো আমাদের খুব চাপে থাকতে হয়। আমাদের ক্ষমতা এখন অনেক কম। বিরোধী তৃণমূল দলের ক্ষমতা বেশি। তারা সরকারে আছে তো। খবর কাগজে দেখেন তো আরামবাগ মহকুমায় সবসময় গোলমাল লেগেই আছে।'

হুগলি জেলার আরামবাগ ব্লকের তিরল গ্রাম বিখ্যাত ক্ষ্যাপা কালীর মন্দির, মনসারাম মিত্র–র রাজপ্রাসাদ, পল্লীমঙ্গল সমিতি প্রভৃতি অনেক কিছুর জন্য। শোনা যায়, এই গ্রামের ক্ষ্যাপা কালী মন্দিরে পাগলরা এসে মাকালীকে বালা পরালে সুস্থ হয়ে যায়। আর এই কারণে সারা দেশের বহু মানুষ তিরলে আসেন। লোকে বলে, রামকৃষ্ণদেবের স্ত্রী সারদামনি এখানে মাকালীর কাছে তাঁর ভাগ্নের জন্য বালা পরাতে এসেছিলেন।

ঐতিহাসিক সুধীরকুমার মিত্র তাঁর 'হুগলি জেলার ইতিহাস ও বঙ্গসমাজ' বইতে লিখেছেন, 'তিরল আরামবাগ থানার অন্তর্গত একটি প্রাচীন গ্রাম। এই গ্রামের কালীমাতা এই অঞ্চলে জাগ্রতা দেবী বলিয়া প্রসিদ্ধ। ১০৯০ সনে তিরোলের ত্রিলোচন বিদ্যানবীশ এই কালী প্রাপ্ত হন বলিয়া শুনা যায়। তাঁহার মৃত্যুর পর তাঁহার পুত্র মুক্তরাম চক্রবর্তী স্বপ্নে পাগলের অসুখ হইলে লোহার বালা হাতে পরাইয়া দিলে সারিয়া যাইবে বলিয়া একটি মন্ত্র পান। সেইসময় হইতে তিরোলের পাগলা রোগের বালা গ্রহণ করিবার জন্য সর্বধর্মাবলম্বী লোকের এই স্থানে সমাবেশ হয়।' (৩য় খন্ড, পৃ ১৩৪৯–১৩৫০)।

আরামবাগ থেকে তিরলে আসার সময় নাকি পাগলদের পাগলামি খুব বেড়ে যায়। রাত্রে পাগলকে নিয়ে ধর্মশালায় থাকতে হয়। পরের দিন বালা পরিয়ে চলে যাওয়ার রীতি। আর ওখানে থাকতে নেই। পাগল ভাল হয়ে যাওয়ার পর, পরের বছর কালী পুজোয় এসে পুজো দিতে হয়। প্রতি অমাবস্যায় এখানে পাঁঠা বলী হয়।

যাওয়া আসার পথে পথে

তিরল গ্রামের শিব মন্দির।

নিজস্ব চিত্র

মনসারাম মিত্র–র কিংবদন্তীটাও এই গ্রামের গুরুত্ব বাড়িয়েছে। বর্ধমানের রাজা ছিলেন প্রতাপচন্দ্র। খুব ডাকাবুকো ছিলেন তিনি। কিন্তু রাজা খুব ধর্মপ্রাণ মানুষ ছিলেন। একবার তাঁর মা ঘরের মধ্যে ছিলেন, তিনি ভুল করে ভেবেছিলেন তাঁর স্ত্রী ঘরের মধ্যে আছেন, তাই মহারানীর নাম ধরে ডেকেছিলেন। পরে রাজা তাঁর ভুল বুঝতে পারেন। তিনি দু:খে কাতর হন এই ঘটনায়। রাজ্যের একশ ব্রাহ্মণকে ডাকা হয়, এই ভুলের প্রায়শ্চিত্তের পরামর্শ নেওয়ার জন্য। প্রথমে ব্রাহ্মণরা বললেন, এটা এমন কোনো ভুল নয়।

কিন্তু রাজা নাছোড়বান্দা, তিনি নিজের শাস্তি প্রার্থনা করলেন। আবেদন মঞ্জুর হল। এবার পরামর্শ মিলল – ১২ বছর রাজ্য ছেড়ে দূরে থাকতে হবে। রাজা সেই প্রস্তাব মাথা পেতে নিলেন। রাজা তাঁর মন্ত্রী মনসারাম মিত্রকে রাজ্যের দায়িত্ব দিয়ে রাজ্য ছেড়ে চলে গেলেন। এই মনসারাম মিত্র–র বাড়ি ছিল তিরল গ্রামে। রাজার অবর্তমানে মনসারাম তিরলে একটা রাজপ্রাসাদ তৈরি করেছিলেন। অভিযোগ, প্রতাপচন্দ্রের রাজকোষ থেকে তিনি অনেক ধনসম্পদ সরিয়ে এনেছিলেন তিরল গ্রামে।

এদিকে বার বছর কেটে যাওয়ার পর রাজা প্রতাপচন্দ্র ফিরে এলেন। কেউ তাঁকে চিনতে পারল না। শোনা যায়, মনসারাম মিত্র নাকি তাঁকে চিনতে পেরেছিলেন। তাও তিনি রাজাকে অস্বীকার করেন। রাজা কোর্টে কেস করেছিলেন। কিন্তু তিনি হেরে যান। মনের দু:খে তিনি পাকাপাকি রাজ্য ছেড়ে চলে যান। যাওয়ার আগে রাজা মনসারাম মিত্রকে অভিশাপ দিয়ে যান, তার সবকিছু ধ্বংস হয়ে যাবে। আর তার রাজপ্রসাদের কোনো জিনিস যে নেবে, তারও সবকিছু ধ্বংস হবে। তিরলের রাজপ্রসাদ ভেঙে গিয়েছে। কিন্তু রাজপ্রসাদের ভাঙা সেই ঢিবি এখনো আছে। কেউ নাকি ওখান থেকে কিছু নেয় না। শোনা যায়, এখানকার পল্লীমঙ্গল সমিতিতে বিবেকানন্দর এক সাক্ষাৎ শিষ্য এসেছিলেন। এরজন্য এই সমিতির খুব নামডাক। এখন পল্লীমঙ্গল সমিতি পরিচালনার সঙ্গে বেলুড় মঠ যুক্ত।

তিরল গ্রামটির সম্বন্ধে কিছু সাধারণ তথ্য পাওয়া গেছে। ২০০১ সালের জনগণনানুযায়ী তিরল গ্রামের মোট পরিবার ৯৩৪ টি। এরমধ্যে তপশিলি জাতিভুক্ত মানুষের সংখ্যা ২৬৩৮, অন্যান্য মানুষ আছেন ১৯২৫ জন। একটি আদিবাসী পরিবার আছেন। মোট জনসংখ্যা ৪৫৬৮। সারা গ্রামের রাস্তা ভাল। গ্রামে হাইস্কুল একটি, চারটি প্রাথমিক বিদ্যালয়, পাঁচটি আই সি ডি এস কেন্দ্র, একটি উপস্বাস্থ্যকেন্দ্র। বিদ্যুৎ আছে। ২৬ টা সরকারি নলকূপ থাকলেও জলে আয়রন আছে। ২০০৭ সালে তিরল নির্মল গ্রাম পুরস্কার পেয়েছে।

বাকি অংশ পরবর্তী সংখ্যায়

মাঙ্গলিকী

রঙ্গরস সমৃদ্ধ দমদমের জাদু আড্ডা

নিজস্ব প্রতিনিধি : ১২ জন জাদুকর, সঙ্গীত শিল্পী, জাদুপ্রেমী মানুষের উপস্থিতিতে জমে উঠল দমদমের জাদু আড্ডা। আড্ডা বসেছিল যথারীতি দমদমবাসী যুবা জাদুকর–সঙ্গীতজ্ঞ–আলোক চিত্রশিল্পী অর্ঘ্য ভট্টাচার্যের আহ্বানে তাঁদের আবাসন গৃহে। আড্ডার প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি কবি–লেখক শ্রদ্ধেয় অচিন্ত্য ভট্টাচার্যই সভায় সভাপতিত্ব করেন। স্বাগত ভাষণে অর্ঘ্য সকলকে স্মরণ করিয়ে দিলেন এই আড্ডা প্রকৃতই পারিবারিক আড্ডা, সুতবাং সকলে খোলা মনে এই আড্ডায় যোগদান করুন, এটাই তারা আন্তরিকভাবে চান।

অতঃপর আড্ডা শুরু হল বালিকা হিমিকা ভট্টাচার্যের স্বরচিত কবিতা পাঠের মাধ্যমে (এই বালিকা ভবিষ্যতে সুনিশ্চিতভাবে তার উজ্জ্বল কবিতার মাধ্যমে নাম করবে)। গৃহকর্ত্রী, সঙ্গীত শিল্পী, সঙ্গীত শিক্ষিকা ভাস্বতী ভট্টাচার্য আসরকে আরও জমিয়ে দিলেন তাঁর অনবদ্য গানের মাধ্যমে ('এক সঙ্গে কিশোর কিশোরী')।

তারপর শুরু হল বৈঠকী ও স্ট্যান্ড আপ জাদু প্রদর্শনী। জাদু দেখালেন এস পাল (তাস, মুদ্রা নিয়ে নিজের ভাবনা সমৃদ্ধ বৈঠকী জাদু), পঙ্কজ সরকার (ছবির তাসের স্ট্যান্ড আপ মেন্টাল ম্যাজিক), রাজীব মৃধা (বিবিধ বৈচিত্রময় তাসের মন কাড়া বৈঠকী জাদু), দেব মল্লিক (নিজস্ব সৃষ্ট স্ট্যান্ড আপ ভিজিবিল পেন্টিং–এর রূপান্তরিত জাদু, বড় ছক্কার জাদু), অমর নাথ দাস (তাস, কারেন্সি নোট দিয়ে পেশাদারি চমক সমৃদ্ধ বৈঠকী জাদু), অর্ঘ্য ভট্টাচার্য ('কেনস ক্লক' খেলাটির ই এস পি তাস নিয়ে রূপান্তরিত মনযোগ আকর্ষণকারি বৈঠকী জাদু, মুদ্রা নিয়ে জাদু), অরুণ বন্দ্যোপাধ্যায় (পিটার ডাফির বিখ্যাত ডায়েরি নিয়ে বৈঠকী জাদু) প্রমুখ। সংস্কৃতি সমৃদ্ধ যুবা তমাল মুখার্জি এদিন আসরে বিশেষ আমন্ত্রিত ব্যক্তি ছিলেন। এই আসর তাঁর ভাল লাগল এই কথাই বললেন–বিশেষ করে ভাল লাগল এই কারণে, অধিকাংশ জাদুই ছিল কৌতুক সমৃদ্ধ, আর আসরও হল সার্বিকভাবে রঙ্গ রসের মাত্রায়...শ্রী মুখার্জির এই অনুভূতি যথাযথ। আসরকে আরও 'মুচমুচে' করে তুললো পঙ্কজ সরকারের বিখ্যাত মুকাভিনয় 'ফুচকাওয়ালার' প্রদর্শন। এই প্রসঙ্গে তমাল মুখার্জি আরও বললেন, তিনি কিছুদিনের মধ্যেই এক রঙ্গরসের বড় আড্ডায় যোগদান করবেন–শ্রী মুখার্জি কমিকসের উপরে কিছু কাজ করছেন বলেও জানালেন। আসরে উপস্থিত পি. সি. সরকার এনসাইক্লোপেডিয়ার ধারক,বরিষ্ঠ জাদুকর সতীপ্রসাদ সরকার পড়লেন জাদু সম্রাটকে নিয়ে লেখা তাঁর একটি প্রকাশিত কাহিনী আর এই প্রসঙ্গেই বলা যায়, এদিন অর্ঘ্য ভট্টাচার্যের ডাকা রস সমৃদ্ধ আড্ডার গোড়াতেই দুরভাষণে সকলকে শুভেচ্ছা জানালেন বিশ্ববন্দিত জাদুকর পি. সি. সরকার জুনিয়র— বললেন, 'সকলে এক সঙ্গে থাকুন'...আরও গানে আরও কবিতা পাঠে, জাদুতে (চা–জলযোগ সহ) আসর জমে উঠল। সকলকে শুভেচ্ছা ও 'শুভরাত্রি' জানালেন সভাপতি শ্রদ্ধেয় কবি–লেখক অচিন্ত ভট্টাচার্য। আবার কবে এমন আড্ডা বসবে?

রোদ্দুরের নাট্যামো

নিজস্ব প্রতিনিধি : গত ২৯ নভেম্বর বাওয়ালী আপনজন ক্লাবের মাঠে রোদ্দুর নাট্য সংস্থার উদ্যোগে এক বিকেল রোদ্দুর নাট্যামোর আয়োজন করা হয়েছিল। বাওয়ালী শাখার কুশীলবরা দুটি মুক্তনাট্য মঞ্চস্থ করে। বাঁচাও নাটকে বর্তমান সমাজের বাস্তব প্রতিচ্ছবি ফুটে ওঠে। একজন ম্যানহোলে আটকে পড়া মানুষকে উদ্ধার না করে সমাজের তথাকথিত মুখোশধারী আদর্শবান মানুষদের কদর্য রাজনীতি ও স্বার্থপরতা ফুটে ওঠে। অভিনয়ে সকলেই যথাযোগ্য। তারপর মঞ্চস্থ হয় ভিক্ষেবাহিনী। বিশিষ্ট নাট্য গবেষক অংশুমান ভৌমিক মুক্তমঞ্চে বক্তব্য রাখেন। নাট্য পরিচালক ও অভিনেতা শুভাশীষ খামারুকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করতেই হয়।

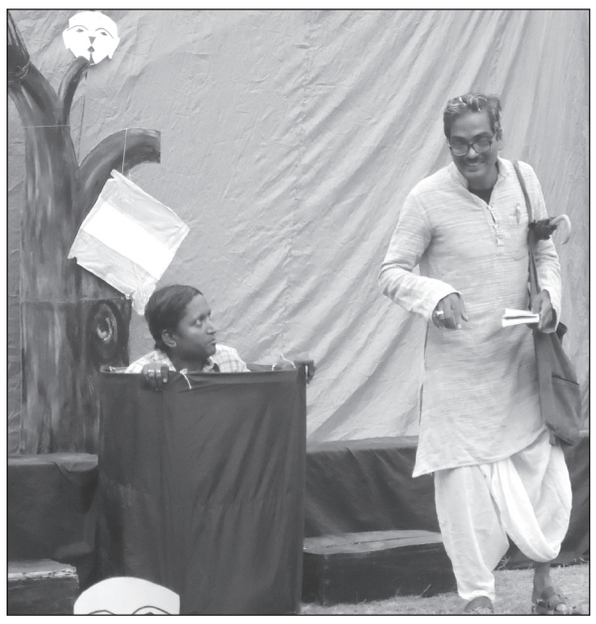

'উদক'এর তৃতীয় নৃত্য উৎসব

ইন্দ্রজিৎ আইচ : কলকাতা সাংস্কৃতিক জগতে উদক পারফরমিং আর্টস একটি ব্যতিক্রমী ধ্রুপদী নৃত্য প্রতিষ্ঠান। সংস্থার দুই কর্ণধার রাজীব সাহা ও মৌমিতা চট্টোপাধ্যায় ধ্রুপদী নৃত্যধারাকে প্রতি বছর দুদিনের নৃত্য উৎসবের আয়োজন করে। এবছর সম্প্রতি জ্ঞানমঞ্চে ২ দিনের উদক আয়োজিত ''মার্গম'' নামে এই উৎসবের উদ্বোধনে উপস্থিত ছিলেন মেয়র পারিষদ দেবাশিস কুমার।

গুরু থাঙ্কমনি কুট্টি। দীনেশ পোদ্দার, চন্দ্রোদয় ঘোষ, মালবশ্রী দাস, শ্রীলেখা মুখার্জী। ডঃ গুরু থাঙ্কমণি কুট্টির ছাত্রী মৌমিতা চ্যাটার্জীর ভারতনাট্যম দিয়ে অনুষ্ঠান শুরু হয়। তিনি সেদিন পরিবেশন করেন ভার্নম, পাদম, তিল্লানা। সকলকে মুগ্ধ করেন তার অসাধারণ নৃত্যের মাধ্যমে। ওড়িশি শিল্পী রাজীব ভট্টাচার্য পরিবেশন করেন রামস্মুতি। গীত গোবিন্দমের থেকে চালুশীলা, শুদ্ধ ধৈবৎ পল্লবী, সন্দীপ মল্লিক ছিলেন কথকে।

দ্বিতীয় দিন উদক সংবর্ধনা দেন শর্মিলা বিশ্বাস, লুনা পোদ্দার, সুকুমারজি কুট্টি, কাজল সেনগুপ্ত ও কোহিনুর সেন বরাটকে। অনুষ্ঠানে ভারতনাট্যমে ঝিনুক মুখার্জী সিনহা পরিবেশন করেন মাল্লারী, নবরস, কৃষ্ণপদম, ভিল্লানা। ওড়িশিতে ছিলেন শাশ্বতী গড়াই ঘোষ, সব শেষে ভারতনাট্যম পরিবেশন করেন সৌরজা ঠাকুর। সমগ্র অনুষ্ঠান সঞ্চালনায় ছিলেন উর্মিলা ভৌমিক উদক–এর নৃত্য উৎসব এক কথায় অনবদ্য হয়ে ওঠে।

আমিবোধ অ্যাসোসিয়েশনের সৎগুরু সঙ্গ

জ্ঞানেন্দ্র নাথ রায় : গত ২১ নভেম্বরে, কলকাতার রোটারি সদনের প্রেক্ষাগৃহে এক মনোরম পরিবেশে আমিবোধ অ্যাসোসিয়েশনের প্রথম সৎগুরু সঙ্গ অনুষ্ঠিত হয়। প্রজ্ঞান পুরুষ স্বয়ংবেদ্য স্বানুভবদেব শ্রীশ্রীবাবাঠাকুরের উন্নীত ভজন এবং অমৃতময় বাণী আপামর জনসাধারণের মধ্যে ছড়িয়ে দেওয়াই হল আমিবোধ অ্যাসোসিয়েশনের একমাত্র লক্ষ্য।

অনুষ্ঠানের শুরুতে অ্যাসোসিয়েশনের প্রেসিডেন্ট ডঃ সুধীর ঘোষ মহাশয় বাবাঠাকুরের আদর্শকে সামনে রেখে সকলকে এগিয়ে যেতে উৎসাহিত করেছেন তাঁর বক্তব্যের মাধ্যমে। এরপর 'শ্রীশ্রীবাবাঠাকুরের পরিচিতি সকলের সামনে তুলে ধরেন তাঁরই ভক্ত সন্তান শ্রীমতি কাকলি চৌধুরী। তিনি সকলকে অবগত করেন যে, ভবিষ্যৎ প্রজন্মকে উচ্চাঙ্গ–সঙ্গীতে সুযোগ ও উৎসাহ দানের উদ্দেশ্যে এই অ্যাসোসিয়েশন প্রতি বছর, শ্রীশ্রীকনকমাতা মেমোরিয়্যাল স্কলারশিপে'র আয়োজন করে থাকে।

অনুষ্ঠানে শ্রীশ্রীবাবাঠাকুর রচিত একটি কবিতা আবৃত্তি করে শোনায় শিশু শিল্পী অরিজিৎ ভট্টাচার্য। উল্লিখিত বৃত্তি প্রাপ্ত চারজন ছাত্রছাত্রী বর্ণালী বন্দ্যোপাধ্যায়, কৌলিক ভট্টাচার্য, স্বর্ণা পাত্র ঘোষ, অঙ্কিতা চৌধুরী এবং তাদের গুরুমা শাশ্বতী চৌধুরী এবং গুরু কৌশিক ভট্টাচার্য বিভিন্ন তত্ত্বের উপর আধারিত শ্রীশ্রীবাবাঠাকুরের উন্নীত কিছু ভজন পরিবেশন করে শোনান। অনুষ্ঠানের শেষে পরিবেশিত হয় প্রজ্ঞান পুরুষ শ্রীশ্রীবাবাঠাকুর' নামক একটি গীতি আলেখ্য যাতে অংশগ্রহণ করেন দেবরাণী চক্রবর্তী, চন্দ্রিমা চক্রবর্তী, বর্ণালী বন্দ্যোপাধ্যায়, কাকলি ঘোষ, অঙ্কিতা চৌধুরী ও ইন্দ্রাণী মান্না। ভাষ্য পাঠে ছিলেন কাকলি চৌধুরী, মালতী মণ্ডল ও শুভ্র চৌধুরী। আলেখ্যটি সঙ্কলন করেন তপতী গুহ। অনুষ্ঠান পরিচালনায় ছিলেন শ্রী শান্তনু দাস।

বিজয়া সম্মিলনী

হীরালাল চন্দ্র : সম্প্রতি এক সন্ধ্যায় নাগেরবাজার সাতগাছির যুগীপাড়া রোডে ''সঙ্গীতপ্রিয় সংসদের'' উদ্যোগে ও সম্পাদক বিশ্বনাথ সুরের পরিচালনায় শুভ বিজয়া সম্মিলনী উৎসব অনুষ্ঠিত হল। বিশেষ অতিথি ছিলেন রামমোহন ভট্টাচার্য। সঙ্গীত পরিবেশন করেন শিপ্রা রায়, শ্রাবন্তী বন্দ্যোপাধ্যায়, মধুমিতা ভট্টাচার্য, শুক্লা সেনগুপ্ত, তড়িৎ বিশ্বাস, অভিজিৎ বিশ্বাস প্রমুখ। কবিতা পাঠ করেন মনীষা মুখার্জী। বাঁশী বাজান শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায়। সঙ্গে তবলা ও পার্কাসন বাজান সমীর রায়, সমীর দাস ও অরিজিৎ বন্দ্যোপাধ্যায়। সঞ্চালক ছিলেন সুজন সেনরায়।

রাসলীলা মহোৎসব

নিজস্ব প্রতিনিধি: গত ২৫ নভেম্বর সন্ধ্যায় ''প্রয়াসের'' উদ্যোগে ঠাকুর রামকৃষ্ণ বিবেকানন্দ স্মৃতি বিজড়িত গৃহদেবতা ''রাধাকৃষ্ণ'' মন্দির প্রাঙ্গণে অষ্টাদশ বার্ষিক ''রাসযাত্রা'' উৎসব ভক্তিমাতা ছবি গোস্বামীর পৌরোহিত্যে ও শম্পা মুখোপাধ্যায়ের ধন্যবাদ জ্ঞাপনের মাধ্যমে সাড়ম্বরে অনুষ্ঠিত হল। রাসলীলা সম্বন্ধে সারগর্ভ ভাষণ দেন ডক্টর ভূপেন্দ্রনাথ শীল। ভক্তিগীতি পরিবেশন করেন অধ্যাপিকা অর্চিতা ঘোষ, বিশ্বনাথ সুর, শিপ্রা রায়, মধুমিতা ভট্টাচার্য, সুমা দাস, অন্নপূর্ণা দে ও সঞ্চিতা সেন। সাথে তবলা ও পার্কাসন বাজান সমীর রায়, সমীর দাস ও অরিজিৎ বন্দ্যোপাধ্যায়। বাঁশী বাজান অশোক কর্মকার। সঞ্চালক ছিলেন তপন গোস্বামী।

সিকিমে জাদুকর অশোক বিশ্বাস অ্যান্ড ট্রুপ

নিজস্ব প্রতিনিধি : কেন্দ্রীয় সরকারের 'সং অ্যান্ড ড্রামা' ডিভিশনের ব্যবস্থাপনায় সারা ভারতবর্ষ জুড়েই প্রত্যন্ত গ্রামাঞ্চলে চলেছে নানান সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান। এই সব অনুষ্ঠানের মাধ্যমে কেন্দ্রীয় সরকারের জনহিতকারী বিভিন্ন পরিকল্পনার কথা সাধারণ মানুষের সামনে তুলে ধরা হচ্ছে। কেমন ভাবে গ্রামীণ ভারতের প্রতি সাধারণ মানুষজন সরকারি সহযোগিতায়, নিজেদের উদ্যোগে, নিজেদের জীবনযাপন উন্নত করতে পারেন আর তার ফলে সার্বিকভাবে দেশের উন্নতি ঘটবে, সেই দিকে লক্ষ্য রেখেই 'সং অ্যান্ড ড্রামা' ডিভিশনের তরফে এইসব সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের প্রয়াস।

এইসব অনুষ্ঠানে অবশ্যই আছে জাদু প্রদর্শনী। জাদু সব বয়সের সব মানুষের মন ছোঁয়। জাদু প্রদর্শনীর মাধ্যমে শুধু বিস্ময়সমৃদ্ধ আনন্দই নয়, সেই সাথে দর্শকবৃন্দের কাছে বিভিন্ন বার্তাও পৌঁছে দেওয়া যায়। আর এই কাজটাই করে চলেছেন জাদুকর অশোক বিশ্বাস অ্যান্ড ট্রুপ তাঁদের আকর্ষণীয় জাদু প্রদর্শনীর মাধ্যমে। কেমন ভাবে জাদুকর একটি রুক্ষকেশ, অভুক্তা, যত্নহীনা বালিকার ছবি দেখালেন ফ্রেমে। বললেন শুধু পুত্র সন্তানদের নয়, আমাদের কন্যা সন্তানদেরও যত্ন নিতে হবে, ওদেরকেও মানুষ করে তুলতে হবে। নিজেদের পায়ে দাঁড়াবার ব্যবস্থা করতে হবে, তারপর বিবাহ... এরপর জাদুকর ছবিটিকে এক মুহূর্তের জন্যে বড় রুমাল দিয়ে ঢাকা দিয়ে সরিয়ে নিতেই দেখা গেলো সেই বালিকার ছবিটিই পাল্টে গিয়েছে এক উজ্জ্বল হাসিমুখ বালিকার ছবিতে। ওই ছবিতে আবার নানান রঙের ফুলের আবির্ভাব ঘটেছে।

এই জাদুর বিস্ময়ের মাধ্যমে জাদুকর অশোক বিশ্বাস কেন্দ্রীয় সরকারের 'বেটি বাঁচাও, বেটি পড়াও' পরিকল্পনার কথাই তুলে ধরছেন প্রত্যন্ত গ্রামাঞ্চলে আপামর জনসাধারণের সামনে। আরও অনেক পরিকল্পনার কথাও তুলে ধরছেন জাদুকর অশোক বিশ্বাস। যেমন 'প্রধানমন্ত্রী জন ধন যোজনা', 'ডিজিটাল ইন্ডিয়া' (কমপিউটার প্রশিক্ষণ), 'প্রধানমন্ত্রী জীবন জ্যোতি বিমা যোজনা' ও আরও অনেক অনেক জনহিতকারী পরিকল্পনার কথা।

গ্রামাঞ্চলে মানুষ তাঁদের উপার্জনের কিছু অর্থ নিয়মিত ভাবে সরকারি বিভিন্ন সঞ্চয় প্রকল্পে জমা রাখুক নিজেদের ভবিষ্যতকে সুরক্ষা করতে, সে কথাও বলছেন জাদুকর অশোক বিশ্বাস। তাঁর জাদুর মাধ্যমে খালি বাক্স দেখিয়ে ২/১টি মুদ্রা ফেলে বাক্স বন্ধ করে খুলতেই দেখা যাচ্ছে বাক্স মুদ্রায় ভরে উঠেছে। সাথে সাথে জাদুকর সবাইকে মনে করিয়ে দিচ্ছেন, তারা যেন সব সময় তাঁদের অর্থ সরকারি সঞ্চয় প্রকল্পেই রাখেন। জাদুকর আবার সাদা মোটা কাগজ দেখিয়ে গোল করে মুড়ে ধরে বললেন জীবনবিমার কথা — সাদা কাগজ খুলতেই দেখা গেল সেটি হয়ে গিয়েছে জীবনবিমার সার্টিফিকেট! সাবাশ জাদুকরকে জাদুর সুন্দর উপস্থাপনার মাধ্যমে কেন্দ্রীয় সরকারের বিভিন্ন জনহিতকারী পরিকল্পনার কথা আপামর জনগণের সামনে তুলে ধরবার জন্যে...

গত ১লা ডিসেম্বর থেকে সিকিমের 'রংপোতে জাদুকর অশোক বিশ্বাস অ্যান্ড ট্রুপের উপরোক্ত বার্তাবাহী আকর্ষণীয় জাদু প্রদর্শনী চলছে। ৫ ডিসেম্বর এই প্রদর্শনী শেষ হচ্ছে। তারপর তিনি ট্রুপ নিয়ে যাবেন দুর্গা ডিভিশনে জাদু প্রদর্শনী করতে। এইভাবেই জাদুকর অশোক বিশ্বাস নিজেকে জড়িয়ে নিয়েছেন দেশের প্রত্যন্ত গ্রামাঞ্চলের জন সাধারণের কেন্দ্রীয় সরকারের সহযোগিতায় জীবন যাপনের উন্নতি ঘটাবার কাজের সাথে। জাদুকর অশোক বিশ্বাস অ্যান্ড ট্রুপকে হার্দিক অভিনন্দন।

কবি অর্ধেন্দু চক্রবর্তীর ৮১তম জন্মবার্ষিকী পালন

তাপস নস্কর

গত ২০শে নভেম্বর ২০১৫, শুক্রবার সূর্যসেন মঞ্চে অর্ধেন্দু চক্রবর্তী স্মৃতি রক্ষা কমিটির উদ্যোগে বিকাল ৫টা নাগাদ কবি অর্ধেন্দু চক্রবর্তীর ৮১তম জন্মবার্ষিকি উদযাপন হল। প্রথমে উপস্থিত সকলে কবির উদ্দেশ্যে এক মিনিট নীরবতা পালন করেন। এরপর কবির প্রতিকৃতিতে ফুল দিয়ে উপস্থিত সকলে শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করেন। মঞ্চে মাননীয় অতিথিরা আসন গ্রহণ করেন। অনুষ্ঠানে সভাপতি হিসাবে আসন গ্রহণ করেন কবি পবিত্র মুখোপাধ্যায় এবং প্রাবন্ধিক জাহিরুল হাসান।

বাসব দত্ত চৌধুরীর পরিবেশিত দুটি সূচনা সঙ্গীতের মধ্য দিয়ে অনুষ্ঠান শুরু হয়। পবিত্র মুখোপাধ্যায়, রানা চট্টোপাধ্যায় ও জাহিরুল হাসানকে ফুল দিয়ে বরণ করে নেয় দিশা চট্টোপাধ্যায়। কবি অনন্ত দাসকে ফুল দিয়ে বরণ করে নেয় কবি যতীন্দ্রনাথ সরকার। স্মৃতি রক্ষা কমিটির পক্ষ থেকে গল্পকার জীবন রায় বক্তব্য রাখেন এবং বিভিন্ন সুবিধা– অসুবিধার মধ্যে কিভাবে আমাদের কাজ করতে হচ্ছে সেটাও তার বক্তব্যে তুলে ধরেন। তিনি এও জানান যে কোনও সুচিন্তিত মতামত থাকলে তা সাদরে আমাদের কাছে গ্রহণীয় হবে।

কবি অনন্ত দাস স্মৃতির উদ্দেশ্যে কবির নির্বাচিত কয়েকটি কবিতা আবৃত্তি করেন। এরপর সৈয়দ হাসমত জালাল কবির কবিতা আবৃত্তি করেন। কবি রানা চট্টোপাধ্যায় কবির উদ্দেশ্যে স্মৃতিচারণা করেন। দিশা চট্টোপাধ্যায় কবিকে স্মরণ করে কয়েকটি কবিতা পাঠ করেন। সবশেষে দীর্ঘসময় ধরে জাহিরুল হাসান স্মারকবক্তৃতা দেন। কবি বিশ্বজি রায় সম্পূর্ণ অনুষ্ঠানটিকে সুন্দর ও সুষ্ঠভাবে সঞ্চালনা করেন। যথাসময়ে তিনি অনুষ্ঠানের সমাপ্তি ঘোষনা করেন।

সাড়ম্বরে উদযাপিত হল ২১ তম কলকাতা চলচ্চিত্র উৎসব

ইন্দ্রজিৎ আইচ

১৪–২১ নভেম্বর নন্দন ইয়াংম্যান অমিতাভ বচ্চন। উপস্থিত ছিলেন মঞ্চে জয়া বচ্চন, বিদ্যা বালন, শর্মিলা ঠাকুর, মৌসুমী চট্টোপাধ্যায়, সন্ধ্যা রায়, রঞ্জিত মল্লিক, যাদব মণ্ডল, অত্রি ভট্টাচার্য এবং মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়।

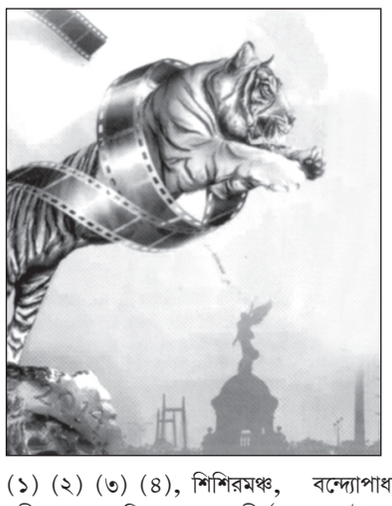

(১) (২) (৩) (৪), শিশিরমঞ্চ, রবীন্দ্রসদন, রক্সি, নজরুল তীর্থ, নবীনা, মিত্রা, কার্নিভ্যাল সিনেমা ও স্টার থিয়েটারে সাড়ম্বরে অনুষ্ঠিত হল ২১তম কলকাতা ইন্টারন্যাশনাল ফ্লিম ফেস্টিভ্যাল। নেতাজি ইন্ডোর স্টেডিয়ামে এই উৎসবের উদ্বোধন করেন বলিউডের নারায়ণ মজুমদার, ওস্তাদ রশিদ খান, ইন্দ্রনীল সেন, বিক্রম ঘোষ সকলে আসর মাতান, কলকাতা চলচ্চিত্র উৎসবের উদ্বোধনী ছবি ছিল পাকিস্তানের ছবি মান্টো দিয়ে। সাহিত্যিক মান্টোর অবশ্যই ভারতীয় পরিচিতি রয়েছে। সেই জন্য এই ছবি দেখার সিনেমামোদি দর্শকের উৎসাহ ছিল চোখে পড়ার মতন।

এবার উৎসবে ৬১টি দেশের ১৬৮টি ছবি দেখানো হয়। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য থিফ (কাতার) ৭১ (ইউকে), দ্য ট্রাইব (ইউক্রেন), মাউন্টটেন মে ডিপার্ট (চিন), ভলক্যানো (গুয়াতে মালা), ট্যাক্সি (ইরান), অ্যান (জাপান), দ্য আইডল (প্যালেস্টাইন), ফরেন বডি (পোল্যান্ড), আফেরিম (বুলগেরিয়া), দ্য অ্যাসামিন (হাও সিয়াও সিয়েন), তাইওয়ান, আর্জেন্টিনা (স্পেন), পরিচালক রাজীব ভাটিয়ার পাগড়ি দ্য অনার, সীমা দেশাইএর পাপ্পু কি পাকদন্ডি, লিবিয়া স্টেলার গোমেজ (ইলা), সিক্স ফিট হাই (ভারত), বিইং গুড (জাপান), দ্য ওনারস দ্য মস্তান), দ্য কাফন মেকার (ফিলিপিন্স), আন্ডার দ্য সান (দক্ষিণ কোরিয়া), ২৮ (শ্রীলঙ্কা), ইরিনা এভতিকার অ্যাভেন্তিওর, আর চিতাম্বরম (ওত্তাযুধুবন), প্রকাশ (অ্যান অফডে গেম, সুজাতা শেঠ (তথ্যচিত্র সোল), দ্য ওয়েলেস ডে চাইল্ড (হাঙ্গেরি) ম্যাডোনা (দক্ষিণ কোরিয়া), ছবিগুলো ছিল দেখার মতন।

পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমিতে ছিল ওপেন ফোরাম। আলোচনায় অংশ নিয়েছিলেন নবীনানন্দ সেন, শিলাদিত্য সেন, সোহিনী দাশগুপ্ত, জগন্নাথ গুহ, শেখর দাশ, অশোক বিশ্বনাথন, মনোজ বর পূজারী, শিশির রায়, বিশ্বজিৎ মণ্ডল, শোভন তরফদার, সুব্রত সেন, প্রদীপ্ত ভট্টাচার্য, মধুজা বন্দ্যোপাধ্যায়, উর্বশী ইরানী, অভিজিৎ রায়, অনিন্দ্য সেনগুপ্ত, সৌম্য মুখোপাধ্যায়, এস ভি রমন,

বীরেশ চট্টোপাধ্যায়, প্রভাত রায়, রাজ চক্রবর্তী, অরিন্দম শীল প্রমুখ। ছিল শিল্পীদের সঙ্গে আড্ডা সিনেমা নিয়ে বিতর্ক। অংশ নেন সন্দীপ রায়, সব্যসাচী চক্রবর্তী, শাশ্বত চট্টোপাধ্যায়, সিদ্ধার্থ চট্টোপাধ্যায়, চিরঞ্জিৎ, উৎপলেন্দু চক্রবর্তী, শতাব্দী রায়, মিমি চক্রবর্তী, জগন্নাথ গুহ, প্রমুখ ব্যক্তিবর্গ। গগনেন্দ্র প্রদর্শনশালায় বিদেশী বিভিন্ন ছবির প্রদর্শনী হয়। সেগুলি দেখার জন্য লোক সমাগম হয়েছিল চোখে পড়ার মতন। এছাড়া প্রতিদিন নন্দনে ছিল মিট দ্য প্রেস, কুইজ আড্ডা ও ফেস টু ফেস।

২১ তম কলকাতা আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসবের শেষ দিনটি ছিল আরও বর্ণময়। দক্ষিণ কলকাতার নজরুল মঞ্চে বসেছিল ক্লোজিং সেরিমনির বর্ণাঢ্য আসর। বিশেষ অতিথি ছিলেন বোম্বের অভিনেত্রী টাব্বু, শর্মিলা ঠাকুর, মৌসুমী চট্টোপাধ্যায়, জুড়ি বোর্ডের সদস্য অভিনেত্রী বাইলিং, ফিলিপ মার্কজিউস্কি, রাজ্যের তিন মন্ত্রী সুব্রত মুখোপাধ্যায়, অরূপ বিশ্বাস, ফিরহাদ হাকিম। মহিলাদের তৈরি সিনেমার প্রতিযোগিতায় সেরা মহিলা চিত্র পরিচালকদের সেরা ছবি হিসেবে পুরস্কৃত হয়। হাঙ্গেরির লিলা হোররভাসের ছবি, তারা পেল রয়েল বেঙ্গল টাইগার অ্যাওয়ার্ড ও ৫১ লক্ষ টাকা। দ্য ওয়েজন সেডে চাইল্ড পুরস্কৃত হলেন দুই কেন্দ্রীয় শিল্পী ফিংগা ভেসেই ও সোল্ট আনটাল। সব মিলিয়ে জমে উঠেছিল ২১ তম এই উৎসব।

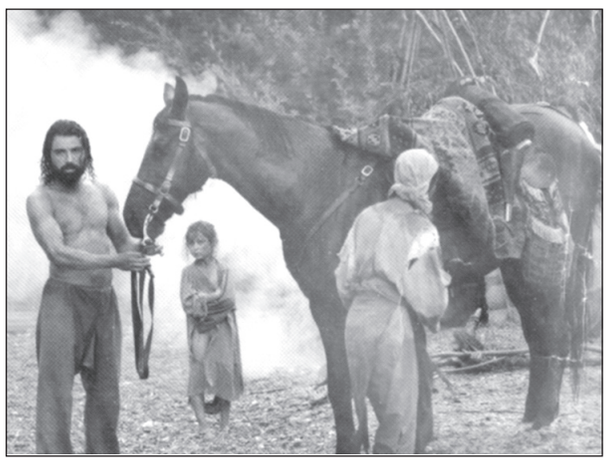

টেনিস স্রেফ শীতকালীন বিনোদন নয়

কমল নস্কর

শীতকালীন খেলা বলতে আমরা সাধারণত আগে জানতাম ক্রিকেটকেই। বেশ প্যাড-গ্লাভসের বর্ম পড়ে শীতের ঠান্ডায় একটা আলাদা উষ্ণতা তৈরি করেছিল ক্রিকেট। এমনকি ক্রিকেটের টেস্ট ম্যাচ চলাকালীন মহিলাদের সোয়েটার বোনার দৃশ্য প্রায়শই চোখে পড়ত ভারতে তো বটেই এমনকী বিদেশের মাটিতেও। সেই ধারাটাই পালটে যায় বিশ্বায়নের জাঁতাকলে ক্রিকেট বারোমাসের খেলায় রূপান্তরিত হওয়া। প্রচন্ড দাবদাহ বা শীতের কনকনানি সবের মধ্যেই এখন চলছে ক্রিকেট উৎসব। এইদিক থেকে খানিকটা হলেও শীতকালীন খেলা রয়ে গিয়েছে (অন্তত ভারতের প্রেক্ষাপটে) ভলিবল, ব্যাডমিন্টন এবং টেনিস। তা সেই ভলিবল-ব্যাডমিন্টন-টেনিসে ভারতের সাম্প্রতিক অবস্থান কিরকম? তা একটু দেখে নেওয়া যাক সরেজমিনে। বলাবাহুল্য ভলিবলে ভারত এশিয়ান গেমস, অলিম্পিকস, সার্ক গেমসে নাম দেয় বটে, তবে বলার মতো সাফল্য তারা কুড়াতে পারেনি। যদিও ব্যাডমিন্টনে ভারতের হাল এতটা খারাপ নয়। বরং এদেশের নাম ব্যাডমিন্টের জগতে প্রথম রোশন করেন আজকের বলিউডের জনপ্রিয় অভিনেত্রী দীপিকা পাড়ুকনের পিতা প্রকাশ পাড়ুকন। বস্তুত ভারতকে ব্যাডমিন্টন মানচিত্রে আন্তর্জাতিক করে তোলায় সবথেকে বেশি অবদান প্রকাশের। তাঁর হাত ধরেই ভারত প্রথমবারের জন্য অল ইংল্যান্ড ব্যাডমিন্টন চ্যাম্পিয়নশিপে কৌলিন্য পায়। প্রকাশের জেতা সেই মাস্টার্স ট্রফি আজই নবাগত তারকাদের কাছে এক মাইলস্টোন। প্রকাশের হাত ধরে যে উত্থানের ভোর দেখেছিল ভারতীয় ব্যাডমিন্টন আজ তাতে গোধূলি এনে দিয়েছেন হায়দ্রাবাদী তারকা সাইনা নেহওয়াল। এর মাঝে কম বেশি অনেকেই এসেছেন ভারতের ব্যাডমিন্টন জগতে কিন্তু সেভাবে দাগ কাটতে পারেননি। এই দুই তারকার সাফল্যের দরুণ ভলিবলের চেয়ে ভারতীয় ব্যাডমিন্টন অনেকটাই এগিয়ে রয়েছে।

তবে শীতকালীন খেলা হিসেবে এককালে পরিচিতি থাকলেও টেনিসের গ্রাফ বেড়েছে অনেকটাই জোরকদমে। তাই ভারতের টেনিস জগতের নাম বেশ উজ্জ্বল। ডেভিসের কাপের সাফল্যও যাতে রং চড়িয়েছে। ভারতের টেনিস পরিবার হিসেবে প্রথমেই মনে আসে কৃষ্ণণ এবং অমৃতরাজ ভাইদের কথা। রমানাথ কৃষ্ণণ এবং তাঁর সুযোগ্য পুত্র রমেশ কৃষ্ণণ ভারতের টেনিসের ইতিহাসে চিরদিন স্মরণীয় হয়ে থাকবেন। তাছাড়া অমৃতরাজ ভাইদের মধ্যে বিজয় অমৃতরাজের সঙ্গে রমেশ কৃষ্ণণের জুটি ভারতীয় টেনিসকে গোটা বিশ্বে পসার দিয়েছে। এছাড়াও নরেশ কুমার এবং জয়দীপ মুখোপাধ্যায়দের অবদান কোনও অংশে কম নয়। তবে আনন্দ অমৃতরাজ-প্রকাশ অমৃতরাজ এবং পিতাপুত্র রমানাথ-রমেশ কৃষ্ণণরা ভারতীয় টেনিসের এক সার্থকতম পূর্বপুরুষ হয়ে চিহ্নিত হয়ে থাকবেন। পরে অবশ্য হলিউডের ছবির পরিচালক এবং প্রযোজক হিসেবে অমৃতরাজ ভাইয়েরা দারুণ খ্যাতি অর্জন করেছিল। তাদের তৈরি করা ছবিতে হলিউডের অনেক তারকাকে অভিনয় করতেও দেখা গিয়েছে। তবে অভিনেতা বা প্রযোজক হিসেবে নয় অমৃতরাজ ভাইদের এদেশ মনে রাখবে টেনিসের যুগপুরুষ হিসেবেই। আজকের ভারতীয় টেনিস যে সমৃদ্ধির মধ্যে এগিয়ে চলেছে তাতে এই পূর্বজদের অবদান কোনও অংশে কম নয়। কিছুদিন আগে পর্যন্ত লিয়েন্ডার পেজ এবং মহেশ ভূপতি জুটিকে ভারতীয় টেনিসের সেরা ডবলস হিসেবে গণ্য করা হত। বিদেশের মাটিতে একের পর এক সাফল্য তাদের এই জায়গায় পৌঁছে দিয়েছিল। লি-হেশের জুটি ভেঙে যাওয়া কার্যত ভারতীয় টেনিসপ্রেমীদের কাছে বিশাল অভিশাপ। পরবর্তী ক্ষেত্রে লিয়েন্ডার এবং মহেশ পৃথক পৃথক জুটি বেছে নিয়েও সাফল্যে আস্বাদন পেয়েছেন। যদিও তাতে নিখাদ ভারতীয়ত্বের স্বাদ নেই। কারণ এরা দুজনেই কোনও না কোনও বিদেশির সঙ্গে যুক্ত হয়ে জয়ের ধ্বজা উড়িয়েছে। যা আদৌ শুধুমাত্র দেশের গৌরব নয়। ভারতীয় টেনিস নিয়ে কথা বলছি অথচ সানিয়া মির্জার নাম নেই, এটা কী ভাবা যায়? না সানিয়াকে ছাড়া ভারতীয় টেনিস কক্ষপথের চূড়ায় পৌঁছানো যাবে না কিছুতেই। এই তো মাত্র কয়েকদিন আগেই লিয়েন্ডারকে নিয়ে মিক্সড ডবলস এবং মার্টিনা হিঙ্গিসকে নিয়ে ডবলসে ভরপুর সফলতা অর্জন করেছেন সানিয়া মির্জা। সাইনা নেহওয়ালের মতো সানিয়াও হায়দ্রাবাদ নিবাসী। যদিও বৈবাহিক সূত্রে প্রাক্তন পাক অধিনায়ক শোয়েব মালিকের স্ত্রী তিনি। তবে অলিম্পিকস-এশিয়ান গেমস সহ সব বড় প্রতিযোগিতাতেই ভারতের ঝান্ডাই বহন করছেন সানিয়া। পাকিস্তান তার কাছে 'পরায়া শ্বশুরাল' থেকে গিয়েছে। রমেশ কৃষ্ণণ-বিজয় অমৃতরাজরা ভারতীয়দের যে টেনিস পরিচিতি ঘটিয়েছিলেন তাকে খ্যাতির আলোকে প্রতিভ করে তুলেছেন লিয়েন্ডার-সানিয়া-মহেশ ভূপতিরা। এভাবেই এখন টেনিসের জনপ্রিয়তা বাড়ছে ভারতের মাটিতেও। একে অবশ্যই গুরুত্ব দিতে হবে। কারণ ভারতের মতো দেশে সাধারণভাবে বড়লোকের বা বিত্তবানের গেমস হিসেবে চিহ্নিত হত ক্রিকেট এবং টেনিস। বলাবাহুল্য ক্রিকেট সেই প্রাচীর অতিক্রম করে এগোতে পেরেছে। যে কারণে এখন রাজপথ থেকে পাড়ার অলিগলি সর্বত্র চলছে ধুন্ধুমার ক্রিকেট। চায়ের টেবিলের গালগল্পে হোক আর সংসদের অলিন্দের বিতর্ক সবেতেই ক্রিকেট বেশ বড় জায়গা করে নিতে পেরেছে। বস্তুত ক্রিকেট এখন ধর্মে পরিণত হয়েছে ভারতে। সেই জায়গায় টেনিস ভাগ বসাতে চলেছে আদৌ বলছি না। কারণ ডিউজ-অ্যাডভান্টেজ-রুল ইত্যাদি খটমটো শব্দগুলির সঙ্গে এখনও এদেশের ক্রীড়াপ্রেমী সেভাবে সড়গড় হয়ে ওঠেনি। অথচ তারাই দিব্যি বলে দিচ্ছেন ফরওয়ার্ড শর্ট লেগ, শর্ট কভার বা সিলি পয়েন্টের অবস্থান। সানিয়া-লিয়েন্ডার-মহেশরা যেভাবে টেনিসের ঝান্ডা তুলে ধরছেন তাতে আগামী দিনে এদেশের বিভিন্ন বিতর্কের কেন্দ্রবিন্দু হয়ে উঠতেই পারে টেনিস। সেইদিন হয়তো খুব বেশি দূরে নেই। যেদিন দেখা যাবে ক্রিকেট সরঞ্জামের পাশাপাশি টেনিস র‍্যাকেটের ছড়াছড়ি হবে পাড়ায় পাড়ায়। বিশ্বায়নের ব্যপ্তির ফলেই সেটা সম্ভবপর হয়ে উঠতে পারে। তখন অবশ্য শুধুমাত্র শীতকালীন গেমস হিসেবে কদর পাবে না টেনিস।

আইএসএলে চোখ হাবাসের

নিজস্ব প্রতিনিধি : হাবাসের এখন একটাই লক্ষ্য। উপর্যুপরি দ্বিতীয়বারের জন্য অ্যাটলেটিকো দ্য কলকাতাকে আইএসএল চ্যাম্পিয়ন করা।

যেভাবে এটিকে এগোচ্ছে তাতে এই লক্ষ্য খুব একটা দূরে বলেও মনে হচ্ছে না। আর কলকাতার এই জয়ের স্বপ্ন আরও মসৃণ হয়ে উঠেছে জিকোর গোয়াকে ৪-০ গোলে উড়িয়ে দেওয়ার পর থেকেই। যেভাবে গোয়া এফসি মুম্বইকে ৮-০ গোলে হারায় তাতে মনে হয়েছিল কলকাতার জন্য শক্ত গাঁট হতে চলেছে জিকোর গোয়া। কিন্তু সে গুড়ে বালি দিয়ে আপাতত কলকাতার অশ্বমেধের ঘোড়া এগিয়ে চলেছে দুর্বার গতিতে। অথচ মরশুমের শুরুতে যেভাবে পচা শামুকে একের পর এক পা কাটছিল (পড়ুন নাকও) এটিকে'র তখন ভাবাই যায়নি এভাবে ঘুরে দাঁড়াবে তারা। সেটাই অত্যন্ত দক্ষতার সঙ্গে করে দেখাল ক্যালকাটানরা। তাই এখন আইএসএল বিজয়ীর ল্যাপে হাবাসের উজ্জ্বল মুখটা এখনই পড়ে নেওয়া যাচ্ছে। এরপরেই ভাগ্য বলে একটা ব্যাপারটা তো আছেই। আছে নক-আউটে পর্বে কলকাতা সাফল্যের গ্রাফ কিভাবে মেলে ধরে সেটাও। তবে যেহেতু খেলাটা গেম অফ আনসার্টেনিটি বা ক্রিকেট নয়, ফুটবল তাই আশাবাদী হতে অন্যায় কিসের। আগাম শুভেচ্ছা হিউম-দ্যুতি-বোরহা-গাভিলান-রফিকদের জন্য। আর অতি অবশ্যই অ্যান্টেনিও হাবাসের জন্যও।

দিন্দার আগুনে বোলিংয়ে তপ্ত অসম

নিজস্ব প্রতিনিধি : নজস্বপ্রতিনিধি:আগেরটা না হয় ছিল পিচের দোষ। যার অজুহাতে ওড়িশার বিরুদ্ধে অশোক দিন্দার পেস তাণ্ডবকে খাটো করে দেখছিলেন মিডিয়া থেকে তামাম ক্রিকেট সমালোচক। দিন্দার দাপুটে বোলিং কোনও পাত্তাই পায়নি। অথচ খোদ অসমের মাটিতে যে গতিতে অশোক বল করলেন এবং উইকেটের বন্যা বইয়ে দিলেন তাকে কি বলবেন এই তথাকথিত নিন্দুকেরা। নিজেদের সুবিধা অনুযায়ী পিচ কে না বানায় বলুন তো? এই তো দক্ষিণ আফ্রিকার সঙ্গে ওয়ান-ডে সিরিজ এবং টি-২০ তে দুরমুশ হওয়ার পরেও বিরাট কোহলির নেতৃত্বাধীন টিম ইন্ডিয়া টেস্টের আসরে যেভাবে চালকের আসরে বসে পড়েছে তাতেও তো পিচের খানিকটা অবদান থেকেই যাচ্ছে। অন্তত ওই ঠোঁটকাটাদের মুখে তো সে কথাই শোনা যাচ্ছে। তা বলে কি প্রোটিয়াদের টেস্টে শুইয়ে দেওয়ার পিছনে রবিচন্দ্রন অশ্বিন বা রবীন্দ্র জাদেজাদের অবদান গৌণ হয়ে যাবে। স্বয়ং দক্ষিণ আফ্রিকা অধিনায়ক হাসিম আমলা পর্যন্ত স্বীকার করে নিয়েছেন পিচ যতই অসুবিধাজনক হোক না কেন তার সঙ্গে মানাতে পারেননি আফ্রিকানরা। ভারতীয়দের স্পিন বোলিংয়ের কৃতিত্বকে কার্যত মেনে নিয়েছেন আমলা-ডেভিলিয়ার্সরা।

এটাই তো প্রথা। ভারতীয়দের যেমন জোরে বোলিং খেলায় বিস্তর সমস্যার মুখে পড়তে হয় বারংবার তেমনই প্রকৃত স্পিনের মুখে কম্পন ধরে যায় অজি বা প্রোটিয়াদের। সেই সুযোগটা কাজে লাগাতে সক্ষম হয়েছেন অশ্বিনরা। আর বাংলার হয়ে কী স্পিন আর কী পেস দুয়েতেই সাফল্যের নমুনা তুলে ধরেছেন প্রজ্ঞান ওঝা-অশোক দিন্দারা। দিন্দা যে বোলিংটা তুলে ধরেছেন অসমের প্রথম ইনিংসে তা যে কোনও পেসারের কাছেই স্বপ্নের স্পেল। যার জেরে মাত্র ১ রান স্কোরবোর্ডে যোগ হওয়ার মধ্যেই পড়ে যায় অসমের প্রথম চারটি উইকেট। এখনেই দিন্দা বুঝিয়েছেন যে ওড়িশা বিজয়ে তাঁর ৭ উইকেটের চেয়ে কোনওভাবে কম নয় অসম বধে এই চারটি উইকেট। যাকে বলে একদম ভেঙে গুড়িয়ে দেওয়া। যে বুলডোজারের সামনে প্রচণ্ড অসহায় লেগেছে অসমীয়া ব্যাটসম্যানদের। নিজেদের মাঠে এতটা দুর্ভোগ হতে পারে তা বোধহয় ভাবতেই পারেননি তারা। এখনও পর্যন্ত খেলা যে গতিতে এগোচ্ছে তাতে বাংলার জয় সময়ের অপেক্ষা বলেই মনে হচ্ছে। নিদেনপক্ষে বৃষ্টির কল্যাণে ম্যাচ থেকে সম্মান রক্ষার ২ পয়েন্ট চাইছে অসম। যদিও বাংলার লক্ষ্য পুরোপুরি সাত পয়েন্ট। যার দরুণ গ্রুপ থেকে ফাস্ট বয় হয়ে পরবর্তী রাউন্ডে যাবে তারা।

মনোজ তিওয়ারির নেতৃত্ব, সাইরাজ বাহুতুলের কোচিং এবং সর্বোপরি সিএবি প্রেসিডেন্ট সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়ের অভিভাবকত্ব। এই ত্রাহস্পর্শে বাংলা হয়ে উঠেছে অদম্য। মেন্টালি ব্যাপক পরিবর্তন ঘটেছে দলের অন্দরে। এই যে এক ম্যাচের জন্য লক্ষ্মীরতন শুক্ল দল থেকে বাদ গেলেন তাতে অনেক মান-অভিমানের পালা চললেও শেষ পর্যন্ত প্রত্যাবর্তনের পর সেই লক্ষ্মীর ঝাঁপি যথেষ্ট উদারই রয়েছে। এভাবে চললে এবারের রঞ্জি ঘরে তোলার ব্যাপারে এককদম এগিয়েই থাকবে বাংলা।

মাননীয়া মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের অনুপ্রেরণায় উন্নয়নের ধারাকে বজায় রেখে ২৫নং ওয়ার্ডের উন্নয়নের কাজ দ্রুত গতিতে এগিয়ে চলেছে।

সোনালী রায়
পৌরমাতা
রাজপুর-সোনারপুর পৌরসভা
দক্ষিণ ২৪ পরগনা

মনের খেয়াল

আঁকা শেখো

শেখাচ্ছেন মৃত্যুঞ্জয় মন্ডল

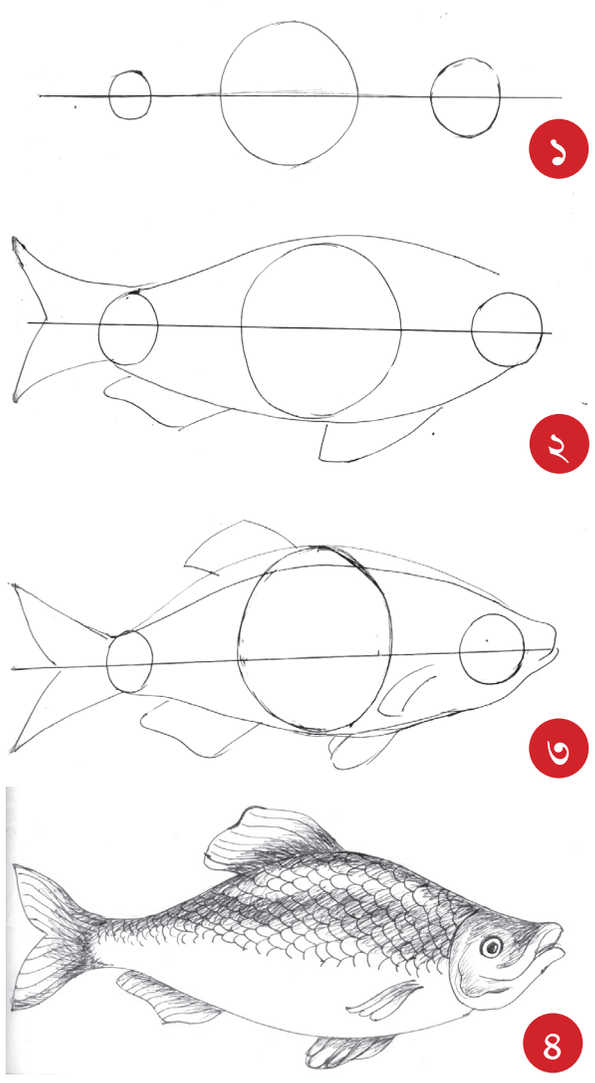

জেনে রাখো জেনে রাখো জেনে রাখো জেনে

এই স্তম্ভ হেলানো কেন?

সপ্তম আশ্চর্যের অন্যতম একটি হলো হেলানো স্তম্ভ। ইতালির পিসায় অবস্থিত এই হেলানো স্তম্ভ। এই স্তম্ভটি পুরোপুরি শ্বেত পাথরের তৈরি, যার ভিতের দেওয়াল চার মিটার চওড়া এবং আটতলা এবং ৫৪.৫ মিটার উঁচু, আমাদের দেশের ১৫তলা বাড়ির সমান। ৩০০ সিঁড়ি নিচ থেকে উপরে উঠে গিয়েছে। যারা এই স্তম্ভের একদম উপরে উঠবে তারা উপহার পাবে পিসার মনোরম দৃশ্য এবং সমুদ্র। সমুদ্র থেকে এটি ৬ মাইল দূরে অবস্থিত।

এই সৌধ ৫মিটার ঝুঁকে রয়েছে।যদি আমরা ওপর থেকে কিছু ফেলি তাহলে সেই বস্তু পাঁচ মিটার দূরে গিয়ে পড়বে। গ্যালিলিও এই সৌধের উপর থেকে তাঁর প্রচুর পরীক্ষা নিরীক্ষা চালিয়েছেন।

এই স্তম্ভ হেলানো কেন? কেউই সঠিকভাবে জানেন না এর উত্তর। অবশ্যই এটা বেকিয়ে তৈরি হওয়ার কোনও পরিকল্পনা ছিল না। এটি সোজাই তৈরি হওয়ার কথা ছিল। খ্রিস্টানদের ঘন্টা লাগানোর জন্য । ১১৭৪-এ শুরু করে শেষ হয় ১৩৫০-এ। এই স্তম্ভ তৈরি হয় বালির ওপর। এটাই হয়তো এর হেলে যাওয়ার কারণ। কিন্তু এটি হঠাৎ করে হেলে নি , হেলতে শুরু করে যখন তিনতলা পর্যন্ত তৈরি হয়। তাই সঙ্গে সঙ্গেই পরিকল্পনা পাল্টানো হয় এবং তেমনভাবেই তৈরি হয়। শেষ ১০০ বছরে এই স্তম্ভ ০.৩ মিটার আরও হেলে গিয়েছে। কিছু ইঞ্জিনীয়াররা বলেন এটি নাকি 'দ্য ফলিং টাওয়ার' কারণ তাদের বিশ্বাস এটি আরও হেলবে। কিন্তু এই স্থাপত্য আমাদের মনে গেঁথে রয়েছে এবং থাকবেও চিরকাল।

আদ্রিজা ভৌমিক, চতুর্থ শ্রেণি, নিভা আর্টস স্কুল

খুদে বন্ধুরা তোমাদের আঁকা ছবি, ছড়া, ছোটগল্প ও মজার অভিজ্ঞতার কথা পাঠাও পত্রযোগে অথবা ই-মেলে পাঠাও বাংলা ওয়ার্ডে বা JPEG ফরম্যাটে

Printed by Sudhir Nandi Published by Sudhir Nandi on behalf of Nikhil Banga Kalyan Samity and Printed at Nikhil Banga Prakasani, Vivek Niketan, Vill- Samali, P.O.- Nahajari, P.S.-Bishnupur, South 24 Parganas and Published at 57/1A, Chetla Road, Kolkata- 27. Editor: Dr. Jayanta Choudhuri.

নিখিলবঙ্গ কল্যাণ সমিতি-র পক্ষে সুধীর নন্দী কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত এবং নিখিলবঙ্গ প্রকাশনী, বিবেক নিকেতনে, গ্রাম-সামালি, পোস্ট-ন'হাজারি, থানা-বিষ্ণুপুর, দক্ষিণ ২৪ পরগনা হইতে মুদ্রিত এবং ৫৭/১এ, চেতলা রোড, কলকাতা-৭০০ ০২৭ (ফোন-২৪৭৯-৮৫৯১) হইতে প্রকাশিত। সম্পাদক : ড. জয়ন্ত চৌধুরী। সহ সম্পাদক : কুণাল মালিক। ফ্যাক্স নং : ০৩৩-২৮৩৯-১৫৪৪, ই-মেল-alipur_barta@yahoo.co.in/alipurbarta1966@gmail.com